বৈষম্যবিরোধী ছাত্র গণ-আন্দোলন
ঢাকা বিভাগ

জুলাই ২০২৪ ■ আষাঢ়- শ্রাবণ ১৪৩১

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টার ভাষণ

ছাত্র–জনতার অভ্যুত্থান ও নতুন বাংলাদেশ

বাংলাদেশের রক্তাক্ত জুলাই ও দেশে দেশে গ্রাফিতি বিপ্লব

কোটা সংস্কার আন্দোলনে শহিদদের একাংশঃ

তথ্যসূত্র: ১লা আগস্ট ২০২৪, সমকাল

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

জুলাই ২০২৪ ▫ আষাঢ়-শ্রাবণ ১৪৩১

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র গণ-আন্দোলন

বিশেষ সংখ্যা: ঢাকা বিভাগ

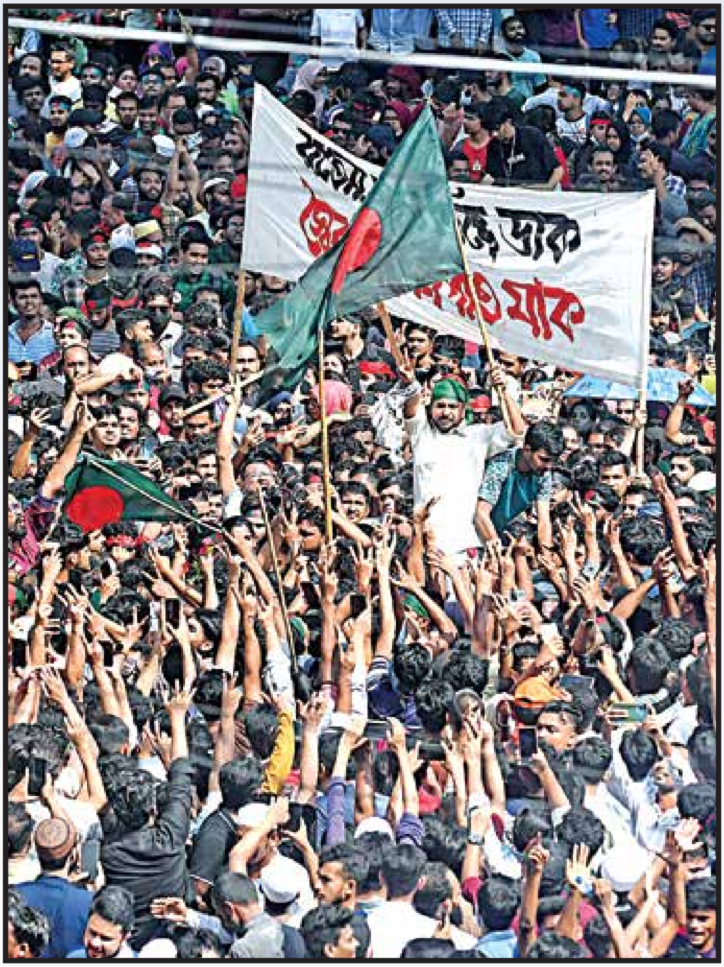

প্রধান সম্পাদক
খালেদা বেগম

সিনিয়র সম্পাদক
রিফাত জাফরীন

সম্পাদক
ফাহমিদা শারমীন হক

শিল্প নির্দেশক
মুহাম্মদ ফরিদ হোসেন

স্টাফ রাইটার
মো. জামাল উদ্দিন

সহসম্পাদক
সানজিদা আহমেদ
ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

সম্পাদনা সহযোগী
জান্নাত হোসেন
শারমিন সুলতানা শান্তা
প্রসেনজিৎ কুমার দে

অলংকরণ
নাহরীন সুলতানা

আলোকচিত্রী
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

যোগাযোগ: সম্পাদনা শাখা
ফোন: ৮৩০০৬৮৭
E-mail: dfpsb1@gmail.com
dfpsb@yahoo.com
Website: www.dfp.gov.bd

গ্রাহক ও এজেন্টদের জন্য যোগাযোগ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয়, বিতরণ ও প্রদর্শনী)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৩০০৭০২

মূল্য: পঁচিশ টাকা

গ্রাহক মূল্য : ষাণ্মাসিক ১৫০ টাকা এবং বার্ষিক ৩০০ টাকা

মুদ্রণে: প্রিয়াংকা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশন্স
৭৬/ই, নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০।

সম্পাদকীয়

বৈষম্যবিরোধী ছাত্রদের জুলাই ২০২৪-এর গণ-অভ্যুত্থান ইতিহাসে এক যুগান্তকারী অধ্যায়। ছাত্র-জনতার অভূতপূর্ব এই সফল অভ্যুত্থান একটি বিরলতম গৌরবময় ঘটনা, যা ২০২৪ সালের ৫ই জুন থেকে শুরু হয়ে ৫ই আগস্ট চূড়ান্ত সাফল্য লাভ করে। এ আন্দোলন একটি দিক-পরিবর্তনকারী ঘটনা। এর সূচনা হয় সরকারি চাকরিতে কোটা পদ্ধতি বাতিলের দাবির মধ্য দিয়ে। সরকারি চাকরিতে কোটা বাতিলের ২০১৮ সালের প্রজ্ঞাপন ২০২৪ সালের ৫ই জুন হাইকোর্ট অবৈধ ঘোষণা করলে অসন্তোষ দানা বাঁধতে শুরু করে। শুরু হয় ছাত্রদের প্রতিবাদ। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ব্যানারে ১লা জুলাই থেকে শুরু হয় তীব্র আন্দোলন। অহিংস এ আন্দোলন সহিংস হয় ১৫ই জুলাই থেকে। ১৬ই জুলাই রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থী আবু সাঈদ বুক পেতে দাঁড়ালে নিরস্ত্র এ তরুণ শহিদ হন। এ ঘটনা দেশ-বিদেশে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। আন্দোলন দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে। আবু সাঈদের সাথে আরও শহিদ হন সহস্রাধিক বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা। গুলিবিদ্ধ হয় আরও বহু, যার পরিসমাপ্তি ঘটে ছাত্র-জনতার তুমুল আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। ৫ই আগস্টে অগণিত শহিদের আত্মত্যাগে লুকিয়ে আছে ছাত্র-জনতার বিজয়।

৮ই আগস্ট ছাত্র-জনতার সমর্থনে নোবেল বিজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়। ছাত্রদের প্রতিনিধি হিসেবে নবীন-প্রবীণের সরকারে যোগ দেন মো. নাহিদ ইসলাম ও আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া, যারা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস শপথ গ্রহণের পর তাঁর বক্তব্যে সবাইকে নির্ভয় ও আনন্দচিত্তে নিজ নিজ জায়গা থেকে সামর্থ্য নিয়ে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, দেশের সব মানুষকে স্বাধীন, নির্ভয়, নিরুদ্বেগ থাকার নিশ্চয়তা দেওয়ার জন্যই ছাত্ররা শহিদ হয়েছেন। তারা গণ-অভ্যুত্থান করেছেন। এই অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সৃষ্ট সরকার সবার।

সকল প্রকার বৈষম্য লাঘব করাই ছিল ছাত্র-জনতার এবারের আন্দোলনের অন্যতম উদ্দেশ্য। নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণের মধ্য দিয়ে সুখী এক বৈষম্যহীন সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় বেড়ে উঠবে আমাদের আগামী প্রজন্ম। আমাদের সফলতা পূর্ণতা পাবে যখন নিজ নিজ অবস্থানে আমরা সকলে আরও দায়িত্বশীল হব।

সচিত্র বাংলাদেশ জুলাই সংখ্যা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ঢাকা বিভাগ নিয়ে সাজানো হয়েছে। আশা করি, *সচিত্র বাংলাদেশ* জুলাই ২০২৪ সংখ্যাটি পাঠকদের ভালো লাগবে।

সূচিপত্র

ভাষণ/নিবন্ধ/ফিচার/সংবাদ প্রতিবেদন

জাতির উদ্দেশে রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিনের ভাষণ ৪

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান হিসেবে শপথ নিলেন ড. মুহাম্মদ ইউনূস ৫

সব অপরাধের বিচার হবে: প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস ৭

জাতির উদ্দেশে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের ভাষণ ৮

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করা হবে: সেনাপ্রধান ১৫

ছাত্র-জনতার জুলাই অভ্যুত্থানের কালপঞ্জি ১৬

শেখ হাসিনার বিদায় ও ছাত্র-জনতার জয়োল্লাস ২৮

শেখ হাসিনার পতন: কোন পত্রিকার কী শিরোনাম ৩৩

কী অবিশ্বাস্য সাহসী যুবক আবু সাঈদ ৩৬

রাষ্ট্রের নির্বাহী কার্য পরিচালনায় অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করা যেতে পারে: রাষ্ট্রপতিকে মতামত আপিল বিভাগের ৩৭

২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের গণ-অভ্যুত্থান: ঢাকা বিভাগ
সামিয়া সুলতানা ৩৮

মীর মুগ্ধ ৪৪

পরিচ্ছন্নতা অভিযানে শিক্ষার্থীরা ৪৭

শিক্ষার্থীদের বাজার মনিটরিং ৫০

ঢাকার সড়কে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে শিক্ষার্থীরা ৫২

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান ও নতুন বাংলাদেশ ৫৪
ড. মো. মনিরুজ্জামান

বন্যার্তদের পাশে বৈষম্যবিরোধী ছাত্রসমাজ ৫৭

ছাত্র-জনতার আন্দোলনে বারুদ হয়ে ওঠা স্লোগানগুলো ৬০

জুলাইয়ের গণ-অভ্যুত্থান ইতিহাসে একটি গৌরবময় ঘটনা
মোহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন ৬৬

বাংলাদেশের রক্তাক্ত জুলাই ও দেশে দেশে গ্রাফিতি বিপ্লব
আশফাকুজ্জামান ৭১

কবিতাগুচ্ছ: ৪৩, ৬৪-৬৫, ৬৯-৭০

আব্দুল হাই শিকদার, আবু জাফর আবদুল্লাহ্, হাসান হাফিজ, রফিক লিটন, জগলুল হায়দার, জাকির আবু জাফর, কাদের বাবু, ইকবাল কবীর রনজু, এম. আলমগীর হোসেন, মুহাম্মদ ইসমাঈল, অরণ্যগুপ্ত

জাতির উদ্দেশে

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিনের ভাষণ

বঙ্গভবন, ৫ই আগস্ট ২০২৪

আপনারা জানেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আজ রাষ্ট্রপতির কাছে পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন এবং আমি তা গ্রহণ করেছি। প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে সৃষ্ট পরিস্থিতিতে আজ বঙ্গভবনে তিন বাহিনীর প্রধান এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কয়েকজন সমন্বয়কদের সাথে আলোচনা হয়। শুরুতেই সেনাপ্রধান বিরাজমান সার্বিক পরিস্থিতি ও রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে তার আলোচনা সম্পর্কে আমাকে অবহিত করেন। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দও এসময় তাদের বক্তব্য তুলে ধরেন।

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন ৫ই আগস্ট ২০২৪ বঙ্গভবনে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন। এসময় সেনাবাহিনীপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান উপস্থিত ছিলেন– পিআইডি

সভায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে নিহতদের স্মরণে শোক প্রস্তাব গৃহীত হয়। এছাড়া জরুরি ভিত্তিতে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সকল দল ও অংশীজনদের সাথে আলোচনা করে গঠিত অন্তর্বর্তীকালীন সরকার যত দ্রুত সম্ভব সাধারণ নির্বাচন করবে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও বিভিন্ন মিথ্যা মামলায় আটকসহ সকল বন্দিদের মুক্তি দেওয়া হবে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নিহতদের পরিবারদের ক্ষতিপূরণ প্রদান ও আহতদের সুচিকিৎসায় প্রয়োজনীয় সকল সহায়তা দেওয়া হবে।

সর্বসম্মতিক্রমে বিএনপির চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়াকে মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

প্রিয় দেশবাসী,

আমি দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে এবং লুটতরাজ ও ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড বন্ধ করতে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। জনগণের জানমাল ও রাষ্ট্রীয় সম্পদ রক্ষায় সশস্ত্রবাহিনীকে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ প্রদান করছি। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং সরকারি সম্পত্তি রক্ষায় সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছি।

দেশের অর্থনীতি, প্রশাসন ও শিল্প কলকারখানা চালু রাখার লক্ষ্যে সকলকে কার্যকর ভূমিকা রাখার আহ্বান জানাই। ছাত্র নেতৃবৃন্দ ও শিক্ষকদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে অতি শীঘ্রই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো খুলে দেওয়া হবে। এছাড়া যারা হত্যা ও সহিংসতার সাথে জড়িত, নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে তাদেরকে আইনের আওতায় আনা হবে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী অনতিবিলম্বে বর্তমান সংসদ বিলুপ্ত করা হবে।

দেশের সকল অফিস-আদালত আগামীকাল থেকেই স্বাভাবিকভাবে চলবে।

প্রিয় দেশবাসী,

আসুন আমরা দেশকে বাঁচাতে একযোগে কাজ করি। পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে ও প্রতিহিংসার ঊর্ধ্বে উঠে দেশকে এগিয়ে নিতে নিজ নিজ অবস্থান থেকে ভূমিকা রাখার জন্য আমি সবাইকে বিনয়ের সাথে আহ্বান জানাচ্ছি।

একটি সুন্দর ও সোনালি ভবিষ্যতের প্রত্যাশায় আমরা এগিয়ে যাবো ইনশাআল্লাহ। মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

[সূত্র: বাসস, ৫ই আগস্ট ২০২৪]

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান হিসেবে শপথ নিলেন ড. মুহাম্মদ ইউনূস

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন ৮ই আগস্ট ২০২৪ ঢাকায় বঙ্গভবনের দরবার হলে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে শপথবাক্য পাঠ করান– পিআইডি

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে শপথ নিলেন নোবেল বিজয়ী ব্যক্তিত্ব অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস এবং ১৬ জন উপদেষ্টার মধ্যে ১৩ জন উপদেষ্টা। ৮ই আগস্ট সন্ধ্যায় বঙ্গভবনের দরবার হলে রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন তাদেরকে শপথবাক্য পাঠ করান।

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন ৮ই আগস্ট ২০২৪ ঢাকায় বঙ্গভবনের দরবার হলে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টাদেরকে শপথবাক্য পাঠ করান– পিআইডি

প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস উপদেষ্টাদের সাথে নিয়ে ৯ই আগস্ট ২০২৪ সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে মহান মুক্তিযুদ্ধে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে এক মিনিট নীরবতা পালন করেন– পিআইডি

প্রথমেই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন ড. মুহাম্মদ ইউনূস। শপথ গ্রহণ শেষে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস শপথনামায় স্বাক্ষর করেন।

প্রধান উপদেষ্টার শপথ গ্রহণের পরপরই শপথ নেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের ১৩ জন উপদেষ্টা। তারা হলেন: সালেহ উদ্দিন আহমেদ, ড. আসিফ নজরুল, আদিলুর রহমান খান, হাসান আরিফ, মো. তৌহিদ হোসেন, সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান, মো. নাহিদ ইসলাম, আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া, অবসরপ্রাপ্ত

মোট ১৬ জন উপদেষ্টার মধ্যে বাকি তিন জন উপদেষ্টা বিধান রঞ্জন রায়, সুপ্রদীপ চাকমা এবং ফারুক-ই-আজম ঢাকার বাইরে থাকায় তারা আজকের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে অংশ নিতে পারেননি। তারা পরবর্তীতে শপথ গ্রহণ করবেন। মন্ত্রিপরিষদ সচিব মো. মাহবুব হোসেন শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সিনিয়র নেতৃবৃন্দ, বিচারপতি, বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ, তিন বাহিনীর প্রধানগণ, পুলিশ মহাপরিদর্শক (আইজিপি),

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস ৯ই আগস্ট ২০২৪ সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে মহান মুক্তিযুদ্ধে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে পরিদর্শন বইয়ে স্বাক্ষর করেন–পিআইডি

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ড. এম. সাখাওয়াত হোসেন, ফরিদা আখতার, ড. আ.ফ.ম. খালিদ হোসেন, নূরজাহান বেগম এবং শারমীন এস মুরশিদ।

সামরিক ও বেসামরিক উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ, কূটনৈতিকবৃন্দ, মুক্তিযোদ্ধা, সিনিয়র সাংবাদিকসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

[সূত্র: বাসস, ৮ই আগস্ট ২০২৪]

সব অপরাধের বিচার হবেঃ প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস

ঢাকা, ৮ই আগস্ট ২০২৪

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, সরকারি প্রতিষ্ঠান দিয়ে স্বৈরাচার সরকার নিজেদের ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রেখেছিল। আমরা এসব প্রতিষ্ঠানের হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনব।

তিনি বলেন, যারা অপরাধ করেছে, তাদের আইনের মাধ্যমে বিচারের আওতায় শিগ্‌গিরই উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হবে। এই কথা সব মন্ত্রণালয়, সংস্থা, দপ্তর, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য। সব অপরাধীর বিচার হবে।

৮ই আগস্ট বৃহস্পতিবার রাতে প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে শপথ নেওয়ার পর জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে এসব কথা বলেন ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বলেন, প্রত্যেকটি অফিসের দায়িত্বরতরা নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে দ্বিতীয় স্বাধীনতা উপভোগ করবেন। দেশের মর্যাদাকে গৌরবের শীর্ষে নিয়ে যাবেন।

সবাইকে নির্ভয়ে ও আনন্দচিত্তে নিজ নিজ কর্মস্থলে নিজের জায়গা থেকে সামর্থ্য নিয়ে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, দেশের সব মানুষকে স্বাধীন, নির্ভয়, নিরুদ্বেগ থাকার নিশ্চয়তা দেওয়ার জন্য ছাত্ররা শহিদ হয়েছেন। তারা গণ-অভ্যুত্থান করেছেন। এই অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সৃষ্ট সরকার সবার। এখানে সবার আকাঙ্ক্ষা পূরণের সরকার থাকবে।

তিনি বলেন, অরাজকতার বিষবাষ্প যেই ছড়াবে বিজয়ী ছাত্র-জনতাসহ মুক্ত মানসিকতার মানুষ, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পূর্ণ শক্তি তাদের ব্যর্থ করে দেবে।

শেখ হাসিনা সরকারের সমালোচনা করে ড. ইউনূস বলেন, নিষ্ঠুর স্বৈরাচারী সরকার দূর হয়ে গেছে। কাল সূর্য উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে গণতন্ত্রের, সুবিচারের,

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস ৮ই আগস্ট ২০২৪ বঙ্গভবনে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন- পিআইডি

মানবাধিকারের, নির্ভয়ে মতপ্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য, সবার স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন ধারণের সুযোগ প্রদানের জন্য সচেষ্ট সরকারের বলিষ্ঠ সান্নিধ্য ও সহমর্মিতা দল-মত নির্বিশেষে সবাই উপভোগ করবে এটিই আমাদের লক্ষ্য। আপনারা আমাদের লক্ষ্য পূরণে সহযোগিতা করুন।

তিনি বলেন, সারাবিশ্ব আজ বলছে, সাবাস বাংলাদেশ, সাবাস বাংলাদেশের ছাত্র-জনতা। এই অর্জনটাকে আরও অনেক দূর নিয়ে যেতে চাই।

ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, আমাদের ছাত্র-জনতার জন্য এটি খুব কঠিন কাজ নয়। তরুণরা অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে। তারা সেজন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। সবাই যদি ঐক্যবদ্ধ থাকে আর ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম পরিহার করে তাহলে বিজয় তাদেরই হবে।

[সূত্র : দৈনিক সমকাল, ৮ই আগস্ট ২০২৪]

প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস ২৫শে আগস্ট ২০২৪ জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন– পিআইডি

জাতির উদ্দেশে

প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের ভাষণ

ঢাকা, ২৫শে আগস্ট ২০২৪

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

প্রিয় দেশবাসী,
দেশের সকল শিশু, কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণী, শিক্ষার্থী, বয়স্ক, বৃদ্ধ, পুরুষ, মহিলা সবাইকে সালাম জানাচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম।

আপনাদের সবাইকে ছাত্র-জনতার বিপ্লবে সিক্ত নতুন বাংলাদেশে স্বাগত জানাচ্ছি। গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি জুলাই-আগস্ট মাসে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে নিহত সকলের প্রতি। তাদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি। তাদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে নতুন বাংলাদেশ গড়ার শপথ নিয়ে আমি আপনাদের কাছে কিছু কথা বলতে চাই।

স্মরণাতীত কালের ভয়াবহ বন্যায় যারা মৃত্যুবরণ করেছেন, যারা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন বা যারা সর্বস্ব হারিয়েছেন, যারা দুঃসহ জীবনযাপন করছেন তাদের স্মরণে রেখে আজকের কথাগুলো বলছি। বন্যা দুর্গতদের জীবন দ্রুত স্বাভাবিক করার জন্য যাবতীয় উদ্যোগ সরকারি, বেসরকারি পর্যায়ে নেবার আয়োজন করেছি। ভবিষ্যতে সকল ধরনের বন্যা প্রতিরোধে আমাদের অভ্যন্তরীণ এবং প্রতিবেশীদের সঙ্গে যাতে যৌথভাবে নেওয়া যায়, সে আলোচনা শুরু করেছি।

প্রিয় দেশবাসী,
আপনারা জানেন, বিপ্লবী ছাত্র-জনতা জাতির এই ক্রান্তিলগ্নে আমাকে এক গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছে। তারা নতুন এক বাংলাদেশ গড়তে চায়। নতুন প্রজন্মের এই গভীর আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবে রূপ দেবার সংগ্রামে আমি একজন সহযোদ্ধা হিসেবে তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছি। দেশের সকল বয়সের, সকল পেশার, সকল মতের, সকল ধর্মের সবাইকে বিনা দ্বিধায় এই সংগ্রামে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।

প্রিয় দেশবাসী,
লাখ লাখ শহিদের রক্তের বিনিময়ে এবং লাখ লাখ মা-বোনের আত্মদানের বিনিময়ে যে বাংলাদেশ আমরা পেয়েছিলাম, তা ফ্যাসিবাদ এবং স্বৈরাচারের হাতে ধ্বংস হয়ে গেছে। আপনারা দেখেছেন আমাদের প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে তারা কীভাবে শেষ করেছে। দেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে গেছে দুর্নীতি। এমন এক দেশে আমাদের দেশ রূপান্তরিত হয়েছে,

যেখানে স্বৈরাচারের পিয়নও দুর্নীতির মাধ্যমে ৪০০ কোটি টাকার সম্পদ করার মতো অকল্পনীয় কাজ করে গেছে নির্বিবাদে।

শিক্ষা খাতকে পঙ্গু করে দিয়েছে, ব্যাংকিং ও শেয়ার বাজার খাতে লুটপাট, প্রকল্প ব্যয়ে বিশ্ব রেকর্ড, অবাধ সম্পদ পাচার, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাকে নিজ দলের পুতুলে রূপান্তর, বাক্স্বাধীনতা হরণ, মানবাধিকার হরণ এসবই হিমশৈলের অগ্রভাগ মাত্র। ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে ফ্যাসিবাদী সরকার খর্ব করেছে জনগণের সাংবিধানিক ক্ষমতা ও অধিকার। দুঃশাসন, দুর্নীতি, অন্যায়-অবিচার, নিপীড়ন, বিচারের নামে প্রহসনের মাধ্যমে জনসুরক্ষা বিপন্ন করেছে। জনগণকে নির্যাতন ও বঞ্চনা ও বৈষম্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। নতুন প্রজন্মের মানুষসহ কোটি কোটি মানুষের ভোটাধিকারকে বছরের পর বছর হরণ করেছে। মানুষের এগিয়ে যাওয়ার পথে সকল ধরনের প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে স্বৈরাচার তার নিজের, পরিবারের ও দলের কিছু মানুষের হাতে দেশের মালিকানা তুলে দিয়েছে।

প্রিয় দেশবাসী,

কিন্তু এই দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়েই আমাদের গড়তে হবে স্বপ্নের বাংলাদেশ। বৈষম্যহীন, শোষণহীন, কল্যাণময় এবং মুক্ত বাতাসের রাষ্ট্রের যে স্বপ্ন নিয়ে ছাত্র-জনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, আমি তাদের সেই স্বপ্নপূরণে অঙ্গীকারবদ্ধ। আপনাদের সবাইকে এই শুভলগ্নে তাদের স্বপ্নপূরণে সমস্ত শক্তি নিয়ে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছি। তাদের স্বপ্ন আমাদের স্বপ্ন। জাতীয় জীবনে তরুণরা একটি মহাসুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে। আমরা সবাইকে সুযোগ ব্যবহার করার কাজে এগিয়ে আসতে আহ্বান জানাচ্ছি। গণরোষের মুখে ফ্যাসিবাদী সরকারপ্রধান দেশত্যাগ করার পর আমরা এমন একটি দেশ গড়তে চাই যেখানে প্রতিটি নাগরিকের মানবাধিকার থাকবে পুরোপুরি সুরক্ষিত। আমাদের লক্ষ্য একটিই– উদার, গণতান্ত্রিক, বৈষম্যহীন, অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ। আমরা এক পরিবার। আমাদের এক লক্ষ্য। কোনো ভেদাভেদ যেন আমাদের স্বপ্নকে ব্যাহত করতে না পারে সেজন্য আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

বর্তমান সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ করার মাত্র দুই সপ্তাহ শেষ হলো। কর্মযাত্রার প্রথম পর্যায়ে রাষ্ট্র সংস্কারের কাজে আপনাদের কাছ থেকে যে সমর্থন পাচ্ছি, সেজন্য আন্তরিক ধন্যবাদ। আমরা অনুধাবন করছি যে আমাদের কাছে আপনাদের প্রত্যাশা অনেক। এ প্রত্যাশা পূরণে আমরা বদ্ধপরিকর। যদিও দীর্ঘদিনের গণতন্ত্রহীনতা, ১৫ বছরের ফ্যাসিবাদী শাসন ব্যবস্থা প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমাদের জন্য পর্বতসম চ্যালেঞ্জ রেখে গিয়েছে। কিন্তু এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণে আমরা প্রস্তুত। আজ আমি সরকারের পক্ষ থেকে আপনাদের দোয়া ও সহযোগিতা কামনা করতে আপনাদের সামনে এসেছি। শুধু আমি বলব, আপনাদের একটু ধৈর্য ধরতে হবে। এখনই সব দাবি পূরণ করার জন্য জোর করা, প্রতিষ্ঠানে ঢুকে ব্যক্তিবিশেষকে হুমকির মধ্যে ফেলা, মামলা গ্রহণের জন্য চাপ সৃষ্টি করা, বিচারের জন্য গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিকে আদালতে হামলা করে আগেই একধরনের বিচার করে ফেলার যে প্রবণতা, তা থেকে বের হতে হবে। ছাত্র-জনতার বিপ্লবের গৌরব ও সম্ভাবনা এসব কাজে ম্লান হয়ে যাবে, নতুন বাংলাদেশ গড়ার প্রচেষ্টাও এতে ব্যাহত হবে।

রাতারাতি এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ কঠিন। নড়বড়ে এক কাঠামো, আমি বরং বলব– জনস্বার্থের বিপরীতমুখী এক কাঠামোর ওপর দাঁড়িয়ে আমাদেরকে দেশ পুনর্গঠনের কাজে হাত দিতে হয়েছে। আমরা এখান থেকেই বাংলাদেশকে এমনভাবে গড়তে চাই যেন এ দেশে জনগণই সত্যিকার অর্থে সকল ক্ষমতার উৎস হয়। বিশ্ব দরবারে একটি মানবিক ও কল্যাণকর রাষ্ট্র হিসেবে সমাদৃত হয়। তরুণ প্রজন্ম, শিক্ষার্থী ও জনতার আত্মত্যাগের প্রতি সম্মান জানাতে রাষ্ট্র সংস্কারের কাজে সফল আমাদেরকে হতেই হবে। এর আর কোনো বিকল্প নেই।

প্রিয় দেশবাসী,

আপনারা ইতোমধ্যে জেনেছেন জুলাই-আগস্ট মাসে গণ-অভ্যুত্থানে বল প্রয়োগ ও হতাহতের যে দুঃসহ ঘটনা ঘটানো হয়েছে, তার স্বচ্ছ তদন্ত করতে জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনের প্রধানকে বাংলাদেশে এসে তাদের তদন্ত শুরু করতে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি। তদন্তের এই প্রক্রিয়া এ সপ্তাহেই শুরু হবে। তাদের প্রথম দল ইতোমধ্যে এসে গেছে। আমরা ইতোমধ্যে ছাত্র-জনতার বিপ্লবকে নস্যাৎ করতে যে শত শত মিথ্যা ও হয়রানিমূলক মামলা দায়ের করা হয়েছিল, তার

অধিকাংশ প্রত্যাহার করেছি এবং আটক ছাত্র-জনতার মুক্তিলাভের ব্যবস্থা করেছি। পর্যায়ক্রমে মিথ্যা ও গায়েবি সকল মামলার ক্ষেত্রে অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করে মানুষকে দুঃসহ ভোগান্তি থেকে মুক্ত করা হবে। ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে গণ-অভ্যুত্থানে সকল শহিদের পরিবারকে পুনর্বাসন করা হবে। সকল আহত শিক্ষার্থী ও জনতার চিকিৎসার সম্পূর্ণ ব্যয় সরকার বহন করবে। সে লক্ষ্যে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে উপদেষ্টা পরিষদে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের প্রতিনিধিত্বকারী দুজন উপদেষ্টার সহায়তায় একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রস্তুত করা হচ্ছে।

এই কার্যক্রমের জন্য এবং গণ-অভ্যুত্থানের শহিদদের স্মৃতি ধরে রাখতে সরকার অতি দ্রুত 'জুলাই গণহত্যা স্মৃতি ফাউন্ডেশন' নামে একটি ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করার প্রক্রিয়া শেষ পর্যায়ে হয়েছেন। আমরা ইতোমধ্যে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে আরম্ভ করেছি। তবে প্রশাসনকে গতিশীল রাখতে এবং একইসাথে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সময় প্রয়োজন। সেজন্য সকলকে ধৈর্য ধরার অনুরোধ জানাচ্ছি। প্রশাসনের সকল ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানগুলো যেন জনগণের আস্থা ফিরে পায় সেটি আমাদের অন্যতম উদ্দেশ্য।

লুটপাট ও দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত করা ব্যাংকিং খাতে সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য আমরা উদ্যোগ নিয়েছি। এই খাতে দক্ষ জনবল নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে। ব্যাংকিং খাতে শৃঙ্খলা স্থাপন, ব্যাবসাবাণিজ্যের সহায়ক পরিবেশ তৈরি এবং জনগণের জীবনযাপন সহজ করতে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য ও মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আনার আমরা উদ্যোগ সচল করেছি।

প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস ১৬ই আগস্ট ২০২৪ বঙ্গভবনের কেবিনেট সভাকক্ষে উপদেষ্টা পরিষদ বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন– পিআইডি

এনেছে। আপনাদের সবার এবং বিদেশে অবস্থানরত ভাই-বোনদের অনুদান এই প্রতিষ্ঠানে পাঠানোর জন্য অনুরোধ করছি। আমি ব্যক্তিগতভাবে এই প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান পদ গ্রহণ করেছি।

প্রিয় দেশবাসী,

আপনারা লক্ষ করেছেন, দায়িত্ব গ্রহণ করেই আমাদেরকে আইনশৃঙ্খলা অঙ্গনে অস্থির পরিস্থিতি সামাল দিতে হয়েছে। আপনাদের সহযোগিতা ও সমর্থনে দেশপ্রেমিক সকল আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কাজে যোগ দিয়েছে। ফ্যাসিবাদী সরকার প্রশাসনে চরম দলীয়করণ করার ফলে বিপুল সংখ্যক কর্মকর্তা-কর্মচারী দীর্ঘদিন বৈষম্যের শিকার

ব্যাংকিং খাতে দীর্ঘমেয়াদি সংস্কারের জন্য ব্যাংক কমিশন গঠন করা হবে। আর্থিক খাতে সার্বিক পরিস্থিতি ও সংস্কার বিষয়ে একটি রূপকল্প তৈরি করা হবে যা দ্রুত জনসম্মুখে প্রকাশ করা হবে। শেয়ার বাজার, পরিবহণ খাতসহ যেসব ক্ষেত্রে চরম বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছে তা নিরসনে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। বিচার বিভাগকে দুর্নীতি ও দলীয় প্রভাবমুক্ত করতে কার্যক্রম শুরু হয়েছে। একটি সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ফ্যাসিবাদী সরকারের বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, গুম, খুন, অপহরণ এবং আয়নাঘরের মতো চরম ঘৃণ্য সকল অপকর্মের

প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস ১৮ই আগস্ট ২০২৪ ঢাকায় হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে বাংলাদেশে নিযুক্ত বিদেশি কূটনীতিকদের সাথে Meet & Greet অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন– পিআইডি

ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা হবে। এসব অপকর্মের সঙ্গে জড়িত সকলের বিচার নিশ্চিত করা হবে। তালিকা প্রস্তুত করে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করা হবে। দুর্নীতি ও সম্পদ পাচারের বিচার করা হবে। আইনশৃঙ্খলার ক্ষেত্রে জনমুখী ও দলীয় প্রভাবমুক্ত ও জবাবদিহিমূলক কাঠামো সৃষ্টির লক্ষ্যে পুলিশ কমিশন গঠন করা হবে। জাতিসংঘের তদন্ত প্রতিবেদন, দায়িত্বপ্রাপ্ত সকল সংস্থা ও জনগণের সাথে মতবিনিময়ের মাধ্যমে কমিশনের নেতৃত্বে প্রয়োজনীয় সংস্কার করা হবে। বাংলাদেশকে আর কোনো দিন কেউ যেন কোনো পুলিশি রাষ্ট্রে পরিণত না করতে পারে তার ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তথ্যের অবাধ প্রবাহ ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হবে। ফ্যাসিবাদী সরকার গণমাধ্যমের ওপর দলীয়করণ ও নির্যাতনের বোঝা চাপিয়েছিল। জনগণের তথ্যের অধিকার নিশ্চিত করতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তথ্যের প্রবাহে বিদ্যমান আইনি ও অন্যান্য বাধা অপসারণ করা হবে। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা বাধাগ্রস্ত করে এমন সব আইনের নিপীড়নমূলক ধারা সংশোধন করা হবে। ইতোমধ্যে এ ধরনের আইনগুলো চিহ্নিত করে এই প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। বিদেশি সংবাদ কর্মীদের এদেশে আসার উপর যে অলিখিত নিষেধাজ্ঞা ছিল ইতোমধ্যে আমরা তা তুলে নিয়েছি। বিদেশি সাংবাদিকদের দ্রুত ভিসা দিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আমরা আশা করি, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে গণমাধ্যম কর্মীরা নিরপেক্ষ সাংবাদিকতা চালিয়ে যাবেন। শিক্ষা ক্ষেত্রে চরম নৈরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করে গেছে বিগত সরকার। আমরা তার পূর্ণাঙ্গ সংস্কারের উদ্যোগ নেব। এটা আমাদের অন্যতম অগ্রাধিকার। আপনারা জানেন দায়িত্ব গ্রহণের পর দ্রুততম সময়ের মধ্যে সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুলে দেওয়া হয়েছে। শিক্ষার্থীদের জন্য সৃজনশীল, নিরাপদ ও ভীতিমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা আমাদের অঙ্গীকার। একইসাথে পাঠ্যক্রমকেও যুগোপযোগী করার কাজও দ্রুত শুরু করা হবে।

গণতন্ত্রকে সুসংহত করতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করা হবে এবং ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ নিশ্চিত করা হবে। ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানকে সফল পরিণতি দিতে প্রশাসন, বিচার বিভাগ, নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচনি ব্যবস্থা, আইনশৃঙ্খলা খাত এবং তথ্য প্রবাহে প্রয়োজনীয় সংস্কার সম্পূর্ণ করে অবাধ, সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন আয়োজন করা হবে। এর লক্ষ্য হবে দুর্নীতি, লুটপাট ও গণহত্যার বিরুদ্ধে একটি জবাবদিহিমূলক রাজনৈতিক বন্দোবস্তের সূচনা।

বর্তমান সরকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে স্পষ্ট অবস্থান গ্রহণ করেছে। আমাদের সকল উপদেষ্টা দ্রুততম সময়ের মধ্যে তাদের সম্পদের বিবরণ প্রকাশ করবেন। পর্যায়ক্রমে এটি সকল সরকারি কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রেও নিয়মিত এবং বাধ্যতামূলক করা হবে। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে সংবিধানের ৭৭ অনুচ্ছেদে প্রতিশ্রুত ন্যায়পাল নিয়োগে অধ্যাদেশ প্রণয়ন করা হবে।

এবার কৃষি খাতের কথা একটু বলি। কৃষিনির্ভর বাংলাদেশে কৃষকের যেন স্বার্থ সুরক্ষিত থাকে, কৃষক যেন তার উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য পায় তা নিশ্চিত করা হবে।

প্রবাসী শ্রমিকেরা যেভাবে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনকে সমর্থন দিয়েছেন মুক্তিকামী জনগণ তা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করে। তাদের প্রতি সকল পর্যায়ে সম্মানজনক আচরণ নিশ্চিত করা হবে। বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাত অন্যতম

দুর্নীতিগ্রস্ত খাত। জনগণের জন্য পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য খাতে প্রয়োজনীয় সংস্কার করা হবে। এই খাতে সংশ্লিষ্ট সকলকে জবাবদিহির আওতায় আনা হবে। হাসপাতালগুলোকে আধুনিকায়নের উদ্যোগ নেওয়া হবে এবং সেখানে সরকারি ডাক্তারসহ বিশেষজ্ঞদের নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করা হবে। স্বাস্থ্য সেবা যাতে নির্দিষ্ট কিছু অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত না থাকে, দেশের সব অঞ্চলের মানুষ সমান স্বাস্থ্য সেবা পায় সে লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে আমরা বদ্ধপরিকর। বর্তমান প্রজন্ম অনেক বেশি সচেতন এবং বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া পরিবর্তন বিষয়ে তারা ওয়াকিবহালই শুধু নয়, তারা নেতৃত্ব দিচ্ছে। তারা যে উন্নয়নের স্বপ্ন দেখে তা টেকসই এবং পরিবেশবান্ধব। প্রকৃতি ধ্বংসকারী উন্নয়ন নয়। শুধু জিডিপি একটি দেশের উন্নয়নের মাপকাঠি হতে পারে না। নদীনালা, খালবিল, পাহাড়, বন, মাটি আর বাতাস ধ্বংস আর দূষিত করে যে উন্নয়ন হয় তা দীর্ঘমেয়াদি টেকসই নয়। জীবাশ্ম জ্বালানির বিরুদ্ধে পরিবেশবাদীদের সাথে আমাদের সরকারের অবস্থান সামঞ্জস্যপূর্ণ। জলবায়ু পরিবর্তন রোধ করতে এবং আগামী প্রজন্মের জন্য সুস্থ একটি পৃথিবী রেখে যেতে কার্বন নিঃসরণ শূন্যের কোটায় নামিয়ে আনার বিকল্প নেই। আমাদের সরকার পরিবেশ ও জলবায়ু রক্ষায় সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেবে। এই কার্যক্রমে তরুণ সম্প্রদায়কে সম্পৃক্ত করা হবে। ইতোমধ্যে বিভিন্ন রাষ্ট্র ও জাতিসংঘ বর্তমান সরকারের কর্মসূচির প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেছে। আমরা সকল রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখব। আমাদের পররাষ্ট্রনীতির ভিত্তি হবে পারস্পরিক আস্থা, বিশ্বাস ও সহযোগিতা। আমরা মানবাধিকার আইনসহ সকল আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। আমাদের পক্ষ থেকে গুমবিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তির পক্ষরাষ্ট্র হওয়াসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। পক্ষভুক্ত এমন সকল আঞ্চলিক ও দ্বিপাক্ষিক চুক্তি ও সমঝোতা বাস্তবায়ন করে যাব। আমাদের সরকার রোহিঙ্গা সমস্যার বাস্তবসম্মত সমাধানের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাথে কাজ করে যাবে। আমরা জাতীয় ঐক্যে বিশ্বাসী। প্রয়োজনীয় সংস্কারের লক্ষ্যে রাজনৈতিক ঐক্যর মধ্য দিয়ে নিশ্চিত করা হবে নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী, ধর্মীয় সংখ্যালঘু, আদিবাসী সকলেই এদেশের নাগরিক এবং সমান আইনের সুরক্ষার অধিকারী। তাদের সকলের মানবিক অধিকারসহ অন্যান্য সকল অধিকার নিশ্চিত করার উদ্যোগ নেওয়া হবে। এজন্য আমি উপদেষ্টা পদমর্যাদা সম্পন্ন একজন বিশেষ সহকারী নিয়োগ দিয়েছি যার দায়িত্ব হবে জাতীয় সংহতি উন্নয়ন। বন্যাকবলিত এলাকার সকল মানুষের দুর্ভোগ লাঘবে সরকারের সঠিক সহায়তা দেওয়ার জন্য সরকারের যত কার্যক্রম আছে তাদের সচল করেছি। ইতোমধ্যে উপদেষ্টাবৃন্দ বিভিন্ন এলাকার দায়িত্ব নিয়ে এলাকায় গেছেন। আমার কার্যালয়ে একটা নিয়ন্ত্রণ কক্ষ স্থাপন করা হয়েছে। বন্যা-পরবর্তী কার্যক্রম নেওয়া হয়েছে এবং ভবিষ্যতে বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য করণীয় কী স্থির করার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনী, পুলিশ, বিজিবি, র‍্যাবকে গুম-নির্যাতনের কাজে লাগিয়ে তাদের কলঙ্কিত করা হয়েছে। তারা দেশের গৌরব। তাদেরও কিছু অতি উৎসাহী সদস্যের কারণে পুরো বাহিনীকে আমরা কলঙ্কিত দেখতে চাই না। আমরা অপরাধীদের চিহ্নিত করতে চাই এবং তাদের শাস্তি দিতে চাই। যেন ভবিষ্যতে কারো হুকুমে দেশপ্রেমিক কোনো বাহিনীর, পুলিশের, র‍্যাবের কোনো সদস্য হত্যাকাণ্ড, গুম ও অত্যাচারে জড়িত হবার সাহস না করে, তাদের কাছে হুকুম যত বড়ো কর্তৃপক্ষের কাছ

প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস ২৪শে আগস্ট ২০২৪ ঢাকায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় সাম্প্রতিক দেশে বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে কর্মরত বিভিন্ন এনজিও নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় করেন– পিআইডি

থেকেই আসুক না কেন তারা তা উপেক্ষা করবে। ভবিষ্যতে উপরওয়ালার হুকুমে এমন ঘৃণ্য কাজ করতে বাধ্য হয়েছে এমন ব্যাখ্যা কারো কাছে গৃহীত না হয়, তার ব্যবস্থা করা হবে। আমি দেশরক্ষা বাহিনী, পুলিশবাহিনী ও অন্যান্য সকল বাহিনীকে নির্দেশ দিয়েছি তারা তাদের মধ্যে যারা হত্যাকাণ্ড, গুম, খুন বা শারীরিক, মানসিক অত্যাচারে সরাসরি জড়িত তাদের চিহ্নিত করে বিচারের ব্যবস্থা করতে। যারা গুম হয়েছে, হত্যার শিকার হয়েছে তাদের তালিকা প্রস্তুত করতে। তাদের পরিবারসমূহকে সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা আমার নেই। তাদের জীবনের শান্তি ফিরিয়ে আনতে আমরা প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখব। আমি সকল দেশরক্ষা বাহিনী ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে তাদের ওপর জনগণের সম্পূর্ণ আস্থা ফিরিয়ে আনতে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করতে নির্দেশ দিয়েছি।

গত ১৫ বছরের দুর্নীতি, অর্থ পাচার ও জনস্বার্থবিরোধী চুক্তি স্বাক্ষর, প্রকল্পের নামে লুটপাট ইত্যাদি তথ্য নিয়ে একটি শ্বেতপত্র প্রণয়নের জন্য ইতোমধ্যে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। আমি বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত এবং দাতা সংস্থার প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করেছি এবং করে যাচ্ছি। ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানের পর দেশ গঠনের জন্য সকল প্রকার আর্থিক ও অন্যান্য সহযাগিতার জন্য তাদেরকে অনুরোধ জানাচ্ছি। তারা এ ব্যাপারে আগ্রহ দেখাচ্ছেন। তাদের কাছে আমাদের প্রস্তাবসমূহ প্রণয়ন করে দ্রুত পাঠানোর ব্যবস্থা নিয়েছি। তাদেরকেও অনুরোধ জানিয়েছি তারা যেন পরিস্থিতির কারণে অতি দ্রুত অর্থ ছাড় করার ব্যবস্থা নেন। তাদেরকেও বলেছি, যে অবস্থার মধ্য দিয়ে আমরা যাচ্ছি তা যেমন একটি দুর্যোগপূর্ণ সময়, তেমনি এটি জাতির জীবনে মস্তবড়ো সুযোগ। এই সুযোগকে যেন পূর্ণভাবে কাজে লাগাতে পারি সেজন্য তাদের সহযোগিতা চেয়েছি। এই গণ-অভ্যুত্থানে বিদেশে অবস্থানকারী বাংলাদেশিরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। জাতি তাদের অবদান বিশেষভাবে স্মরণ করবে। নতুন বাংলাদেশ গড়ার কাজে আমরা তাদের অংশগ্রহণ চাইব। আমাদের একটি লক্ষ্য হবে বিদেশগামী এবং প্রত্যাবর্তনকারী প্রত্যেক প্রবাসী শ্রমিককে মর্যাদা ও সম্মানের সঙ্গে দেশে আসা এবং যাওয়া নিশ্চিত করা। সে ব্যাপারে শিগ্‌গিরই পদক্ষেপ নেওয়া হবে। বিদেশে অবস্থানরত সকলের কাছে আমার আবেদন, তারা যেন তাদের উপার্জিত অর্থ অফিসিয়াল চ্যানেলে দেশে পাঠান। দেশের অর্থনৈতিক সংকট উত্তরণে এই অর্থ বিশেষভাবে প্রয়োজন। কী কী ব্যবস্থা নিলে তাদের জন্য অফিসিয়াল চ্যানেলে অর্থ পাঠানো সহজ হবে সেটা সম্বন্ধে আমরা তাদের পরামর্শ নেব।

সারাদেশ ঘুষের মহাসমুদ্রে নিমজ্জিত। কীভাবে ঘুষ থেকে আমরা মুক্ত হতে পারি তার জন্য আমাদের পরামর্শ দিন। শুধু এই কাজটা নিয়ে অগ্রসর হতে পারলেই আমি মনে করি দেশের জন্য এই সরকার একটা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছে বলে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। আমি কথা দিচ্ছি, এ ব্যাপারে আমি আমার সর্বশক্তি নিয়োজিত করব। আমাদের দায়িত্ব দেশের সকল মানুষকে একটি পরিবারের বন্ধনে আবদ্ধ করা। পরিবারে মতভেদ থাকবে। বাগ্‌বিতণ্ডা হবে। কিন্তু আমরা ভাইবোন, আমরা বাবা-মা। আমরা কেউ কারও শত্রু না। কাউকে তার মতের জন্য শত্রু মনে করব না। কাউকে ধর্মের কারণে শত্রু মনে করব না। কাউকে লিঙ্গের কারণে শত্রু মনে করব না। আমরা সবাই সমান। কেউ কারও উপরে, কেউ কারও নীচে না। এই ধারণা আমরা জাতীয় জীবনে সর্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই।

একটা বিশেষ ব্যাপারে আমরা আপনাদের সহযোগিতা চাচ্ছি। আমাদের দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে প্রতিদিন সচিবালয়ে, আমার অফিসের আশপাশে, শহরের বিভিন্ন স্থানে সমাবেশ করা হচ্ছে। গত ১৬ বছরের অনেক দুঃখকষ্ট আপনাদের জমা আছে। সেটা আমরা বুঝি। আমাদের যদি কাজ করতে না দেন, তাহলে এই দুঃখ ঘোচানোর সকল পথ বন্ধ হয়ে যাবে। আপনাদের কাছে অনুরোধ, আমাদের কাজ করতে দিন। আপনাদের যা চাওয়া তা লিখিতভাবে আমাদের দিয়ে যান। আমরা আপনাদের বিপক্ষ দল নই। আইনসংগতভাবে যা কিছু করার আছে আমরা অবশ্যই তা করব। কিন্তু আমাদেরকে ঘেরাও করে এই গুরুত্বপূর্ণ দিনগুলোতে আমাদের কাজে বাধা দেবেন না। সবাই মিলে তাদের বোঝান তারা যেন এসময়ে তাদের অভিযোগের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য আমাদের দৈনন্দিন গুরুত্বপূর্ণ কাজে বাধা না দেন।

একটা বিষয়ে সবাই জানতে আগ্রহী, কখন আমাদের সরকার বিদায় নেবে। এটার জবাব আপনাদের হাতে, কখন আপনারা আমাদেরকে বিদায় দেবেন।

আমরা কেউ দেশ শাসনের মানুষ নই। আমাদের নিজ নিজ পেশায় আমরা আনন্দ পাই। দেশের সংকটকালে ছাত্রদের আহ্বানে আমরা এই দায়িত্ব গ্রহণ করেছি। আমরা সমস্ত শক্তি দিয়ে এই দায়িত্ব পালন করব। আমাদের উপদেষ্টামণ্ডলীও এই লক্ষ্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে সবাই মিলে একটা টিম হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। কখন নির্বাচন হবে সেটা সম্পূর্ণ রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত, আমাদের সিদ্ধান্ত নয়। দেশবাসীকে ঠিক করতে হবে আপনারা কখন আমাদের ছেড়ে দেবেন। আমরা ছাত্রদের আহ্বানে এসেছি। তারা আমাদের প্রাথমিক নিয়োগকর্তা। দেশের আপামর জনসাধারণ আমাদের নিয়োগ সমর্থন করেছে। আমরা ক্রমাগতভাবে সবাইকে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে আলোচনায় দৃঢ়তার সঙ্গে অগ্রসর হতে পারছি না।

আমি নিশ্চয়তা দিচ্ছি, আমরা আমাদের পক্ষ থেকে মেয়াদ বৃদ্ধির কোনো প্রশ্ন তুলব না। আমরা আপনাদের সকলের দোয়া চাই। যে কদিন আছি, সে সময়টুকু উপদেষ্টামণ্ডলীর প্রত্যেকে নিজ নিজ সাধ্যমতো দেশের এই সংকটকালে, সংকট উত্তরণে যেন নিজ নিজ মেধা সাধ্যমতো কাজে লাগাতে পারি, নতুন বাংলাদেশ গড়ার যে সুযোগ ছাত্র-জনতার রক্তের বিনিময়ে আমরা অর্জন করলাম, আমরা আমাদের মতানৈক্যের কারণে সেটা যেন হাতছাড়া না করে ফেলি এটা আমরা নিশ্চিত করতে চাই। এ সুযোগ এবার হারিয়ে ফেললে আমরা জাতি হিসেবে

বন্যাদুর্গত এলাকায় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ২৮শে আগস্ট ২০২৪ বিশুদ্ধ পানি, পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট, জেরিকেন ও হাইজিন সামগ্রী বিতরণ করে— পিআইডি

বিষয়টি স্মরণ করিয়ে যাব, যাতে হঠাৎ করে এই প্রশ্ন উত্থাপিত না হয় আমরা কখন যাব। তারা যখন বলবে, আমরা চলে যাব। আমরা সংস্কারের অংশ হিসেবে নির্বাচন কমিশনকেও সংস্কার করব। কমিশনকে যে-কোনো সময় আদর্শ নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত রাখব। আমরা বিভিন্ন সংস্কারের কাজ শুরু করেছি। দেশবাসীকে অনুরোধ করব, একটা আলোচনা শুরু করতে, আমরা সর্বনিম্ন কী কী কাজ সম্পূর্ণ করে যাব, কী কী কাজ মোটামুটি করে গেলে হবে। এই আলোচনার মাধ্যমে আমরা একটা দিক নির্দেশনা পেতে পারি। তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত রাজনৈতিক আলোচনা থেকেই আসবে। এই দিক নির্দেশনা না পেলে আমরা দাতা সরকার এবং পরাজিত হয়ে যাব। শহিদ, আহত এবং জীবিত ছাত্র-জনতার কাছে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকতে চাই আমরা এই অর্জনকে কিছুতেই হারিয়ে যেতে দেব না। যে সুযোগ তারা আমাদের দিয়েছে তার মাধ্যমে আমাদের দেশকে পৃথিবীর একটি শ্রদ্ধেয়, সকল দিকে দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী দেশে পরিণত করতে আমরা শপথ নিয়েছি।

সব শেষে আবারও আমাদের দেশের সকল মানুষ, শিশু, কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণী, বয়স্ক, বৃদ্ধ, নারী, পুরুষ সবার কাছে দোয়া চাইছি যেন আমরা আমাদের সকলের স্বপ্ন বাস্তবায়নে সফল হই। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন, আমাদের সবার মঙ্গল করুন।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করা হবে: সেনাপ্রধান

সেনাবাহিনীপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান ৫ই আগস্ট দেশবাসীর উদ্দেশে দেওয়া এক ভাষণে বলেন, শেখ হাসিনা তার পদ থেকে পদত্যাগ করায় দেশ পরিচালনার জন্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করা হবে।

জনগণের প্রতি আহ্বান জানান। রাজনৈতিক দল, গণমাধ্যম ও সুশীল সমাজের সদস্যসহ সকলের সহযোগিতা কামনা করে তিনি বলেন, দয়া করে আমাকে সহযোগিতা করুন। সংঘর্ষের পথ ধরে আমরা এর বেশি কিছু অর্জন করতে পারিনি। তাই

এ দিন সেনা সদর দপ্তরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক শেষে তিনি বলেন, আমরা চমৎকার আলোচনা করেছি। আমরা একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

সেনাপ্রধান বলেন, দেশের সকল কার্যক্রম এখন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দ্বারা পরিচালিত হবে।

ওয়াকার-উজ-জামান বলেন, আমরা এখন মহামান্য রাষ্ট্রপতির কাছে যাব, যেখানে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের বিষয়ে আলোচনা করব যার মাধ্যমে দেশ পরিচালিত হবে।

তিনি আরও বলেন, দয়া করে সেনাবাহিনী এবং সশস্ত্রবাহিনীর ওপর আস্থা রাখুন। আমি সমস্ত দায়িত্ব নিচ্ছি এবং জনগণের জানমাল রক্ষার অঙ্গীকার করছি। আপনারা আশা হারাবেন না। আমরা আপনাদের প্রতিটি দাবি পূরণ করব এবং শান্তি ও আইনশৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনব, ইনশাআল্লাহ।

সেনাপ্রধান সশস্ত্রবাহিনীকে সহযোগিতা করার এবং ভাঙচুর, হত্যা ও সংঘর্ষ থেকে বিরত থাকার জন্য দয়া করে সকল প্রকার ধ্বংস, নৈরাজ্য এবং দ্বন্দ্ব থেকে বিরত থাকুন। ইনশাআল্লাহ, আমরা একটি সুন্দর ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাব।

ওয়াকার-উজ-জামান জনগণকে সংকট নিরসনে ধৈর্য ধরার আহ্বান জানান। দয়া করে সংঘর্ষের পথে না গিয়ে শান্তি ও শৃঙ্খলার পথে ফিরে আসুন উল্লেখ করে তিনি বলেন, দেশের অনেক ক্ষতি হয়েছে, অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, বহু মানুষ নিহত হয়েছে।

কারফিউ অব্যাহত থাকবে কি না– এমন প্রশ্নের জবাবে সেনাপ্রধান বলেন, পরিস্থিতির উন্নতি হলে কোনো কারফিউ বা জরুরি অবস্থার প্রয়োজন নেই।

তিনি বলেন, আমি সেনাবাহিনী ও পুলিশ কর্মীদের গুলি না চালানোর নির্দেশ দিচ্ছি। আমি আশা করি, আমার ভাষণের পর পরিস্থিতির উন্নতি হবে, কারণ আমরা একটি সুন্দর পরিবেশের দিকে অগ্রসর হচ্ছি।

[সূত্র: বাসস, ৫ই আগস্ট ২০২৪]

ছাত্র-জনতার জুলাই অভ্যুত্থানের কালপঞ্জি

জুলাই বিপ্লব নামে পরিচিত ছাত্র-জনতার আন্দোলন হচ্ছে বাংলাদেশে একটি গণতান্ত্রিক গণ-অভ্যুত্থান যা ২০২৪ সালের ৫ই জুন থেকে ৫ই আগস্ট পর্যন্ত অগণিত প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার মধ্য দিয়ে বিগত প্রায় ১৬ বছরের স্বৈরাচারী শাসনের অবসান ঘটিয়েছে।

ঐতিহাসিক এই বিপ্লবের বিজয়ের ধারার সূচনা হয়েছিল সরকারি চাকরিতে কোটা পদ্ধতি বাতিলের দাবির আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। এটি পরে সরকারের কঠোর অবস্থানের কারণে আরও প্রবল হয়ে উঠেছিল যা ২০২৪ সালের ৫ই আগস্ট চূড়ান্ত রূপ লাভ করে। শত শত মানুষকে হত্যার প্রেক্ষিতে বিগত প্রায় পনেরো বছরেরও বেশি সময় ধরে দেশকে শাসন করার পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পদত্যাগ করে ভারতে পালিয়ে যান।

সেই দিন জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে বাংলাদেশের সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান একটি অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের কথা ঘোষণা দেন এবং সবাইকে শান্ত থাকার আহ্বান জানিয়ে সকল হত্যার তদন্তের প্রতিশ্রুতি দেন।

হাসিনা সরকারের পতনের তিন দিন পর ৮৪ বছর বয়সি দেশের একমাত্র নোবেল বিজয়ী এবং ক্ষুদ্রঋণের পথিকৃৎ ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে প্রধান উপদেষ্টা করে একটি অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করা হয়।

ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানের ঘটনাবলির কালপঞ্জি:

৫ই জুন

সরকারি চাকরির নিয়োগ ব্যবস্থায় কোটা পদ্ধতি সংস্কারের দাবিতে দেশব্যাপী বিক্ষোভের মধ্যে ২০১৮ সালে সরকার কর্তৃক জারি করা সার্কুলারকে অবৈধ ঘোষণা করে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ। ঘোষণার পরপরই শিক্ষার্থীরা রাস্তায় নেমে আসে এবং বিভিন্ন শ্রেণির লোকদের জন্য ৫৬% চাকরি সংরক্ষণ করার সুবিধা দেওয়ার কোটা পদ্ধতি বাতিলের দাবিতে সারাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ মিছিল বের করে।

সরকার এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আপিল করলেও শিক্ষার্থীরা ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করতে অস্বীকার করে এবং কোটা বাতিলের নতুন নির্বাহী আদেশের দাবি জানায়।

৬ই জুন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়সহ ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা কোটা পদ্ধতির বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ করে। তবে ঈদুল আজহা উদ্‌যাপনের কারণে বিক্ষোভ শান্ত হলেও বিরতির পর তা আবার শুরু হয়।

১লা জুলাই
২৪ দিনের বিরতির পর শিক্ষার্থীরা কোটা বাতিলের নতুন নির্বাহী আদেশের দাবিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস এবং আরও কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ করে। এরপর আন্দোলনকারীরা দাবি পূরণের জন্য ৪ঠা জুলাই সময়সীমা নির্ধারণ করে।

২রা জুলাই
শিক্ষার্থীরা শাহবাগ মোড় এক ঘণ্টা অবরোধ করে বিক্ষোভ করে এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ মিছিল বের করে এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের সামনে ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক অন্তত ২০ মিনিট অবরোধ করে রাখে।

৩রা জুলাই
শিক্ষার্থীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার চত্বর থেকে একটি মিছিল বের করে এবং শাহবাগে

বিক্ষোভ মিছিল করে নগরীর অন্যতম ব্যস্ত মোড়টি দেড় ঘণ্টা অবরোধ করে রাখে। এছাড়া ছাত্ররা অন্যান্য কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিত বিক্ষোভ অব্যাহত রাখে।

৪ঠা জুলাই

আপিল বিভাগ হাইকোর্টের রায় স্থগিত করেনি যা কার্যত কোটা বাতিলের ২০১৮ সালের সার্কুলারকে অবৈধ করেছে। ফলে শিক্ষার্থীরা সারাদেশে তাদের বিক্ষোভ আরও তীব্র করে।

৫ই জুলাই
সারাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রচারণা জোরদার করার জন্য 'বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন' ব্যানারে শিক্ষার্থীরা অবস্থান কর্মসূচি, বিক্ষোভ, সমাবেশ এবং সড়ক অবরোধ কর্মসূচি পালন করে এবং ৭ই জুলাই রোববার থেকে ক্লাস-পরীক্ষা বর্জনের আহ্বান জানিয়ে দিনের কর্মসূচি শেষ করে। তারা এর পাশাপাশি ৬ই জুলাই শনিবার প্রতিবাদ কর্মসূচি ঘোষণা করে।

এদিন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুরের হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, গোপালগঞ্জের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং টাঙ্গাইলের মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা অবস্থান, বিক্ষোভ সমাবেশ ও রাস্তা অবরোধ করে।

৬ই জুলাই
বিক্ষোভকারী শিক্ষার্থীরা 'বাংলা ব্লকেড' কর্মসূচির প্রথম দিনে রাজধানীর শাহবাগ, নীলক্ষেত, হেয়ার রোড, মিন্টো রোড, সায়েন্সল্যাব, বাংলামটর মোড় এবং ঢাকা-আরিচা ও ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কসহ প্রধান প্রধান সড়কগুলো কয়েক ঘণ্টার জন্য অবরোধ করে রাখে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা শাহবাগ মোড়ে, ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীরা সায়েন্সল্যাব মোড়ে, ইডেন কলেজের শিক্ষার্থীরা নীলক্ষেত মোড়ে, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে এবং কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ঢাকা- চট্টগ্রাম মহাসড়কে অবরোধ করে।

দিনের কর্মসূচি শেষে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা সংসদে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সরকারি চাকরির সব গ্রেডে অযৌক্তিক কোটা বাতিলের 'এক দফা' দাবি নিয়ে অবরোধ চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেন।

৭ই জুলাই
বাংলা অবরোধে (বাংলা ব্লকেড) শিক্ষার্থীরা রাজধানীতে অবরোধ কর্মসূচি পালন করায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্থবির হয়ে পড়ে ঢাকা মহানগরী। কেন্দ্রীয় কর্মসূচির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সারাদেশের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস ও পরীক্ষা বর্জনের ঘোষণা দেয় শিক্ষার্থীরা।

৮ই জুলাই

শিক্ষার্থীরা এদিন ঢাকার ১১টি স্থানে অবরোধ কর্মসূচি, নয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ, ছয়টি মহাসড়কসহ তিনটি স্পটে রেলপথ অবরোধ করে।

৯ই জুলাই

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন দেশের সড়ক ও রেলপথের গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অবরোধ ঘোষণা করে। এদিকে হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে আইনজীবীর মাধ্যমে আপিল করেন দুই শিক্ষার্থী।

১০ই জুলাই

এদিন আপিল বিভাগ চার সপ্তাহের জন্য কোটার ওপর স্থিতাবস্থা জারি করে। সব গ্রেডে সরকারি নিয়োগে কোটা পদ্ধতি সংস্কারের দাবি জানান শিক্ষার্থীরা।

১১ই জুলাই

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন, কোটা আন্দোলনকারীরা দেশের সর্বোচ্চ আদালতের বিরুদ্ধে তাদের পেশিশক্তি ব্যবহার করছে, যা অযৌক্তিক ও বেআইনি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, আন্দোলনকারীরা 'সীমা অতিক্রম করছে'।

শিক্ষার্থীরা রাজধানীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে এবং মহানগরীর বাইরে মহাসড়কে অবস্থান বিক্ষোভ করে এবং পুলিশের বাধা সত্ত্বেও সড়ক, মহাসড়ক এবং রেলপথে যান চলাচল ব্যাহত করে।

১২ই জুলাই

বিকেল ৫টার দিকে শিক্ষার্থীরা শাহবাগে জড়ো হয়ে এলাকা অবরোধ করে। এদিকে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ করতে গেলে ছাত্রলীগের একটি দল আন্দোলনকারীদের ওপর হামলা চালায়। এ সময় ভিডিও ধারণকারী এক শিক্ষার্থীকে একটি হলে নিয়ে গিয়ে মারধর করে ছাত্রলীগের সদস্যরা।

১৩ই জুলাই

সাপ্তাহিক ছুটির দিন থাকলেও দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে বিক্ষোভ মিছিল করে শিক্ষার্থীরা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল শেষে শাহবাগ মোড় অবরোধ করে শিক্ষার্থীরা। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা রেললাইন অবরোধ করে বিক্ষোভ করে।

পরে শিক্ষার্থীরা সন্ধ্যায় ঢাকায় একটি সংবাদ সম্মেলন করে অভিযোগ জানায় যে, মামলা দিয়ে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। তারা ঘোষণা করে যে, পরের দিন তারা সব গ্রেডের সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে স্মারকলিপি দেবে।

১৪ই জুলাই

শিক্ষার্থীরা রাজধানীতে অবস্থান বিক্ষোভ ও অবরোধসহ মিছিল বের করে এবং পরে তাদের দাবি জানিয়ে রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিনের কাছে স্মারকলিপি পেশ করে। সন্ধ্যায় গণভবনে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের রাজাকারের সন্তান বলে উল্লেখ করে বিতর্কিত মন্তব্য করেন, যা আন্দোলনকে আরও উসকে দেয়।

শেখ হাসিনার বক্তব্যের জবাবে শিক্ষার্থীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস এলাকায় মধ্যরাতে বিক্ষোভ মিছিল করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সব মহিলা হলের ছাত্রীরা ছাত্রাবাসের গেটে কর্তৃপক্ষের লাগানো তালা ভেঙে বিক্ষোভে যোগ দেয়।

সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ফোরজি নেটওয়ার্ক বন্ধ করতে অপারেটরদের নির্দেশ প্রদান করে। এদিকে বেলা সাড়ে ১১টার দিকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলনকারীদের ওপর বাংলাদেশ ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের হামলায় ১৩ আন্দোলনকারী আহত হন। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়েও বিক্ষোভ করে শিক্ষার্থীরা।

১৫ই জুলাই

আওয়ামী লীগ সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের গণমাধ্যমকে বলেন, দলের ছাত্র সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগ শিক্ষার্থীদের 'উচিত জবাব' দেবে। ওবায়দুল কাদেরের নির্দেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা হামলা চালায় এবং নির্বিচারে তাদের পিটিয়ে অন্তত ৩০০ বিক্ষোভকারীকে আহত করে।

হেলমেট পরা ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে জোর করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে রড ও চাইনিজ কুড়াল নিয়ে প্রবেশ করে এবং পরে ঢামেক হাসপাতালের ভেতরে ও বাইরে আহত বিক্ষোভকারীদের ওপর হামলা চালায়। হাসপাতালের ভেতরে পার্ক করা বেশ কয়েকটি অ্যাম্বুলেন্স ভাঙচুর করে।

কয়েক ঘণ্টার সংঘর্ষের পর আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনটি ছাত্রাবাস– ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ হল, ফজলুল হক মুসলিম হল ও অমর একুশে হলের নিয়ন্ত্রণ নেয়।

এদিকে সন্ধ্যায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের রাজশাহী শাখার হামলায় ছয় শিক্ষার্থী আহত হয়। কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ককে ফোনে পরীক্ষার কথা বলে ডেকে ছাত্রলীগের লোকজন তাকে লাঞ্ছিত ও মারধর করে। আন্দোলনকারীরা ১৬ই জুলাই বিকাল ৩টায় দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দেশব্যাপী বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশের ডাক দেন।

১৬ই জুলাই

সারাদেশে শিক্ষার্থীরা ব্যাপক বিক্ষোভ করে। আন্দোলনকারীদের ওপর ছাত্রলীগ, যুবলীগসহ ক্ষমতাসীন দলের লোকজন হামলা চালায়। ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রংপুরে ক্ষমতাসীন দলের নেতা-কর্মী ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের তুমুল সংঘর্ষে অন্তত ছয়জন নিহত হয়।

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবু সাঈদ নিহত হওয়ার ফুটেজ ও ছবি এদিন ভাইরাল হওয়ায় রাতে সাধারণ শিক্ষার্থীরা পাল্টা লড়াই করে ছাত্রলীগকে ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাড়িয়ে দেয়। তারা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগ নেতাদের কক্ষ ভাঙচুর করার পাশাপাশি ঢাবি ও রাবি হলের বেশির ভাগ নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে। এর পরিপ্রেক্ষিতে শেখ হাসিনার সরকার দেশব্যাপী স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেয়। তবে পরদিন গায়েবানা জানাজা ও কফিন মিছিলের নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করে শিক্ষার্থীরা।

১৭ই জুলাই

সকালের দিকে আন্দোলনকারীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন ক্যাম্পাস থেকে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের তাড়িয়ে দেয় এবং ক্যাম্পাসকে 'রাজনীতিমুক্ত' ঘোষণা করে।

ছাত্ররা নিহতদের জন্য 'গায়েবানা জানাজা' আদায় করার চেষ্টা করে কিন্তু পুলিশ তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের সমাবেশে হামলা চালায়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ক্যাম্পাস বন্ধ করে ছাত্রদের তাদের ছাত্রাবাস খালি করার নির্দেশ দেয়।

সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে শেখ হাসিনা জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন এবং ঘোষণা করেন যে, তিনি অপরাধীদের বিচারের আওতায় আনতে বিচার বিভাগীয় তদন্ত শুরু করবেন। কোটা প্রসঙ্গে তিনি শিক্ষার্থীদের সুপ্রিম কোর্টের রায়ের জন্য অপেক্ষা করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, এই সিদ্ধান্ত তাদের হতাশ করবে না।

শিক্ষার্থীরা পরের দিনের জন্য সারাদেশে পরিবহণ চলাচল বন্ধ রাখর জন্য 'কমপ্লিট শাটডাউন' কর্মসূচির আহ্বান জানায়।

১৮ই জুলাই

'কমপ্লিট শাটডাউন' কর্মসূচির পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকায় ও অন্যান্য ৪৭টি জেলায় ব্যাপক সহিংসতা ঘটে। হাজার হাজার শিক্ষার্থী পরিবহণ বন্ধ কার্যকর করার জন্য অন্যান্য বিভিন্ন গ্রুপের সাথে যোগ দেয়। পুলিশ ও অজ্ঞাত ব্যক্তিরা বুলেট, শটগানের গুলি ও রাবার বুলেট দিয়ে আন্দোলনকারীদের ওপর গুলি চালালে কমপক্ষে ২৯ জন শহিদ হওয়ার নিশ্চিত খবর পাওয়া যায়। পুলিশ ও ছাত্রলীগের লোকজন ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা চালায়।

আন্দোলনকারীরা বিটিভি ভবন, সেতু ভবন ও অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করে। সারাদেশে ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ রাখা হয় এবং মেট্রোরেলের কার্যক্রম অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করা হয়।

ঢাকা ছাড়াও দেশের ৪৭টি জেলায় বিক্ষোভ, সংঘর্ষ, পুলিশের গুলি ও হামলার ঘটনা ঘটে। এসব ঘটনায় আহত হয় অন্তত ১৫০০ জন। কোথাও কোথাও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে এবং কিছু জায়গায় ক্ষমতাসীন দলের লোকজনের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষ হয়।

সারাদেশে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) সদস্য মোতায়েন করা হয়।

১৯শে জুলাই

এই দিনে শেখ হাসিনা সরকার মধ্যরাতে দেশব্যাপী কারফিউ জারি করে এবং দিনব্যাপী সহিংসতায় কমপক্ষে ৬৬ জন নিহত হওয়ার পর সেনাবাহিনী মোতায়েন করে। নরসিংদীর কারাগার, মেট্রোরেল স্টেশন ও বিআরটিএ অফিসসহ আরও সরকারি প্রতিষ্ঠানে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়।

শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভে বাধা দেওয়ার প্রয়াসে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ জনসমাগম ও মিছিল অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করে। ১৮ই জুলাই থেকে ইন্টারনেট এক্সেস দেশব্যাপী বন্ধ রাখা হয়।

তবে শিক্ষার্থীদের 'কমপ্লিট শাটডাউন' কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে নজিরবিহীন সহিংসতা, গুলি, অগ্নিসংযোগ ও মৃত্যুতে কেঁপে ওঠে রাজধানী ঢাকা। মিরপুর ১০ ও কাজীপাড়া মেট্রো স্টেশনে ভাঙচুর চালানো হয়। অন্যান্য জেলায়ও সংঘর্ষ ঘটে।

কেবল ঢাকা মহানগরীতেই গুলি ও সংঘর্ষে অন্তত ৪৪ জন নিহত হয়। ঢাকার বাইরে মোট ৫৯ জন নিহত হয়। এতে ছাত্র, রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মী, পুলিশ, সাংবাদিক, পথচারীসহ কয়েক শতাধিক মানুষ আহত হয়। শুরু থেকে শুধু শিক্ষার্থীরা আন্দোলনে অংশ নিলেও শুক্রবার স্থানীয়দেরও আন্দোলনে যোগ দিতে দেখা গেছে।

সারাদেশে কোটা সংস্কার আন্দোলনের ডাক ব্যাপকভাবে অব্যাহত রয়েছে।

সকাল ১০টার দিকে রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (রুয়েট) শিক্ষকরা মুখে কালো চাদর পরে বিক্ষোভ করেন। বেলা আনুমানিক ১২:৪৫ মিনিটে কিশোরগঞ্জ জেলার ভৈরব থানায় বিক্ষোভকারীরা থানা ঘেরাও করার পরে পুলিশ স্টেশনের ভেতর থেকে জনতার ওপর গুলি চালায়, এতে শতাধিক শিক্ষার্থী আহত হয়।

নরসিংদীতে জনতা কারাগারে ঢুকে জেলা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে প্রায় ৯০০ বন্দিকে মুক্ত করে দেয় এবং ৮০টি আগ্নেয়াস্ত্র ও ১০০০ রাউন্ডের বেশি গুলি লুট করে।

সারাদেশে বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে মোট ১০৩ জন নিহত হয়। রাতে কারফিউ জারি করা হয়, সেনা সদস্যদের মোতায়েন করা হয়। সারাদেশে ইন্টারনেট পরিষেবা পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হয়।

২০শে জুলাই

সেনা মোতায়েনের মধ্যে কারফিউয়ের প্রথম দিনে অন্তত ২৬ জন নিহত হয়। যাত্রাবাড়ী, উত্তরা, বাড্ডা ও মিরপুর ছিল সংঘর্ষের মূল পয়েন্ট। মোহাম্মদপুরেও সংঘর্ষ হয়।

সরকার পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত কারফিউ অব্যাহত রাখার ঘোষণা দেয় এবং দুই দিনের 'সাধারণ ছুটি' ঘোষণা করে। কোটা আন্দোলনের নেতা এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) কয়েকজন নেতাকে আটক করা হয়।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মূল সমন্বয়ক নাহিদ ইসলামকে ঐ দিন ধরে নিয়ে যায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনী।

২১শে জুলাই

সুপ্রিম কোর্ট কোটা মামলায় রায় প্রদান করে, সিভিল সার্ভিসের চাকরির বেশির ভাগ কোটা বিলুপ্ত করে এবং সিভিল সার্ভিসে ৯৩% নিয়োগ মেধার ভিত্তিতে সাধারণ আবেদনকারীদের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়। কোটার মধ্যে মুক্তিযোদ্ধা, শহিদ মুক্তিযোদ্ধা ও বীরাঙ্গনাদের সন্তানদের জন্য ৫ শতাংশ, জাতিগত সংখ্যালঘুদের জন্য এক শতাংশ এবং শারীরিক প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গের জন্য এক শতাংশ কোটা নির্ধারণ করা হয়।

এদিকে বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে ৫৬ জন সমন্বয়কের পক্ষ থেকে সংবাদ কর্মীদের কাছে একটি

যৌথ বিবৃতি পাঠানো হয় যাতে শিক্ষার্থীদের 'কমপ্লিট শাটডাউন' আরও জোরদার করার আহ্বান জানানো হয়। বিবৃতিতে বলা হয়, ৩০০ জনেরও বেশি ছাত্র ও মানুষ নিহত হয়েছে। শুধু আদালতের আদেশ ব্যবহার করে সরকার হত্যার দায় এড়াতে পারে না। বিবৃতিতে আরও বলা হয়, পুলিশ কিছু মূল সংগঠককে তুলে নিয়ে গেছে এবং তাদের বিবৃতি দিতে বাধ্য করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছিল।

ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট পরিষেবাগুলো ধীরে ধীরে অগ্রাধিকার দিয়ে পুনরায় চালু করা হয়। পরের দিন সম্পূর্ণ চালু করা হয়।

২৪শে জুলাই

আন্তঃজেলা বাস ও লঞ্চ চলাচল আংশিকভাবে চালু রয়েছে। ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট পরিষেবা পুনরায় চালু করা হয়।

সহিংসতা নিয়ে জাতিসংঘ, ইইউ, যুক্তরাজ্য উদ্বেগ প্রকাশ করায় তিন বাহিনীর প্রধানরা (সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনী) হাসিনার সঙ্গে দেখা করেন। কারফিউ চলতে থাকে এবং আরও সাতজন নিহত হয়।

২২শে জুলাই

আগের দিনের সংঘর্ষে আহত অন্তত ছয়জন মারা গেছেন। শেখ হাসিনা বিএনপি ও জামায়াতকে পরিণতির হুঁশিয়ারি দেন। স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পাওয়ার আশা প্রকাশ করেন সেনাপ্রধান। বিএনপি ও জামায়াত নেতাদের গ্রেপ্তার অব্যাহত রয়েছে।

আদালতের আদেশের ভিত্তিতে প্রণীত কোটা সংস্কার সংক্রান্ত গেজেট প্রজ্ঞাপনের অনুমোদন দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এদিন সংঘর্ষে আরও ১৩ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে এবং মৃতের সংখ্যা ১৮৭-এ দাঁড়িয়েছে।

২৩শে জুলাই

সুপ্রিম কোর্টের রায়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সরকার কোটা পদ্ধতি সংস্কারের সার্কুলার জারি করলেও কোটা সংস্কার আন্দোলনের চার সংগঠক তা প্রত্যাখ্যান করেন। কারফিউয়ের মধ্যেও বিরোধী নেতা ও বিক্ষোভকারীদের লক্ষ্য করে গ্রেপ্তার ও অভিযান অব্যাহত রয়েছে। সেদিনও বহু মানুষ নিহত হয়। বিরোধী দলের নেতাদের গ্রেপ্তার অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

এদিকে কোটা সংস্কার আন্দোলনের প্ল্যাটফর্ম 'বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন'-এর তিন সমন্বয়কারীকে পাঁচ দিন ধরে নিখোঁজ থাকার পর পাওয়া যায়। আসিফ মাহমুদ, আবু বাকের মজুমদার এবং রিফাত রশিদকে ১৯শে জুলাই অজ্ঞাত ব্যক্তিরা তুলে নিয়েছিল। আসিফ এবং বাকের দুজনেই ফেসবুকে পোস্ট করেছিলেন যে, পাঁচ দিন তাদের চোখ বেঁধে রাখা হয়েছিল। রাজধানীর হাতিরঝিল এলাকায় আসিফ মাহমুদকে এবং ধানমন্ডি এলাকায় আবু বাকেরকে চোখ বেঁধে ছেড়ে দেওয়া হয়।

২৫শে জুলাই

জাপা নেতা আন্দালিব রহমান পার্থ, ব্যবসায়ী ডেভিড হাসনাতসহ আরও ডজন খানেক নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়। সোশ্যাল মিডিয়া বন্ধ রাখা হয়। জাতিসংঘ, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ক্র্যাকডাউন বন্ধ করার আহ্বান জানায়। সেনা মোতায়েনের পর হাসিনা প্রথম জনসমক্ষে উপস্থিত হন এবং একটি ক্ষতিগ্রস্ত মেট্রোরেল স্টেশন পরিদর্শন করেন।

চিকিৎসাধীন অবস্থায় আরও তিনজন মারা যান, মৃত্যুর সংখ্যা ২০৪ জনে দাঁড়ায়। শুক্রবার ও শনিবার সপ্তাহান্তে ৯ ঘণ্টার জন্য কারফিউ শিথিল করা হয়। অ্যামনেস্টি বলেছে যে, পুলিশ বিক্ষোভকারীদের ওপর প্রাণঘাতী অস্ত্র ব্যবহার করেছে।

শিক্ষার্থীরা বলেছেন, তারা স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে আলোচনা না করেই কোটা সংস্কারের সার্কুলারে কোনো সমাধান দেখছেন না। সমন্বয়কারী নাহিদ ইসলামের এক বিবৃতিতে বলা হয়, কোটা নিয়ে সংসদে কোনো আইন পাস হয়নি তাই এখনো চূড়ান্ত সমাধান হয়নি।

২৬শে জুলাই

পুলিশের গোয়েন্দা শাখা তিন সংগঠককে তুলে নেয়। সারাদেশে 'ব্লক রেইড' শুরু। অন্তত ৫৫৫টি মামলা হয়েছে এবং ৬,২৬৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কারফিউ ঘোষণার পর জনসমক্ষে হাজির হওয়ার দ্বিতীয় দিনে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পরিদর্শন করেন হাসিনা। জাতিসংঘ ক্র্যাকডাউন বন্ধ এবং ইন্টারনেট পরিষেবা সম্পূর্ণ পুনরুদ্ধারের আহ্বান জানিয়েছে।

বাংলাদেশের পুলিশ বিভাগের গোয়েন্দা শাখা তিনজন আন্দোলন সমন্বয়কারী– নাহিদ ইসলাম, আসিফ মাহমুদ এবং আবু বাকের মজুমদারকে তুলে নিয়ে যায়।

২৭শে জুলাই

বিক্ষোভকারীদের লক্ষ্য করে ব্লক রেইড অব্যাহত রয়েছে। ডিএমপির গোয়েন্দা শাখা আরও দুই সমন্বয়কারী সারজিস আলম ও হাসনাত আব্দুল্লাহকে হেফাজতে নেয়। ব্যক্তিগত নিরাপত্তা দিতে এবং সাম্প্রতিক ঘটনা সম্পর্কে জানতে তাদের হেফাজতে নেওয়া হয়েছে বলে জানায় ডিবি কার্যালয়।

গত ১১ দিনে মোট ৯,১২১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এর মধ্যে শুধু রাজধানীতেই গ্রেপ্তার হয়েছেন ২ হাজার ৫৩৬ জন।

ঢাকায় ১৪টি পশ্চিমা দেশের কূটনৈতিক মিশন একটি যৌথ চিঠি জারি করে, যাতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে অন্যায় কাজের জন্য জবাবদিহি করতে বলা হয়। ছাত্র আন্দোলনের আরও দুই সংগঠককে আটক করেছে গোয়েন্দা শাখা। শিক্ষার্থীদের গ্রেপ্তারে পুলিশ অভিযান অব্যাহত রেখেছে।

শেখ হাসিনা আহতদের দেখতে পঙ্গু হাসপাতালে যান এবং বলেন, অর্থনীতিকে পঙ্গু করতে সহিংসতা চালানো হচ্ছে।

২৮শে জুলাই

কোটা সংস্কার আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক নুসরাত তাবাসসুমকে হেফাজতে নেয় ডিবি। পরে রাত ৯টার দিকে ডিবি কার্যালয়ে রেকর্ড করা একটি ভিডিও গণমাধ্যমে পাঠানো হয়, যেখানে আগে হেফাজতে নেওয়া ছয় সমন্বয়কারী সব কর্মসূচি প্রত্যাহারের ঘোষণা দিয়ে একটি লিখিত বিবৃতি পড়ে শোনান।

তবে তিন সমন্বয়কারী– মাহিন সরকার, আব্দুল কাদের এবং আব্দুল হান্নান মাসুদ বলেছেন যে, ডিবি হেফাজতে থাকা ছয় সমন্বয়কের ভিডিও বার্তাটি বিক্ষোভকারীদের আসল অবস্থান নয়। সমন্বয়কারীদের ডিবি কার্যালয়ে জিম্মি করা হয়েছিল এবং বার্তা পড়তে বাধ্য করা হয়েছিল।

তারা পৃথক বার্তায় বলেন, ডিবি কার্যালয়ে অস্ত্রের মুখে ছয় সমন্বয়কের ভিডিও বিবৃতি দেওয়া হয়। ডিবি অফিস কখনোই শিক্ষার্থীদের সংবাদ সম্মেলনের জায়গা নয়।

দেশব্যাপী ক্র্যাকডাউন চলছে, শুধুমাত্র ঢাকা শহরে ২০০টিরও বেশি মামলায় অভিযুক্ত করা হয়েছে ২.১৩ লাখেরও বেশি লোক। মোবাইল ইন্টারনেট ফিরে এসেছে, কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়া বন্ধ রয়েছে।

সরকার প্রথমবারের মতো মৃতের সংখ্যা ১৪৭ বলে জানিয়েছে।

২৯শে জুলাই

সরকার ছাত্র নেতাদের মুক্তির আল্টিমেটাম উপেক্ষা করার পরে ছাত্র এবং জনগণ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বড়ো আকারের বিক্ষোভ পুনরায় শুরু করে। ঢাকায় ২ হাজার ৮২২ শিক্ষার্থীকে আটক করেছে পুলিশ।

জামায়াত-শিবিরকে নিষিদ্ধ করার ঘোষণা দেয় সরকার। সোশ্যাল মিডিয়ায় তাদের সাথে খাওয়ার ছবি শেয়ার করাসহ ছয় কোটা সংগঠককে উপস্থাপন করা নিয়ে ডিবিকে তিরস্কার করেছে হাইকোর্ট।

সারা বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা 'নিপীড়ন বিরোধী শিক্ষক সমাবেশ' ব্যানারে ছাত্র হয়রানি ও গণগ্রেপ্তার বন্ধের আহ্বান জানিয়েছেন। তারা আটক শিক্ষার্থীদের মুক্তির দাবি জানান এবং চলমান শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেন।

সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলায় অনুষ্ঠিত সমাবেশে সাম্প্রতিক কোটা সংস্কার আন্দোলনে নিহত শিক্ষার্থীদের স্মরণে এক মুহূর্ত নীরবতা পালনের মধ্য দিয়ে শুরু হয়, যাকে শিক্ষকরা 'জুলাই গণহত্যা' হিসেবে আখ্যায়িত করেন।

মন্ত্রিসভার বৈঠকে সহিংসতায় নিহতদের স্মরণে মঙ্গলবার শোক দিবস পালনের সিদ্ধান্ত হয়। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন সরকার ঘোষিত শোক দিবস প্রত্যাখ্যান করে। পাল্টা পদক্ষেপে তারা একটি অনলাইন প্রচারণা ঘোষণা করে, তাদের মুখ এবং চোখের চারপাশে লাল ব্যান্ড দিয়ে ছবি পোস্ট করে।

৩০শে জুলাই

যারা সহিংসতায় প্রাণ হারিয়েছে তাদের স্মরণে সরকার একটি 'শোক দিবস' পালন করে কিন্তু ছাত্ররা দিনটিকে প্রত্যাখ্যান করে। ছাত্র আন্দোলনের সমর্থকরা তাদের প্রত্যাখ্যান দেখানোর জন্য তাদের সোশ্যাল মিডিয়া প্রোফাইল লাল করে দেয় এবং রাজধানীসহ অন্যান্য স্থানে বিক্ষোভ করে।

কোটা আন্দোলনের ছয় সংগঠক এখনও ডিবির হেফাজতে। সব পরীক্ষার্থীদের পুলিশ হেফাজত/জেল থেকে মুক্তি না দিলে শত শত এইচএসসি শিক্ষার্থী পরীক্ষা বর্জনের ঘোষণা দেয়।

পুলিশের বাধার মুখে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকরা মৌন মিছিল করে, বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা সমাবেশ করে, অভিভাবকরা শিশুদের মৃত্যুর প্রতিবাদ জানায়। প্রাণহানির জন্য সরকারকে দায়ী করেছেন বিশিষ্ট নাগরিকরা। হাসিনা বলেছেন যে, সরকার বিচার বিভাগীয় তদন্তের জন্য 'বিদেশি সহায়তা' নেবে এবং পরের দিন দেশব্যাপী শোক ঘোষণা করেছে। পুলিশি অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

৩১শে জুলাই

হত্যা, গণগ্রেপ্তার, হামলা, মামলা, জোরপূর্বক গুম এবং ছাত্র ও নাগরিকদের হত্যার প্রতিবাদে সারাদেশে ছাত্ররা 'মার্চ ফর জাস্টিস' নামে প্রতিবাদ করেছে।

শিক্ষার্থীদের নয়টি সুনির্দিষ্ট দাবির পক্ষে দেশব্যাপী আদালত প্রাঙ্গণ, ক্যাম্পাস এবং রাস্তায় দুপুর ১২টায় বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল।

সকাল ১১টা ২০ মিনিটে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ও সিলেটের অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভের সমর্থনে বিশ্ববিদ্যালয়ের গেট থেকে কোর্ট পয়েন্টের দিকে মিছিল করে।

দুপুর সোয়া ১টার দিকে বুয়েট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা হাইকোর্টের দিকে মিছিল করে। বাংলাদেশ শিশু একাডেমির কাছে পুলিশ তাদের অগ্রগতি বন্ধ করে দেয়। ফলে বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থীকে আটক করা হয়। এর প্রতিক্রিয়ায় ছাত্ররা দোয়েল চত্বরে জড়ো হয়। পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হোয়াইট প্যানেলের শিক্ষকরাও যোগ দেন। প্রায় তিন ঘণ্টা বিক্ষোভের পর বিকেল ৩টার দিকে ঢাকায় বিক্ষোভ শেষ হয়।

সকাল ১১টা নাগাদ বিক্ষোভকারীরা চট্টগ্রাম আদালত চত্বরে জড়ো হতে শুরু করে। পুলিশ ব্যারিকেড সত্ত্বেও প্রায় ২০০জন বিক্ষোভকারী চত্বরে প্রবেশ করে এবং অবস্থান নেয়। ৫০ থেকে ৬০ জন

বিএনপিপন্থি আইনজীবী ছাত্রদের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেন। অন্যদিকে আওয়ামী লীগপন্থি আইনজীবীরা পাল্টা মিছিল করেন।

বেলা সোয়া ৩টার দিকে আদালত চত্বর থেকে নিউমার্কেট মোড় পর্যন্ত একটি পদযাত্রার মধ্য দিয়ে চট্টগ্রামে বিক্ষোভ শেষ হয়।

বিক্ষোভের অংশ হিসেবে দুপুর ১২টা ২০ মিনিট থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত ঢাকা-রাজশাহী মহাসড়ক অবরোধ করে রাখে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। বিক্ষোভ চলাকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচ শিক্ষার্থীকে আটক করে পুলিশ।

১৩ দিন বন্ধ থাকার পর বিকেল ৩টায় ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপসহ অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলো আবার খুলে দেওয়া হয়।

১লা আগস্ট

সরকার জামায়াতে ইসলামি দল এবং এর ছাত্র সংগঠন ইসলামি ছাত্র শিবিরের পাশাপাশি এর সহযোগী সংগঠনগুলোকে সন্ত্রাসবিরোধী আইনের অধীনে নিষিদ্ধ করে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করে। জাতিসংঘ সহিংসতা তদন্তে একটি স্বাধীন ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং দল পাঠানোর প্রস্তাব দেয়। আন্দোলনের ছয় সংগঠককে পুলিশ হেফাজত থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। বিক্ষোভকারীরা নিহতদের জন্য গণমিছিল ও প্রার্থনা করে। পাঁচটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ সমাবেশ করে।

২রা আগস্ট

বিক্ষোভকারীরা হত্যার প্রতিবাদ অব্যাহত রেখেছে; হাজার হাজার মানুষ বিচারের জন্য মিছিলে যোগ দেয়। রাজধানীসহ অন্যত্র আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মী ও পুলিশের হামলায় বিক্ষোভকারী আরও দুজন নিহত হন। বিক্ষোভকারীরা আগামী দিনের জন্য দেশব্যাপী বিক্ষোভ এবং ৪ঠা আগস্ট থেকে অসহযোগ আন্দোলনের ঘোষণা দেয়।

সাত ঘণ্টার জন্য আবারও বন্ধ হয়ে গেল ফেসবুক। ডিবি হেফাজতে থাকা ছয় সংগঠক বলেন, ডিবি

অফিস থেকে প্রত্যাহারের বিবৃতি স্বেচ্ছায় দেননি। চলমান সহিংসতা ও নাশকতার ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট মামলায় গ্রেপ্তার ৭৮ জন এইচএসসি পরীক্ষার্থী সারাদেশের বিভিন্ন আদালত থেকে জামিন পান। তাদের মধ্যে ঢাকা বিভাগের ৫৫ জন, চট্টগ্রাম বিভাগের ১৪ জন, খুলনা বিভাগের ছয়জন এবং রংপুর বিভাগের তিনজন রয়েছেন।

এদিকে শিশু ও সংস্কৃতি বিষয়ক জাতিসংঘের সংস্থা ইউনিসেফ জুলাই মাসে বাংলাদেশে ২০২৪ সালের কোটা সংস্কার আন্দোলনকে ঘিরে বিক্ষোভের সময় কমপক্ষে ৩২ জন শিশুর মৃত্যুর ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে।

ইউনিসেফের দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক পরিচালক সঞ্জয় উইজেসেকেরা শিশুরা যাতে আবার স্কুলে ফিরে আসে তা নিশ্চিত করতে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানান।

৩রা আগস্ট

কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী নাহিদ ইসলাম ঘোষণা করেন যে, তাদের সরকারের সাথে আলোচনার কোনো পরিকল্পনা নেই এবং হাসিনার পদত্যাগ এবং 'সবার কাছে গ্রহণযোগ্য' একজন ব্যক্তির নেতৃত্বে 'জাতীয় সরকার' গঠনের দাবিতে 'লংমার্চ টু ঢাকা' কর্মসূচি ঘোষণা করেন।

হাসিনা আলোচনার প্রস্তাব দিলেও ছাত্ররা তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। বিকাল সাড়ে ৫টার দিকে প্রধান সমন্বয়কদের একজন নাহিদ ইসলাম শহিদমিনারে সমবেত জনতার উদ্দেশে বক্তৃতা করেন, যেখানে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার মন্ত্রিসভার পদত্যাগের জন্য একক দাবি ঘোষণা করে এবং আহ্বান জানায়।

সকাল সাড়ে ১০টার দিকে রাজশাহীর বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা মিছিল করে রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (রুয়েট) সামনে জড়ো হয়ে স্লোগান দেয়। একক দাবিতে রাজপথে নেমেছে শিক্ষার্থীরা: প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ।

চট্টগ্রামে শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরীর বাসায় হামলার ঘটনা ঘটেছে। এ সময় বাড়ির সামনে পার্কিং করা দুটি গাড়ি ভাঙচুর এবং একটিতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। এর আগে বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে লালখান বাজারে চট্টগ্রাম-১০ আসনের সংসদ সদস্য মহিউদ্দিন বাচ্চুর কার্যালয়েও হামলা হয়। হামলার সময় অফিসে আগুন দেওয়া হয়। অপর একটি ঘটনায় গাজীপুরের শ্রীপুরে পুলিশের সঙ্গে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষে একজন নিহত হয়েছেন।

রংপুরে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও কোটা সংস্কার আন্দোলনের সমন্বয়ক আবু সাঈদের মৃত্যুর ঘটনায় দুই পুলিশ কর্মকর্তাকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। ঐ দুই কর্মকর্তা হলেন– রংপুর পুলিশ লাইনসের এএসআই আমির হোসেন ও তাজহাট থানার কনস্টেবল সুজন চন্দ্র রায়।

সিলেটে পুলিশের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের সংঘর্ষে অন্তত শতাধিক মানুষ আহত হয়েছে।

দুপুর দেড়টার দিকে কুমিল্লার রেসকোর্সে ছাত্রলীগ, যুবলীগ ও স্বেচ্ছাসেবক লীগের নেতা-কর্মীরা ছাত্র আন্দোলনের আন্দোলনকারীদের ওপর হামলা চালায় এবং শিক্ষার্থীদের ওপর প্রকাশ্যে গুলি চালায়। এতে ১০ জন শিক্ষার্থী গুলিবিদ্ধ হয় এবং মোট ৩০ জন আহত হয়। বগুড়ায় আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পুলিশের দফায় দফায় সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। বিকাল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত এই সংঘর্ষ চলে প্রায় দুই ঘণ্টা। সংঘর্ষ চলাকালে পুলিশ কাঁদানে গ্যাসের শেল, সাউন্ড গ্রেনেড, রাবার বুলেট ও শটগানের রাউন্ড নিক্ষেপ করে। নগরীর সাতমাথা, সার্কিট হাউস মোড়, রোমেনা আফাজ রোড, কালীবাড়ি মোড়, বীর মুক্তিযোদ্ধা রেজাউল বাকী সড়ক, জেলখানা মোড়সহ বেশ কয়েকটি এলাকা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। এতে অন্তত ছয়জন শিক্ষার্থী গুলিবিদ্ধ হন এবং আরও পঞ্চাশজন শিক্ষার্থী আহত হন।

৪ঠা আগস্ট

ঢাকা এবং দেশের অন্তত ২১টি জেলায় ব্যাপক সংঘর্ষের ফলে ১৪ জন পুলিশ কর্মকর্তাসহ প্রায় ৯১ জন নিহত হওয়ার সাথে দিনটি বিক্ষোভের সবচেয়ে মারাত্মক দিন হয়ে ওঠে। গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়, সহিংসতায় অন্তত ৯০ জন নিহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে সিরাজগঞ্জে গণপিটুনিতে নিহত ১৩ জন পুলিশ সদস্য রয়েছে।

বিক্ষোভকারীরা এবং পুলিশের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়, যখন বিক্ষোভকারীরা প্রধান মহাসড়ক অবরোধ করে। পুলিশ স্টেশনের পাশাপাশি আওয়ামী লীগের কার্যালয়কে লক্ষ্য করে হামলা করে আন্দোলনরত ছাত্র-জনতা। পুলিশবাহিনী কাঁদানে গ্যাস ছুড়েছে

এবং রাবার বুলেট ছুড়েছে বলে দাবি করেছে, যদিও কিছু লোক প্রকৃত বুলেটে আহত ও নিহত হয়েছে। নতুন করে বিক্ষোভের ফলে সরকার ইন্টারনেট বন্ধ করে দেয় এবং সন্ধ্যা ৬টা থেকে দেশব্যাপী অনির্দিষ্টকালের জন্য কারফিউ ঘোষণা করে।

হাসিনা আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সমালোচনা করে বলেন যে, যারা 'নাশকতা' এবং ধ্বংসযজ্ঞে জড়িত তারা আর ছাত্র নয় বরং সন্ত্রাসী, যখন বিক্ষোভকারীরা তাকে পদত্যাগ করার আহ্বান জানায়।

সরকারকে পদত্যাগে বাধ্য করার লক্ষ্যে শিক্ষার্থীরা দেশের সব প্রান্ত থেকে ঢাকায় পদযাত্রা করার পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে। সেনাবাহিনী ও পুলিশ জনগণকে কারফিউ না ভাঙতে বা আইন লঙ্ঘন না করার আহ্বান জানায়।

সাবেক সেনাপ্রধান জেনারেল ইকবাল করিম ভূঁইয়া সেনা প্রত্যাহারের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান এবং হত্যাকাণ্ডের নিন্দা জানান। বর্তমান সেনাপ্রধান ওয়াকার-উজ-জামান বলেছেন, সশস্ত্রবাহিনী সর্বদা জনগণের পাশে দাঁড়িয়েছে।

৫ই আগস্ট

দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজার হাজার মানুষ কারফিউ অমান্য করে রাজধানীর কেন্দ্রে একত্রিত হয়। হাসিনার পতনের প্রাক্কালে আওয়ামী লীগ বিভিন্ন স্থানে আন্দোলনকারীদের ওপর হামলা চালিয়ে আগ্রাসন প্রদর্শন করে। 'মার্চ টু ঢাকা' ডাকে সাড়া দিয়ে হাজার হাজার শিক্ষার্থী ও দেশবাসী রাজধানী অভিমুখে যাত্রা শুরু করে। দুপুর নাগাদ ভিড় করে হাসিনার সরকারি বাসভবনে।

বিকালে রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিনের কাছে তার পদত্যাগপত্র হস্তান্তর করেন হাসিনা। এরপর হাসিনা তার বোন শেখ রেহানাকে নিয়ে সামরিক বিমানে করে প্রতিবেশী দেশ ভারতে পালিয়ে যান।

সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে আলোচনার জন্য আমন্ত্রণ জানান এবং পরে একটি অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

জনসাধারণ প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন গণভবনের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে জিনিসপত্র বাজেয়াপ্ত করার সাথে সাথে ঢাকাজুড়ে উদ্‌যাপনের কুচকাওয়াজ শুরু হয়।

সন্ধ্যায় রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন বঙ্গভবনে বিএনপি ও জামায়াতসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন এবং দ্রুততম সময়ের মধ্যে অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের ঘোষণা দেন।

[সূত্রঃ বাসস, ৩১শে ডিসেম্বর ২০২৪]

শেখ হাসিনার বিদায় ও ছাত্র-জনতার জয়োল্লাস

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনার পতন

অবশেষে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে পতন হয়েছে শেখ হাসিনা সরকারের। জনবিস্ফোরণের মুখে ৫ই আগস্ট সোমবার দুপুরে পদত্যাগের পর গণভবন থেকে দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন তিনি। কোটা সংস্কারের দাবিতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন শেষ পর্যন্ত ছাত্র-জনতার এক দফার বিস্ফোরক আন্দোলনে রূপ নেওয়ার পর পতদ্যাগে বাধ্য হলেন তিনি। দেশ থেকে পালিয়ে যাওয়ার পর ভারতের উত্তর প্রদেশের গাজিয়াবাদের হিন্দন বিমান ঘাঁটিতে আশ্রয় নিয়েছেন তিনি। তার সঙ্গে ছোটো বোন শেখ রেহানা রয়েছেন। শেখ হাসিনা রাজনৈতিক আশ্রয় নিয়ে যুক্তরাজ্যে যাওয়ার চেষ্টা করছেন বলে সর্বশেষ খবরে জানা গেছে।

ছাত্র-জনতার আন্দোলনে চার শতাধিক মানুষের মৃত্যু ও রক্তপাতের মধ্য দিয়ে শেখ হাসিনা সরকারের পতন ঘটে। ছাত্র-জনতার এই বিজয় নিশ্চিত হওয়ার পরপরই রাজপথে নেমে আসে লাখ লাখ মানুষ। ৫ই আগস্ট কার্যত পুরো দেশ চলে আসে জনতার দখলে। তারা নানা স্লোগানে, উল্লাসধ্বনিতে বিজয় উদ্‌যাপন করেছেন। উল্লসিত জনতা দখলে নিয়ে নেয় প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন গণভবনও। জনতার মিছিল এসে মেলে শাহবাগ, টিএসসি আর শহিদমিনারে। শুধু এ তিনটি স্থান নয়, গোটা রাজধানীই রূপ নেয় বিজয়ের নগরীতে। লাল-সবুজের পতাকা মাথায় বেঁধে রাস্তায় নামে শিশু থেকে বয়স্ক– সব শ্রেণি-পেশার মানুষ। এই আনন্দ ভয়কে জয় করার। এই উচ্ছ্বাস মুক্তির।

কোটা সংস্কার আন্দোলনের একপর্যায়ে পুলিশ ও আওয়ামী লীগের দমনপীড়নে ক্ষোভে ফেটে পড়ে শিক্ষার্থীরা। বিশেষ করে কোটা আন্দোলনের প্রশ্নে ১৪ই জুলাই শেখ হাসিনা বলেন, 'চাকরি মুক্তিযোদ্ধাদের নাতি-পুতিরা পাবে না, তা হলে কি রাজাকারের নাতি-পুতিরা পাবে?' তার এই বক্তব্যে ছাত্র-জনতা বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সারাদেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা যোগ দেয় বিক্ষোভে। ক্যাম্পাসে

ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীরা স্লোগান তোলে, 'তুমি কে, আমি কে, রাজাকার, রাজাকার/কে বলেছে, কে বলেছে, স্বৈরাচার, স্বৈরাচার।' ১৬ই জুলাই ক্যাম্পাস ছাড়াও রাজপথ, প্রধান সড়ক ও জেলায় জেলায় আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পক্ষ থেকে ৫ই আগস্ট 'মার্চ টু ঢাকা' কর্মসূচি ঘিরে উত্তেজনার মধ্যেই প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে ভারতের উদ্দেশে দেশ ছাড়েন শেখ হাসিনা। এ পরিস্থিতিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গে আলোচনার পর বিকাল চারটায় জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান। সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান বলেন, প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করেছেন। একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করা হবে। এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অধীন দেশের সব কার্যক্রম চলবে। সব হত্যা ও অন্যায়ের বিচার হবে। সেনাবাহিনী, পুলিশ কোনো গুলি চালাবে না। আশা করছি, এই বক্তব্যের পর পরিস্থিতির উন্নতি হবে।

ছাত্রদের এই আন্দোলন এবং শেখ হাসিনা সরকারের পতন ত্বরান্বিত করে মূলত রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবু সাঈদের বুকে পুলিশ গুলি চালানোর ঘটনাটি। এই মর্মান্তিক ঘটনার ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর ছাত্র-জনতার রক্তে রীতিমতো আগুন ধরে যায়। মানুষের প্রতিবাদ বাড়তে থাকে। দমনপীড়নও বাড়তে থাকে। তবে দমনপীড়ন যত বাড়তে থাকে, জনতার ক্ষোভ আরও ছড়াতে থাকে। জনতার স্রোতে উবে যায় মানুষের মনের ভয়। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে একে একে রাস্তায় নেমে আসেন অভিভাবক থেকে শুরু করে সব শ্রেণি-পেশার মানুষ। গুলির মুখে সন্তানদের জন্য ঢাল হয়ে রাস্তায় নামেন মা-বাবা আর শিক্ষকরা। মোবাইল নেটওয়ার্ক বন্ধ করলে ওয়াইফাই উন্মুক্ত করে দেয় সাধারণ মানুষ। 'পানি লাগবে, পানি' চিৎকার করে তৃষ্ণার্তদের মুখে পানি তুলে দেয় মুগ্ধের (পরে গুলিতে মারা যাওয়া) মতো অসংখ্য স্বেচ্ছাসেবী তরুণ। রক্ত, ত্যাগ আর জীবনের বিনিময়ে ছাত্র-জনতার বিজয় আসে।

৫ই আগস্ট দুপুরে শাহবাগে বিজয় উল্লাসে তৃষ্ণার্ত মানুষকে পানির বোতল দিচ্ছিলেন ষাটোর্ধ্ব বিল্লাল হোসেন। উল্লসিত জনতার হাতে হাতে তুলে দিচ্ছিলেন ফুল। বিল্লাল হোসেন বলেন, তার ভাতিজা আন্দোলন করতে গিয়ে নিহত হয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র মুগ্ধকে সেই 'পানি খাবেন, পানি' তার সবসময় কানে বাজে। আমার তো সামর্থ্য কম। তাই তৃষ্ণার্ত মানুষকে পানি খাওয়াচ্ছি, যাতে আমার ভাতিজা এবং মুগ্ধদের আত্মা শান্তি পায়। তিনি বলেন, আমি ত্রিশ হাজার টাকার পানি বিতরণ করেছি। আমার কষ্টের টাকা আমি দেশের মানুষের জন্য, জুলুম থেকে দেশকে বাঁচানোর জন্য বিলিয়ে দিয়েছি।

৫ই আগস্ট দিনের শুরু থেকেই সড়কে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী কঠোর অবস্থান নেয়। তবে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কারফিউ উপেক্ষা করে রাজপথে অবস্থান নেয় মানুষ। কয়েকটি জায়গায় পুলিশ গুলিও চালায়। তার পরও গুলি আর মৃত্যু উপেক্ষা করে জনতার ঢল নামে রাজধানীর প্রবেশপথগুলোতে। যাত্রাবাড়ী, উত্তরা ও গাবতলীতে কয়েক লাখ লোক অবস্থান নেয়। ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক দিয়েও কয়েক হাজার শিক্ষার্থী-জনতা ঢাকায় প্রবেশ করে। শনিরআখড়ায় দুপুর দেড়টার দিকে কয়েক হাজার আন্দোলনকারী অবস্থান নেয়। একই সময়ে উত্তরা থেকে বনানী অভিমুখে এগিয়ে আসে আন্দোলনকারীদের একটি দল। শিক্ষার্থী-অভিভাবক ছাড়াও সেই মিছিলে যোগ দেয় স্থানীয় মানুষ। তারা খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে বেলা দেড়টার দিকে বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল পার হয়ে সামনের দিকে যায়।

দুপুরের আগে প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগের গুঞ্জন ওঠে। এর মধ্যেই সেনাবাহিনীর প্রধান জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেবেন বলে ঘোষণা দেওয়া হয়। এ ঘোষণার পর দুপুর ১২টার দিকে রাস্তা ছেড়ে চলে যায় পুলিশ। এর পর ব্যারিকেড তুলে নেয় সেনাবাহিনীও। রাজপথে নেমে আসতে থাকে মানুষ। দুপুর ১টার পরই রাজপথে ঢল নামে মানুষের। মাথায় লাল-সবুজের পতাকা আর মুখে বিজয়ের স্লোগান।

দুপুর পৌনে ১টার দিকে সায়েন্সল্যাব এলাকায় জড়ো হওয়া হাজারো মানুষকে বিজয় উল্লাস করতে দেখা গেছে। মানুষের চোখে-মুখে দেখা গেছে মুক্তির আনন্দ।

রাস্তায় কান পাতলেই জনতাকে বলতে শোনা

মা-মেয়ের মুখে বিজয়ের হাসি। জুনাইরাহর মা বলেন, আমার কোনো দল-মত নেই; কিন্তু এতগুলো শিক্ষার্থী, শিশু-কিশোরের মৃত্যুর দৃশ্য দেখে প্রতিরাতই নির্ঘুম কেটেছে। চোখ বন্ধ করলেই আবু সাঈদ, মুগ্ধ আর নিহত শিশু-কিশোরদের মুখ ভেসে উঠত। বিশেষ করে হাসপাতালের বিছানায় রক্তাক্ত স্কুলশিক্ষার্থীর সেই কণ্ঠ কানে বাজে। তিনি বলেন, দেশই আমাদের মা। এই মা যেন সব সময় ভালো থাকে। আর অধিকার চেয়ে আর যেন কারও রক্ত না ঝরে।

গেছে– 'আজ থেকে দেশ স্বাধীন'। এ যেন এক মুক্তির আনন্দ! হাসপাতালের কর্মীদের রাস্তায় এসে নাচতে দেখা গেছে। অসুস্থ নারীরাও হুইলচেয়ারে বেরিয়ে পড়েন। এ সময় কল্যাণপুরের বাসিন্দা ফজলে রাব্বি বলেন, 'বিশ্বাস করতে কয়েক দিন সময় লাগবে।' ধানমন্ডির বাসিন্দা মো. সুমন বলেন, 'কী যে আনন্দ লাগছে, বোঝাতে পারব না।'

রাজধানীর মিরপুর ১০ নম্বর গোলচত্বর থেকে হাজার হাজার মানুষ ফার্মগেটের দিকে এগিয়ে আসে। দুপুর পৌনে ২টার দিকে হাজার হাজার আন্দোলনকারী আগারগাঁওয়ে মেট্রোরেল স্টেশনের নীচে অবস্থান করে উল্লাস করতে থাকে। মিরপুরের পল্লবী, সাড়ে ১০ ও ১১ নম্বর থেকে মিছিল নিয়ে মানুষ ১০ নম্বর সেকশন হয়ে আগারগাঁও হয়ে গণভবন ও শাহবাগে এসে বিজয় উল্লাস করে।

৫ই আগস্ট সরেজমিনে রাজধানীর শাহবাগ ঘুরে দেখা যায়, সেখানে হাজার হাজার ছাত্র-জনতার ভিড়। প্রত্যেকের চোখে মুক্তির আনন্দ, মুখে তৃপ্তির ছাপ। মুখে মুখে স্লোগান 'বাংলাদেশ স্বাধীন'। এ সময় এলিফ্যান্ট রোড, প্রেসক্লাব এলাকা থেকে গণমিছিল শাহবাগের দিকে আসতে থাকে। লাখ লাখ লোককে এ সময় মিছিলে দেখা যায়। পরিবারসহ মিছিলে অংশ নিতে দেখা যায় অনেককে।

উচ্ছ্বাসের মিছিলে অংশ নিতে মিরপুর থেকে মায়ের হাত ধরে এসেছিল চার বছরের জুনাইরাহ। দীর্ঘ পথ গণভবন পর্যন্ত হেঁটে আসার পরও ক্লান্তি নেই।

উচ্ছ্বাসের বাঁধ ভাঙে সামাজিক মাধ্যম ফেসবুকেও। আন্দোলনে অংশ নেওয়া আজাদুল তার ফেসবুক পোস্টে লেখেন– 'আজ জনগণের বিজয় হয়েছে। মাথা উঁচু করে থাকুক লাল-সবুজের পতাকা।'

৫ই আগস্ট কোটা সংস্কার আন্দোলনের সমন্বয়ক নাহিদ ইসলাম বলেন, ছাত্র-শিক্ষক-সুশীল সমাজসহ অন্যদের অংশগ্রহণে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার চান তারা। এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকার নির্বাচনের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে। দেশটা আমাদের। রাষ্ট্রীয় সব সম্পদও আমাদের। আমাদের রাষ্ট্রীয় সম্পদ যেন কেউ লুটপাট, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের সুযোগ না পায়।

জনতার দখলে গণভবন: সরকার পতনের 'এক দফা' দাবিতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ডাকে সর্বাত্মক অসহযোগের দ্বিতীয় দিন ঢাকামুখী জনস্রোতের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন গণভবন চলে গেছে জনতার দখলে। 'মার্চ টু ঢাকা' কর্মসূচির মধ্যে নিরাপত্তা বাহিনীর ব্যারিকেড ভেঙে মিছিল নিয়ে বিকাল ৩টার দিকে গণভবনে ঢুকে পড়ে তারা। এর পর থেকেই গণভবন শিক্ষার্থীসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের দখলে।

সংসদ ভবনে জনতার উল্লাস: প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করে শেখ হাসিনার দেশ ছাড়ার খবরে উল্লসিত জনতা গণভবন ছাড়াও ঢুকে পড়েছেন সংসদ ভবনে। পতাকা হাতে ভবনের ছাদে উঠে

পড়েন অনেকে, সংসদ অধিবেশন কক্ষে এমপিদের আসনে বসে উল্লাস করছেন, কেউ গোসলে নেমে পড়েছেন সংসদের লেকে। সংসদ ভবনের বিভিন্ন কক্ষে প্রবেশ করেন তারা। চেয়ারে বসে ছবি তোলেন। কেউ নাচানাচি আর হৈ-হুল্লোড় করছিলেন, যেন বিজয়ের আনন্দ।

[সূত্র: দৈনিক আমাদের সময়, ৬ই আগস্ট ২০২৪]

ছাত্র-জনতার জয়োল্লাস

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের 'মার্চ টু ঢাকা' কর্মসূচি ঘিরে এক 'গণঅভ্যুত্থানে' পতন ঘটল শেখ হাসিনা সরকারের। ৫ই আগস্ট পদত্যাগ করেই দুপুর আড়াইটায় ছোটো বোন শেখ রেহেনাকে নিয়ে দেশ ছেড়েছেন তিনি। এই খবরে দেশজুড়ে বিজয়োল্লাস করেছেন ছাত্র-জনতা। এ যেন পরাধীনতার শিকল ভাঙা উচ্ছ্বাস। ইতিহাসের সাক্ষী হতে আন্দোলনরত ছাত্র-জনতার সঙ্গে রাস্তায় নামেন সর্বস্তরের জনগণ। তাদের বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাসে জেলা-উপজেলা শহর হয়ে ওঠে উৎসবের নগরী। মুহুর্মুহু বিজয়-ধ্বনিতে দেশের সর্বত্র প্রকম্পিত হয়। ছাত্র-জনতার 'হই হই রই রই, শেখ হাসিনা গেলি কই' স্লোগানে মুখরিত হয় রাজপথ। এছাড়া শেখ হাসিনার পদত্যাগ ও দেশছাড়ার খবরে বিভিন্ন স্থানে শুকরানা নামাজ, আনন্দ মিছিল ও মিষ্টি বিতরণ করা হয়েছে। *যুগান্তর* প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর–

রাণীনগরে বিজয় উচ্ছ্বাস ও আনন্দ মিছিল করেছেন শিক্ষার্থীরা। শিক্ষার্থীরা মিছিলটি রাণীনগর রেলওয়ে স্টেশন এলাকা থেকে বের করেন। ডামুড্যায় হামিদিয়া কামিল মাদ্রাসা মাঠ থেকে একটি বিশাল আনন্দ মিছিল বের হয়ে উপজেলার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করেন ছাত্র-জনতা। এ সময় তারা 'হই হই রই রই, শেখ হাসিনা গেলি কই' বলে স্লোগান দেন। ফুলপুরে আনন্দের জোয়ারে ভাসছে জনপথ। ময়মনসিংহ-শেরপুর সড়কে হাজার হাজার জনতা আনন্দ মিছিল করেন। রাঙামাটি শহরসহ জেলার প্রতিটি উপজেলা সদরের অলি-গলিতে বিজয় উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠেন ছাত্র-জনতা। শহরজুড়ে এক ধরনের আনন্দ-উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ে। পথে পথে নামে অসংখ্য উৎসুক মানুষের ঢল। গাইবান্ধায় ছাত্র-জনতা বাদ্যযন্ত্র হাতে রাস্তায় নামেন। দলে দলে ছাত্র-জনতার আনন্দ মিছিল করেন। এদিকে গাইবান্ধা এসপি অফিসে ভাঙচুর করতে গেলে পুলিশ সুপার কামাল হোসেন জনতার উদ্দেশে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। সিদ্ধিরগঞ্জে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন শিশু থেকে বৃদ্ধ। মিষ্টি দোকানগুলো থেকে মিষ্টি নিয়ে মহাসড়কেই বিতরণ করেছেন ছাত্র-জনতা। চন্দনাইশে শেখ হাসিনার পদত্যাগের সর্বত্রই সর্বদলীয় ছাত্র-জনতা উৎসবে মেতে উঠেন। উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে সড়কে উৎসুক ছাত্র-জনতার ঢল নামে। এ সময় সড়কে মুহুর্মুহু বিজয় স্লোগানে মিছিলে মুখরিত হয়ে ওঠে রাজপথ। দুর্গাপুরে বিজয় মিছিল করেছেন সাধারণ জনগণ, ছাত্রসমাজ ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দল। পরবর্তীতে বিভিন্ন এলাকায় খুশিতে মিষ্টি বিতরণ করছেন সাধারণ মানুষ।

খাগড়াছড়িতে বিজয় মিছিল বের করেছে ছাত্র-জনতা। ফরিদগঞ্জে ছাত্র-জনতার খণ্ড খণ্ড আনন্দ মিছিল উপজেলা সদরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করেন। বালিয়াকান্দিতে আনন্দ মিছিল হয়েছে। ছাত্র-জনতা বিজয় উচ্ছ্বাস করেছেন। কালিয়াকৈরে ছাত্র-জনতা বিজয় মিছিল করেছেন। পরে মানুষের মাঝে মিষ্টি বিতরণ করছেন। স্লোগান দিয়ে মুখর করে তোলে পরিবেশ। এনায়েতপুরে বিজয় মিছিল করেছেন ছাত্র-জনতা। সেনাপ্রধানের বক্তব্যের পরই বিভিন্ন অঞ্চল থেকে খণ্ড খণ্ড মিছিল

নিয়ে মিষ্টি বিতরণ করেন ছাত্র-জনতা। হবিগঞ্জে কয়েক হাজার শিক্ষার্থী আনন্দ মিছিল করেছেন। মিছিলে মিছিলে মুখরিত হয়ে ওঠে পুরো জেলা সদর। মিছিলে অংশ নেন নানা বয়সি মানুষ। ছিল শিশুরাও। মৌলভীবাজারে বিজয় মিছিল করেছে সাধারণ জনতা। এ সময় তারা উল্লাসে মেতে উঠেন। কেউ কেউ সড়কে সেজদা দিয়ে আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া জানান। মুলাদীতে বিজয় মিছিল করেছেন ছাত্র-জনতা। সুন্দরগঞ্জে বিজয় মিছিলের পাশাপাশি খুশিতে বিভিন্ন এলাকায় সাধারণ মানুষের মাঝে মিষ্টি বিতরণ করেছেন ছাত্র-জনতা। ব্রাহ্মণপাড়ায় বিজয় উল্লাস মিছিল ও মিষ্টি বিতরণ করা হয়েছে। বিজয়ের উল্লাসে মেতে উঠে ছাত্র-জনতাসহ হাজারও মানুষ। কুড়িগ্রামে ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকসহ সর্বস্তরের মানুষ আনন্দ মিছিল ও শোভাযাত্রা করেছেন। ভূঞাপুরে কোটাবিরোধী আন্দোলনকারীরা আনন্দ মিছিল নিয়ে উপজেলা শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে সমাবেশে মিলিত হয়। এ সময় সাধারণ মানুষের ব্যাপক উপস্থিতি ছিল।

আগৈলঝাড়ায় শেখ হাসিনার পদত্যাগের পর আনন্দ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। মিছিলটি উপজেলা সদরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে গান্ধীর দোকানের সামনে এসে শেষ হয়। চন্দনাইশে শেখ হাসিনার পদত্যাগের সংবাদ বিভিন্ন মিডিয়ায় প্রচারের পরেই ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে সড়কে উৎসুক সর্বদলীয় ছাত্র-জনতার ঢল নামে। এ সময় সড়কে মুহুর্মুহু স্লোগানে মিছিল মুখরিত হয়ে ওঠে। সড়কের দুই পাশে উৎসুক জনতা দাঁড়িয়ে ছাত্র-জনতার এই মিছিলকে হাত নেড়ে অভিবাদন জানায়। মিছিলে শত শত মানুষ অংশগ্রহণ করেন। দাগনভূঞায় দলমত নির্বিশেষে রাস্তায় নেমে আনন্দ মিছিল বের করে। পৌর শহরের প্রধান সড়কে আনন্দ মিছিল, বিজয় মিছিল ও দীর্ঘদিনের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ করে জনতা। শেখ হাসিনার পদত্যাগের খবরে মাদারীপুর সদর, রাজৈর, টেকেরহাট, মুকসুদপুর ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় মিষ্টি বিতরণ ও আনন্দ র‍্যালি করেছে ছাত্র-জনতা।

হিজলায় সরকার পদত্যাগের পরপরই সারাদেশের মতো নানা শ্রেণি-পেশার হাজার হাজার জনতা আনন্দ মিছিল করেছে। আনন্দ মিছিলে অংশগ্রহণ করেন বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা, জামায়াতে ইসলাম, বিভিন্ন মাদ্রাসা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, ছাত্রসহ সাধারণ মানুষ। বেলাবতে শেখ হাসিনা সরকারের পদত্যাগ এবং পালিয়ে যাওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়লে সাধারণ জনতা আনন্দ মিছিল ও মিষ্টি বিতরণ করে। এ সময় তারা বারৈচা বাসস্ট্যান্ড ও বেলাব বাজারের বিভিন্ন রাস্তা প্রদক্ষিণ করে। জয়পুরহাটে শেখ হাসিনা পদত্যাগ করে দেশ ছাড়ার খবরে ছাত্র-জনতা আনন্দ মিছিল, মিষ্টি বিতরণ করেছে। এছাড়া পৌর শহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শিক্ষার্থী, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মী, শিক্ষক, সাংবাদিকসহ নানা পেশা ও শ্রেণির শত শত মানুষ তাদের বাসা-বাড়ি থেকে বের হয়ে রাস্তায় নেমে আসেন।

ঘাটাইলে হাজার হাজার ছাত্র-জনতা রাস্তায় নেমে পড়েন। বিজয় স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে রাজপথ। ভূরুঙ্গামারীতে বিজয়োল্লাস ও মিষ্টি বিতরণ করেছে বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ। এ সময় দেশ আরেকবার স্বাধীন হলো বলে মন্তব্য করেন উল্লাসকারীরা। বাগাতিপাড়ায় ছাত্র-জনতা আনন্দ মিছিল করেছে। লক্ষ্মীপুরে আনন্দ-উল্লাসে ঐক্যবদ্ধ হয়ে মাঠে নেমেছে সর্বস্তরের জনগণ। বিজয় মিছিল থেকে শহরে আওয়ামী লীগের সব ব্যানার ফেস্টুন ভাঙচুর করা হয়। চট্টগ্রাম নগরীর অলংকার মোড় বন্দর নগরী সর্বসাধারণের বিজয় মিছিলে লাখো মানুষের ঢল। সমাজের নিম্ন মধ্যবিত্ত এমনকি সর্বস্তরের জনগণ রাস্তায় নামে। দৌলতখানে শেখ হাসিনার পদত্যাগের সংবাদে পৌর শহরের মূল সড়কে ছাত্র-জনতার ঢল নামে। তারা আনন্দ মিছিল নিয়ে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করেন। বেগমগঞ্জের চৌমুহনীতে আনন্দ মিছিল ও মিষ্টি বিতরণ করেন শিক্ষার্থীরা। এতে বিএনপি-জামায়াতের নেতাকর্মীরা অংশ নেন। বাহুবলে শেখ হাসিনা পদত্যাগের খবরে ছাত্র-জনতা সেজদা দিয়ে শুকরিয়া আদায় করেন। পরে বিজয় মিছিল শুরু করেন। গজারিয়ায় সড়ক-মহাসড়কে হাজারও জনতার ঢল নামে। মেহেরপুরে বিভিন্ন মত পথের মানুষ ভেদাভেদ ভুলে উৎসবে মেতে উঠেন। পাড়া মহল্লার মেয়েরা প্রধান সড়কে এসে ভিড় করে সেই উৎসব দেখতে।

[সূত্র: দৈনিক যুগান্তর, ৬ই আগস্ট ২০২৪]

শেখ হাসিনার পতনঃ কোন পত্রিকার কী শিরোনাম

তীব্র ছাত্র গণ-আন্দোলনের মুখে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ করে দেশ ছেড়েছেন শেখ হাসিনা। বোন শেখ রেহানাকে নিয়ে তিনি ভারতে গেছেন। এরমধ্য দিয়ে বাংলাদেশে শেখ হাসিনার টানা সাড়ে ১৫ বছরের শাসনের অবসান হলো।

শেখ হাসিনার পদত্যাগ করে দেশ ছাড়ার পর ৫ই আগস্ট সোমবার ঢাকায় সেনানিবাসে সাংবাদিকদের সামনে এসে সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ জামান জানান, শেখ হাসিনা পদত্যাগ করেছেন। এখন একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করা হবে।

স্বাভাবিকভাবেই মঙ্গলবার ৬ই আগস্ট দেশে প্রকাশিত সব সংবাদপত্রেই গুরুত্বের সঙ্গে ছাপা হয়েছে খবরটি। শেখ হাসিনার পদত্যাগ করে দেশ ছাড়ার খবর শিরোনাম হয়েছে প্রায় সব সংবাদপত্রেই। চলুন দেখে নেওয়া যাক ৫ই আগস্ট মঙ্গলবার দেশে প্রকাশিত কয়েকটি সংবাদপত্রের প্রধান শিরোনামঃ

প্রথম আলো

'ছাত্র-জনতার বিজয়, শেখ হাসিনার বিদায়' শিরোনামে *প্রথম আলোর* প্রধান খবরে বলা হয়েছে, 'ছাত্র ও জনতার ২৩ দিনের দেশ কাঁপানো আন্দোলনে পতন হলো আওয়ামী লীগ সরকারের। শেখ হাসিনা ৫ই আগস্ট সোমবার রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিনের কাছে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগপত্র জমা দেন। এরপর বঙ্গভবন থেকেই হেলিকপ্টারে দেশ ছাড়েন। সে সময় তার সঙ্গে ছিলেন তার বোন শেখ রেহানা। শেখ হাসিনার পদত্যাগের মধ্য দিয়ে তার টানা সাড়ে ১৫ বছরের শাসনের অবসান হলো। ২০০৮ সালের ডিসেম্বরের নির্বাচনে জনগণের বিপুল সায় নিয়ে তিনি ক্ষমতায় বসেছিলেন। এরপর নিজের শাসনামলে আর কোনো গ্রহণযোগ্য জাতীয় নির্বাচন তিনি হতে দেননি।'

বাংলাদেশ প্রতিদিন

'রক্তসমুদ্রে স্বৈরাচারের পতন' শিরোনামে *বাংলাদেশ প্রতিদিনের* প্রধান খবরে বলা হয়েছে, 'রক্তসমুদ্রে গোটা দেশ ভাসিয়ে পতন ঘটল স্বৈরশাসকের। ছাত্র-জনতার তীব্র গণ-আন্দোলনের মুখে পদত্যাগ করে দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। চূর্ণ হলো দম্ভের অপশাসন। শেখ হাসিনার আচমকা বিদায়ের খবর ছড়িয়ে পড়লে রাজধানী ঢাকাসহ দেশজুড়ে কারফিউ ভেঙে উল্লাসে মেতে ওঠে ছাত্র-জনতা। রাজপথে নেমে আসে নারী, শিশু, বৃদ্ধসহ সর্বস্তরের মানুষ।'

যুগান্তর

'পালালেন শেখ হাসিনা-রেহানা' শিরোনামে *যুগান্তরের* প্রধান প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'ইতিহাসের পাতায় নতুন অধ্যায় যুক্ত করলেন বাংলাদেশের ছাত্র-জনতা। তারা আবারও প্রমাণ করলেন গুলি চালিয়ে, হামলা করে বা কোনো বাধাতেই আটকে রাখা যায় না সাধারণ মানুষের

আকাঙ্ক্ষাকে। চোখে আঙুল দিয়ে বিশ্ববাসীকে দেখিয়ে দিলেন রক্তক্ষয়ী একটি গণ-অভ্যুত্থানের সফল সমাপ্তি। বন্দুকের নল, শাসকগোষ্ঠীর রক্তচক্ষু ও কারফিউ ভেঙে কোটা সংস্কার আন্দোলন ঘিরে মাঠে নামা ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানে পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি সময় ধরে ক্ষমতায় থাকা পাঁচ মেয়াদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

সমকাল

*সমকালে*র প্রধান সংবাদের শিরোনাম **'ছাত্র-জনতার রক্তে ভেজা বিজয়'**। এতে বলা হয়েছে, 'ছাত্রদের কোটা সংস্কার আন্দোলন থেকে গণ-অভ্যুত্থান। সেই অভ্যুত্থানে সরকারের নির্দেশে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর গুলিতে নিভে যায় শত শত প্রাণ। এর বিনিময়ে অবিস্মরণীয় এক জয়ের দেখা পেয়েছে ছাত্র-জনতা। জনবিক্ষোভ দমাতে নির্বিচারে গুলি চালিয়েও শেষ রক্ষা হয়নি শেখ হাসিনার। অবশেষে যবনিকা ঘটল সাড়ে ১৫ বছরের একচ্ছত্র শাসনের। ৫ই আগস্ট সোমবার দুপুরে প্রধানমন্ত্রীর পদ ছেড়ে তিনি ছোটো বোন শেখ রেহানাকে নিয়ে ভারতে উড়াল দেন। এর আগেই দেশজুড়ে কোটি মানুষ পথে নেমে বিজয় উল্লাসে মাতেন; নেন গণভবনের দখল।'

ইত্তেফাক

'ছাত্র-জনতার বিজয়' শিরোনামে *ইত্তেফাকে*র প্রধান খবরে বলা হয়েছে, 'বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের এক দফা দাবির মুখে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন শেখ হাসিনা। পদত্যাগ করে বেলা আড়াইটার দিকে একটি সামরিক হেলিকপ্টারে শেখ হাসিনাকে নিয়ে যাত্রা করে। তার সঙ্গে ছোটো বোন শেখ রেহানা ছিলেন। হেলিকপ্টারটি ভারতের আগরতলার উদ্দেশে ছেড়ে গেছে। পরে সেখান থেকে তিনি একটি ফ্লাইটে ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লি গেছেন বলে ভারতের একাধিক গণমাধ্যম খবর দিয়েছে।

তবে দিল্লিতে তিনি নির্বাসনে থাকছেন না। তৃতীয় কোনো দেশে তিনি চলে যাবেন। শেখ হাসিনার দেশত্যাগের খবরে রাস্তায় নেমে বিজয়োল্লাস করেন লাখো জনতা। ঢাকার রাস্তা জনসমুদ্রে রূপ নেয়।'

কালের কণ্ঠ

'গণ-অভ্যুত্থানে হাসিনা সরকারের পতন' শিরোনামে *কালের কণ্ঠে*র প্রধান খবরে বলা হয়েছে, 'কোটা সংস্কারের দাবিতে শিক্ষার্থীদের ৩৬ দিনব্যাপী আন্দোলনে শেষ পর্যন্ত পদত্যাগ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সরকারি চাকরিতে কোটা প্রথা সংস্কারের দাবিতে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের এবারের আন্দোলন ছিল দ্বিতীয় দফা আন্দোলন।'

বণিক বার্তা

'আগস্টেই পালালেন শেখ হাসিনা, দেশজুড়ে ছাত্র-জনতার বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস' শিরোনামে *বণিক বার্তা*র প্রধান খবরে বলা হয়েছে, 'বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে গেছেন শেখ হাসিনা। গতকাল ৫ই আগস্ট দুপুরে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করে বিমানবাহিনীর একটি হেলিকপ্টারে চড়ে দেশ ছাড়েন তিনি। শেখ হাসিনার সঙ্গে তার ছোটো বোন শেখ রেহানাও দেশ ছেড়েছেন বলে জানা গেছে। সরকারের পদত্যাগের এক দফা দাবিতে তীব্র গণ-আন্দোলনের মুখে ক্ষমতা ও দেশ ছেড়েছেন শেখ হাসিনা। এর সঙ্গে সঙ্গে অবসান ঘটল আওয়ামী লীগের টানা দেড় দশকের শাসনের।'

নয়া দিগন্ত

'রক্তের বন্যা বইয়ে পালালেন হাসিনা' শিরোনামে *নয়া দিগন্তে*র প্রধান খবরে বলা হয়েছে, 'বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের এক দফা দাবির মুখে পদত্যাগ করে গোপনে দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেলেন শেখ হাসিনা। রাষ্ট্রপতির কাছে পদত্যাগপত্র দিয়ে ৫ই আগস্ট বেলা আড়াইটার দিকে বঙ্গভবন থেকে একটি সামরিক হেলিকপ্টারে চড়ে শেখ হাসিনা দেশ ছাড়েন। তার সাথে ছোটো বোন শেখ রেহানাও রয়েছেন। একচ্ছত্র প্রতাপশালী এই নেত্রীর পলায়নের বিষয়ে অনেকেই বলছেন, তিনি মূলত আওয়ামী লীগকেই ধ্বংস করে দিয়ে গেলেন। কেউ কেউ বলেছেন, বাংলাদেশের ইতিহাসে এটা সবচেয়ে লজ্জাজনক বিদায়। স্বৈরাচার এরশাদেরও এমন লজ্জাজনক বিদায় হয়নি বলে অনেকে মন্তব্য করেন।'

জনকণ্ঠ

'দেশ চালাবে অন্তর্বর্তী সরকার' শিরোনামে *জনকণ্ঠে*র প্রধান খবরে বলা হয়েছে, 'সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান বলেছেন, একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করা হবে। সেই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অধীন দেশের সব কার্যক্রম চলবে। সব হত্যা, সব অন্যায়ের বিচার করা হবে অঙ্গীকার করে সেনাপ্রধান বলেন,

সেনাবাহিনী ও সশস্ত্রবাহিনীর প্রতি আস্থা রাখুন এবং শান্ত থেকে আমাকে সহযোগিতা করুন। কোটা সংস্কারের জন্য বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের গণভবন অভিমুখে যাত্রা কর্মসূচি ঘিরে উত্তেজনার মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে দেশ ছাড়েন শেখ হাসিনা। এ পরিস্থিতিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গে আলোচনার পর বিকেল চারটায় জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান।'

আজকের পত্রিকা

'দম্ভের পতন, ছাত্র-জনতার জয়' শিরোনামে *আজকের পত্রিকার* প্রধান খবরে বলা হয়েছে, 'শেখ হাসিনা কখনো পালিয়ে যায় না– ১লা আগস্ট এক অনুষ্ঠানে দম্ভভরে বলেছিলেন আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনা। কিন্তু তার চার দিন পরই ৫ই আগস্ট সোমবার প্রধানমন্ত্রীর পদ ছেড়ে নিভৃতে দেশান্তরি হয়েছেন তিনি। তার এই দেশত্যাগের মধ্য দিয়ে সব দম্ভের পতন হয়েছে। বিজয় এসেছে আন্দোলনকারী ছাত্র-জনতার। আন্দোলনের মধ্য দিয়ে 'স্বৈরশাসকের' পতন ঘটিয়ে নতুন ইতিহাস গড়েছে তরুণ প্রজন্ম। রাজনীতি বিশ্লেষকেরা বলছেন, শিক্ষার্থীদের এই আন্দোলনে জনগণের অংশগ্রহণ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। দেশের ইতিহাসে উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের পর এমন তীব্র আন্দোলন আর হয়নি।

ভোরের কাগজ

'অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের সিদ্ধান্ত' শিরোনামে *ভোরের কাগজের* প্রধান খবরে বলা হয়েছে, 'সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান বলেছেন, দেশে একটা ক্রান্তিকাল চলছে। সব রাজনৈতিক দলের নেতাদের আমন্ত্রণ করেছিলাম। আমরা সুন্দর আলোচনা করেছি। সেখানে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করা হবে। এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অধীন দেশের সব কার্যক্রম চলবে। ছাত্র আন্দোলনের গণভবন অভিমুখে যাত্রা কর্মসূচি ঘিরে উত্তেজনার মধ্যে ৫ই আগস্ট সোমবার প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে দেশ ছেড়েছেন শেখ হাসিনা। এ পরিস্থিতিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গে আলোচনার পর বিকাল ৪টায় জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান।

যায়যায়দিন

'দেশ ছেড়ে পালালেন হাসিনা-রেহানা' শিরোনামে *যায়যায়দিনের* প্রধান খবরে বলা হয়েছে, 'সাড়ে ১৫ বছর বাংলাদেশের রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা তুমুল গণ-আন্দোলনের মুখে পদত্যাগ করে দেশ ছেড়েছেন। সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে শিক্ষার্থীদের যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল, তা সরকার পতনের আন্দোলনে রূপান্তরিত হওয়ার পর দেশজুড়ে সংঘাত আর শত শত মানুষের মৃত্যুর মধ্যে শেখ হাসিনাকে ক্ষমতা ছাড়তে হলো।'

[সূত্র: সকালসন্ধ্যা, ৬ই আগস্ট]

শহিদদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ও উপদেষ্টাদের শপথ অনুষ্ঠানে কোটাবিরোধী আন্দোলনে নিহত শহিদদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। ৮ই আগস্ট রাত ৯টা ১৪ মিনিটে বঙ্গভবনে শপথ অনুষ্ঠান শুরু হয়। তারপর এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। শপথ অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও অনুষ্ঠানে রাজনীতিক, শিক্ষাবিদ, কূটনীতিকসহ সরকারি ও সামরিক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে দুপুর ২টা ১০ মিনিটে ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে বহনকারী এমিরেটস এয়ারলাইনসের উড়োজাহাজ ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে। বিমানবন্দরে এসে সাংবাদিকদের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া জানান ড. মুহাম্মদ ইউনূস। তিনি বলেন, সারা বাংলাদেশ একটা বড়ো পরিবার। এই পরিবারে আমরা একসঙ্গে চলতে চাই। আমাদের সঙ্গে দ্বিধাদ্বন্দ্ব যা আছে সরিয়ে ফেলতে চাই। যারা বিপথে গেছে তাদের পথে আনতে চাই, যাতে করে একসঙ্গে কাজ করতে পারি।

প্রতিবেদন: আহনাফ হোসেন

কী অবিশ্বাস্য সাহসী যুবক আবু সাঈদ

শান্তিতে নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূস ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস থেকে দেশে ফিরেছেন। ৮ই আগস্ট বৃহস্পতিবার দুপুর ২ টা ১০ মিনিটের কিছু পরে তিনি ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এসে পৌঁছান।

বিমানবন্দরে বেলা পৌনে তিনটার দিকে বক্তব্য দেন ড. ইউনূস। তিনি বলেন, আজকে আমার আবু সাঈদের কথা মনে পড়ছে। যে আবু সাঈদের ছবি প্রতি মানুষের মনে গেঁথে আছে। এটা কেউ ভুলতে পারবে না। কী অবিশ্বাস্য একজন সাহসী যুবক। বন্দুকের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তারপর থেকে আর কোনো তরুণ-তরুণী হার মানেনি। যার ফলে সারা বাংলাদেশ জুড়ে এ আন্দোলন ছড়িয়ে গেছে এবং বাংলাদেশ দ্বিতীয়বার স্বাধীনতা অর্জন করল। এই স্বাধীনতাটা আমাদের রক্ষা করতে হবে এবং এর সুফল আমাদের প্রতিটি ঘরে ছড়িয়ে দিতে হবে। তরুণ সমাজ এটা সম্ভব করেছে। তাদের প্রতি আমরা সমস্ত কৃতজ্ঞতা জানাই।

দেশ আজ তরুণ সমাজের হাতে উল্লেখ করে তিনি বলেন, তোমাদের দেশ তোমরা মনের মতো করে গড়ে তুলবে। তোমরা যেহেতু স্বাধীন করতে পেরেছ, তোমারও মনের মতো করে গড়ে তুলতে পারবে। তোমাদের দেখে সারা দুনিয়া শিখবে, কীভাবে একটা দেশ একটা তরুণ সমাজ গড়ে তুলতে পারে।

ড. ইউনূস বলেন, সরকার হয়ে উঠেছিল দমনপীড়নের একটি যন্ত্র। এটা সরকার হতে পারে না। সরকারকে দেখে মানুষ উৎফুল্ল হবে। সরকার মানুষকে রক্ষা করবে।

দেশের বিদ্যমান পরিস্থিতি নিয়ে অধ্যাপক ইউনূস বলেন, মানুষ মানুষকে আক্রমণ করছে। সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা হচ্ছে। সবাইকে রক্ষা করা আমাদের কাজ। প্রতিটা মানুষ আমাদের ভাই। বিশৃঙ্খলা অগ্রগতির বড়ো শত্রু। আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করা আমাদের প্রথম কাজ।

তিনি বলেন, দেশবাসী যদি আমার ওপরে বিশ্বাস রাখেন, ভরসা রাখেন, তাহলে নিশ্চিত করেন দেশের কোনো জায়গায় কারও ওপর হামলা হবে না।

বক্তব্য দেওয়ার সময় ড. ইউনূসের পাশে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়কদের দেখা যায়। বক্তব্য শুরুর আগে তারা ড. ইউনূসকে ফুল দিয়ে স্বাগত জানান।

বিমানবন্দরে ড. ইউনূসকে স্বাগত জানিয়েছেন তিন বাহিনীর প্রধান, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শিক্ষার্থীরা, নির্বাচন পর্যবেক্ষণকারী ও ব্রতীর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শারমিন মুরশিদ ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা।

[সূত্র: দৈনিক সমকাল, ৮ই আগস্ট ২০২৪]

রাষ্ট্রের নির্বাহী কার্য পরিচালনায় অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করা যেতে পারে: রাষ্ট্রপতিকে মতামত আপিল বিভাগের

রাষ্ট্রের নির্বাহী কার্য পরিচালনায় অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করা যেতে পারে বলে রাষ্ট্রপতিকে মতামত দিয়েছিলেন সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ।

৯ই আগস্ট শুক্রবার রাতে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসন জানায়, সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি সুপ্রিম কোর্টের মতামত চাইতে পারেন। আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে গতকাল এ সংক্রান্ত একটি চিঠি আসে, যেখানে রাষ্ট্রপতি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের মতামত কামনা করেন। সেই আলোকে Special Reference No.1/24 -এর মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ মতামত প্রদান করেন।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, যেহেতু প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করেছেন এবং রাষ্ট্রপতি জাতীয় সংসদ ভেঙে দিয়েছেন, এরকম পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রের নির্বাহী কার্য পরিচালনার নিমিত্তে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করা যেতে পারে এবং রাষ্ট্রপতি প্রধান উপদেষ্টাসহ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অন্যান্য উপদেষ্টাগণকে নিযুক্ত করতে পারেন ও প্রধান উপদেষ্টাসহ অন্যান্য উপদেষ্টাগণকে শপথ পাঠ করাতে পারেন মর্মে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ মতামত প্রদান করেছেন।

৮ই আগস্ট বৃহস্পতিবার রাতে বঙ্গভবনের দরবার হলে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনূসসহ অন্যান্য উপদেষ্টাদের শপথ পড়ান রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন।

শপথ অনুষ্ঠানে তিন বাহিনীর প্রধান, বিএনপি, জামায়াত, জাতীয় পার্টিসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত, কূটনৈতিক, নতুন এটর্নি জেনারেল, ঊর্ধ্বতন সরকারি বর্তমান ও সাবেক কর্মকর্তাগণ, পুলিশের মহাপরিদর্শক, বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার আমন্ত্রিত অতিথিগণ উপস্থিত ছিলেন।

গত ৫ই আগস্ট রাষ্ট্রপতি বরাবর পদত্যাগ পত্র জমা দিয়ে দেশত্যাগ করেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

[সূত্র: বাসস, ৯ই আগস্ট ২০২৪]

২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের গণ-অভ্যুত্থান: ঢাকা বিভাগ

সামিয়া সুলতানা

২০২৪ সালে বাংলাদেশ সাম্প্রতিক ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিদ্রোহের সাক্ষী হয়েছে। মাসব্যাপী চলা এই জুলাই-আগস্ট বিদ্রোহ ছিল দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকা অর্থনৈতিক অসন্তোষ, রাজনৈতিক হতাশা এবং সামাজিক ক্ষোভের প্রতি একটি স্বতঃস্ফূর্ত ও জোরালো প্রতিক্রিয়া। সরকারি চাকরির কোটা সংস্কারের দাবিতে শুরু হওয়া এই প্রতিবাদ-আন্দোলন ক্রমেই দমনপীড়নের শিকার হয়। সরকারের নিপীড়নমূলক নীতির ফলে শিক্ষার্থী, শ্রমিক, পেশাজীবী, ব্যবসায়ীসহ বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ একত্রিত হয়ে গণ-আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে, যা প্রথমে ৯ দফা দাবি নিয়ে শুরু হলেও পরবর্তীতে তা এক দফায় পরিণত হয়। শাসকগোষ্ঠীর পদত্যাগ এবং একটি অন্তর্বর্তীকালীন নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নতুন নির্বাচনের দাবি ওঠে।

এই বিদ্রোহের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে রাজধানী ঢাকার বিভিন্ন এলাকা, বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, যাত্রাবাড়ী, উত্তরা, বাড্ডা, মিরপুর। এই এলাকাগুলোতে টানা অবরোধ, মিছিল এবং সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে, যেখানে নিরাপত্তা বাহিনীর সাথে বিদ্রোহীদের তীব্র সংঘর্ষ হয়। পুলিশ ও র‍্যাবের পাশাপাশি সরকারপন্থি গোষ্ঠীগুলোর হামলা আন্দোলনকারীদের আরও ক্ষুব্ধ করে তোলে। ধীরে ধীরে এই আন্দোলন ঢাকা বিভাগের বাইরেও ছড়িয়ে পড়ে, বিশেষ করে নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর, টঙ্গী, মুন্সিগঞ্জ এবং মানিকগঞ্জে সহিংস প্রতিবাদ হয়।

বিদ্রোহের মূল কারণ

এই আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল ৫ই জুন ২০২৪-এ, যখন হাইকোর্ট মুক্তিযোদ্ধা কোটা বাতিলসংক্রান্ত পরিপত্রকে অবৈধ ঘোষণা করে। বিচারপতি কে এম কামরুল কাদের ও বিচারপতি খিজির হায়াতের হাইকোর্ট বেঞ্চ চূড়ান্ত শুনানি শেষে এই রায় দেন, যা শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভের জন্ম দেয়। কোটা সংস্কারের দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন চলছিল, কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে কোনো কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।

জুন মাসের শেষের দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে আন্দোলনের ঘোষণা আসে। শিক্ষার্থীদের শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ পুলিশের দমনপীড়ন এবং ছাত্রলীগের হামলার শিকার হতে থাকে। সরকারের প্রত্যক্ষ মদদে আন্দোলনকারীদের ওপর বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন চালানো হয়, যা আন্দোলনকারীদের ক্ষোভ আরও উসকে দেয়। নিরাপত্তা বাহিনীকে ব্যবহার করে আন্দোলন দমন করার কৌশল সাধারণ ছাত্রদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং অল্প সময়ের মধ্যেই আন্দোলন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়িয়ে অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও ছড়িয়ে পড়ে।

কিন্তু কোটা ইস্যু ছিল বিদ্রোহের শুধুমাত্র সূচনা বিন্দু। আন্দোলনের সঙ্গে দ্রুত অন্যান্য দীর্ঘদিনের চাপা ক্ষোভ যুক্ত হয়ে যায়। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সংকট তখন চরমে পৌঁছেছিল। মুদ্রাস্ফীতি, লাগামহীন নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে গিয়েছিল এবং বেকারত্বের হার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। সরকারি দুর্নীতি এবং ব্যবসায়ী সিন্ডিকেটের দৌরাত্ম্যে খাদ্য ও জ্বালানির দাম আকাশচুম্বী হয়ে পড়ে, যা সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রাকে অসহনীয় করে তোলে। বিশেষ করে ঢাকাসহ অন্যান্য শহরে মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষ প্রতিদিনের খরচ সামলাতে হিমশিম খাচ্ছিল। গ্যাস, বিদ্যুৎ ও বাসা ভাড়ার ক্রমাগত বৃদ্ধিও জনগণের অসন্তোষ আরও বাড়িয়ে তোলে।

শুধু অর্থনৈতিক সংকটই নয়, সরকারের বিরুদ্ধে স্বৈরতান্ত্রিক মনোভাব ও দমনপীড়নের অভিযোগও ক্রমশ জোরালো হচ্ছিল। ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ব্যাপক

কারচুপি, বিরোধী দলের ওপর দমনপীড়ন এবং রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের ওপর দমনমূলক কার্যক্রম পরিচালনার ফলে জনগণের মধ্যে স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী মনোভাব সৃষ্টি হয়। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে ব্যবহার করে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা দমন, সাংবাদিকদের গ্রেপ্তার এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কড়াকড়ি আরোপ করায় জনগণের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ দানা বাঁধে।

জুলাই মাসের মাঝামাঝি সময়ে এই বিদ্রোহ ঢাকাসহ পুরো দেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং তা শুধুমাত্র শিক্ষার্থীদের আন্দোলন থাকেনি; বরং এটি সরকারবিরোধী একটি গণবিপ্লবে পরিণত হয়। জনগণের দাবি তখন আর কেবল কোটা সংস্কারের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং তারা দমনমূলক সরকার পতনের লক্ষ্যে এক দফা আন্দোলন শুরু করে।

বিদ্রোহের প্রধান এলাকা:
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশের ইতিহাসের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলনের সূতিকাগার হিসেবে পরিচিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিদ্রোহের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে। এখান থেকেই প্রথম প্রতিবাদের ডাক দেওয়া হয় এবং এখান থেকেই আন্দোলন দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকরা একসঙ্গে সমাবেশ, মিছিল, মানববন্ধনের আয়োজন করে সরকারবিরোধী প্রতিবাদকে বেগবান করে তোলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি হল থেকেই ছাত্ররা সংঘবদ্ধ হতে শুরু করে। বিশেষ করে শহিদমিনার ও অপরাজেয় বাংলা হয়ে ওঠে প্রতিবাদের প্রধান কেন্দ্র। ছাত্ররা ক্যাম্পাসে ব্যারিকেড বসিয়ে দেয় এবং আন্দোলন চালিয়ে যায়, যাতে পুলিশের প্রবেশ কঠিন হয়ে পড়ে। এছাড়াও টিএসসি, ডাকসু ভবন এবং কেন্দ্রীয় লাইব্রেরির সামনেও প্রতিদিন সমাবেশ চলতে থাকে।

১৫-১৭ই জুলাই এই দিনগুলো ছিল আন্দোলনের জন্য সবচেয়ে ভয়ংকর। ওই দিনগুলোতে সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা মিছিল বের করলে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী নির্মমভাবে তাদের ওপর হামলা চালায়। ছাত্রদের মারধর করা হয়, টিয়ার গ্যাস ও রাবার বুলেট নিক্ষেপ করা হয়, এমনকি সরাসরি গুলিও চালানো হয়। পুলিশের হামলায় বহু ছাত্র গুরুতর আহত হয়, অনেকে গ্রেপ্তার হন। ছাত্রদের পাশাপাশি শিক্ষকরাও সরকারের দমননীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হন এবং খোলা চিঠি ও বিবৃতির মাধ্যমে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

এই নির্মম হামলা শুধু দেশেই নয়, আন্তর্জাতিক পর্যায়েও নিন্দার ঝড় তোলে। বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন, আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম এবং বিদেশি

কূটনৈতিক মহল এই হামলার নিন্দা জানায়। ঢাকার অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোও এতে সংহতি জানিয়ে রাস্তায় নামে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই উঠে আসে আন্দোলনের মূল নেতৃত্ব। নাহিদ, আসিফ, হাসনাত, সারজিসসহ আরও অনেক নেতা ছাত্রদের সংগঠিত করে এবং আন্দোলনকে একটি সুনির্দিষ্ট দিকে ধাবিত করে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা কেবল বিক্ষোভই করেনি, তারা আন্দোলনের কৌশল নির্ধারণ, লিফলেট বিতরণ, সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচার চালানো এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অনেক শিক্ষার্থী নিজ উদ্যোগে আন্দোলনের পোস্টার ও ব্যানার তৈরি করে শহরজুড়ে ছড়িয়ে দেয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্দোলন ছিল এক অর্থে জাতীয় বিদ্রোহের মূল কেন্দ্র। এখান থেকেই সমগ্র দেশ অনুপ্রাণিত হয়েছিল এবং এখানে ঘটে যাওয়া নৃশংসতার খবর ছড়িয়ে পড়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে। বহু শিক্ষার্থী নির্যাতিত হলেও তারা আত্মসমর্পণ না করে শেষ পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যায়।

এই বিদ্রোহ ইতিহাসের পাতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে আরও একবার বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক সংগ্রামের প্রতীক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

যাত্রাবাড়ী

দক্ষিণ ঢাকার প্রাণকেন্দ্র যাত্রাবাড়ী বিদ্রোহের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে। ঘনবসতিপূর্ণ এবং বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ এই এলাকায় শ্রমিক, ব্যবসায়ী, ছাত্র ও সাধারণ জনগণ ব্যাপকভাবে অংশ নেন। ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক বিদ্রোহীদের অবরোধের প্রধান স্থান ছিল, যা রাজধানীর সঙ্গে দেশের গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক অঞ্চলের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে সরকারকে চাপে ফেলে। বিশেষত মাদ্রাসার শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। প্রথম পর্যায়ে নিরাপত্তা বাহিনী টিয়ার গ্যাস, রাবার বুলেট ও জলকামান ব্যবহার করে বিদ্রোহীদের ছত্রভঙ্গ করতে চায়। কিন্তু আন্দোলনকারীরা রায়েরবাগ, কাজলা, শনির আখড়া ও দনিয়ায় ব্যারিকেড তৈরি করে গেরিলা কৌশলে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। সরকারি বাহিনী বিদ্রোহীদের দমন করতে নির্বিচারে গুলি চালায়, গ্রেপ্তার অভিযান চালায় ও গুমের অভিযোগ ওঠে।

কঠোর দমনপীড়ন সত্ত্বেও যাত্রাবাড়ী বিদ্রোহের শক্ত ঘাঁটি হিসেবে টিকে থাকে। একপর্যায়ে এটিকে 'মুক্তাঞ্চল' ঘোষণা করা হয়, যেখানে আন্দোলনকারীদের সংগঠন এত শক্তিশালী হয়ে ওঠে যে সরকার কার্যকরভাবে দমননীতি বাস্তবায়নে ব্যর্থ হয়।

বাড্ডা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় কড়া নিরাপত্তার কারণে যখন আন্দোলন স্থবির হওয়ার উপক্রম হয়, তখন আন্দোলনের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে বাড্ডা। বাড্ডার মূল শক্তি ছিল এখানকার বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি এবং নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীরা প্রথমদিকে সমাবেশ ও প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করলেও, পুলিশের দমননীতি কঠোর হতে থাকলে তারা আরও সংঘবদ্ধ হয়ে ওঠে। বিশেষত, হাতিরঝিল-বাড্ডা লিংক রোড ও নতুন বাজার এলাকা আন্দোলনের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে।

উত্তরা

উত্তরার মতো অভিজাত আবাসিক এলাকাও বিদ্রোহের অন্যতম কেন্দ্র হয়ে ওঠে। মূলত তরুণসমাজ, শিক্ষার্থী, চাকরিজীবী ও ব্যবসায়ীরা এতে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। আন্দোলনের সূচনা হয় উত্তরা ইউনিভার্সিটি, আইইউবিএটি, রাজউক কলেজ ও মাইলস্টোন কলেজের শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে। প্রাইভেট কোচিং ও টিউশনে আসা শিক্ষার্থীরাও এতে যোগ দেন, ফলে উত্তরা দ্রুত সংগঠিত বিদ্রোহের কেন্দ্র হয়ে ওঠে।

প্রথমে আন্দোলন শান্তিপূর্ণ মানববন্ধন ও অবস্থান কর্মসূচির মাধ্যমে চললেও পুলিশের টিয়ার গ্যাস, জলকামান ও রাবার বুলেটের ব্যবহার পরিস্থিতিকে উত্তপ্ত করে তোলে। এয়ারপোর্ট রোড, আজমপুর ও আব্দুল্লাহপুর অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে।

উত্তরার রাজপথে বহু শহিদের রক্ত ঝরেছে। ১০ নম্বর সেক্টর, আজমপুর ফুটওভার ব্রিজ ও বিমানবন্দর সড়কে সংঘর্ষে প্রাণ হারানোদের স্মরণে স্মৃতিফলক নির্মাণের দাবি ওঠে।

মিরপুর

ঢাকার অন্যান্য এলাকার মতো মিরপুরেও বিদ্রোহ দানা বাঁধে, তবে এখানে আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল সর্বস্তরের মানুষের ব্যাপক অংশগ্রহণ। মিরপুর শ্রমজীবী, ব্যবসায়ী, মধ্যবিত্ত এবং শিক্ষার্থীদের বসবাসের অন্যতম কেন্দ্র হওয়ায় এই এলাকার মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে আন্দোলনে যোগ দেয়।

মিরপুরের আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে মিরপুর-১০ নম্বর গোলচত্বর। এখান থেকেই মূলত বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে মিরপুর-১, মিরপুর-২, মিরপুর-১২, কালশী এবং গাবতলীর দিকে। এলাকাটির প্রধান সড়ক ও অলিগলিতে আন্দোলনকারীরা স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। মিরপুর-১০-এর মোড়ে দিনের পর দিন আন্দোলনকারীরা অবস্থান নেয়, ব্যারিকেড তৈরি করে পুলিশের অগ্রগতি রুখে দেয় এবং সেখান থেকে দিক নির্দেশনা দেয় জনসাধারণকে।

মিরপুরের মাদ্রাসার শিক্ষক ও ছাত্ররাও বিক্ষোভে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। বিভিন্ন স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই আন্দোলনে যোগ দেয়। বিশেষ করে সরকারি বাঙলা কলেজ ও ইম্পেরিয়াল কলেজের ছাত্ররা বড়ো মিছিল বের করে, যা মিরপুর ১০ থেকে শুরু হয়ে বিভিন্ন উপশাখায় বিভক্ত হয়ে আন্দোলনকে আরও বিস্তৃত করে।

ঢাকা বিভাগের অন্যান্য এলাকা

ঢাকা বিভাগের অন্যান্য এলাকাগুলো যেমন– নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর, সাভার, টঙ্গী, কেরানীগঞ্জ এবং মানিকগঞ্জ এই বিদ্রোহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ঢাকা শহরের বাইরে হলেও এই এলাকাগুলো ঢাকার সঙ্গে সরাসরি সংযুক্ত, তাই আন্দোলনের ঢেউ দ্রুত সেখানে পৌঁছে যায়। বিশেষ করে শিল্পাঞ্চল ও শ্রমিকপ্রধান এলাকাগুলোতে বিদ্রোহের আগুন তীব্র হয়ে ওঠে।

নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর শিল্পাঞ্চল হওয়ায় গার্মেন্টস শ্রমিকরা আন্দোলনে সবচেয়ে শক্তিশালী ভূমিকা রাখে। তারা প্রথম থেকেই রাস্তায় নেমে আসে। পুলিশের বাধা উপেক্ষা করে শ্রমিকদের বিশাল মিছিল ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ লিংক রোড এবং ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে অবস্থান নেয়। এতে শিল্পাঞ্চলগুলো কার্যত অচল হয়ে পড়ে, যা সরকারের ওপর ব্যাপক অর্থনৈতিক চাপ তৈরি করে। পুলিশের বুলেটের আঘাতে বহু শ্রমিক আহত হয় এবং অনেকে শহিদ হন।

সাভার ও আশুলিয়ার শ্রমিকরা বিদ্রোহের প্রতি সংহতি জানিয়ে ছাত্রদের সাথে আন্দোলনে যুক্ত হয়। বিশেষ করে আশুলিয়া-সাভারের নবীনগর ও হেমায়েতপুর এলাকায় বিশাল জমায়েত হয়। পুলিশের বাধা, টিয়ার গ্যাস ও জলকামান ব্যবহার করেও আন্দোলন থামানো যায়নি। এসময় সরকারবিরোধী স্লোগানে মুখরিত হয় পুরো এলাকা।

কেরানীগঞ্জ ও মানিকগঞ্জেও ব্যাপক বিক্ষোভ ও সড়ক অবরোধ দেখা যায়। বিশেষ করে ঢাকা-মাওয়া ও ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক একাধিকবার অবরোধ করা হয়, যা ঢাকার সাথে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এই এলাকায় পুলিশের গুলি ও হামলায় অনেক সাধারণ মানুষ হতাহত হয়। স্থানীয় বাজার,

দোকানপাট এবং বাসস্ট্যান্ডগুলোতে তল্লাশি চালিয়ে সরকারবিরোধী আন্দোলনকারীদের খুঁজে বের করে গ্রেপ্তার করা হয়।

ঢাকার প্রবেশপথে এই সমস্ত এলাকার আন্দোলন সরকারকে দুর্বল করে দেয় এবং ঢাকায় আন্দোলনের জোয়ার আরও শক্তিশালী হয়। শ্রমজীবী মানুষ, ব্যবসায়ী, সাধারণ শিক্ষার্থী, এমনকি গৃহিণীরাও আন্দোলনে শামিল হয়, যা সরকারের পতনের বিষয়টিকে ত্বরান্বিত করে।

গণমাধ্যম ও তথ্যযুদ্ধ

আন্দোলনের সময় গণমাধ্যমের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। সরকারের কঠোর সেন্সরশিপ থাকা সত্ত্বেও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ছিল আন্দোলনের মূল শক্তি। মানুষ লাইভ স্ট্রিমিং, টুইট, ব্লগ, হ্যাশট্যাগ প্রচারাভিযান চালিয়ে বিদ্রোহের খবর ছড়িয়ে দেয়। সরকার ইন্টারনেট বন্ধ করে, মোবাইল নেটওয়ার্ক সীমিত করে এবং সংবাদমাধ্যমের ওপরও দমননীতি চালায়, কিন্তু বিকল্প উপায়ে জনগণ তথ্য আদান-প্রদান চালিয়ে যায়।

আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমও আন্দোলনকে কভার করা শুরু করে। বিবিসি, আল জাজিরা, সিএনএন, রয়টার্সসহ বড়ো বড়ো সংবাদ সংস্থা এই গণ-অভ্যুত্থানকে আন্তর্জাতিক দর্শকদের সামনে তুলে ধরে। এর ফলে আন্তর্জাতিক চাপ সৃষ্টি হয় এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়টি জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার নজরে আসে।

২০২৪ সালের জুলাই-আগস্ট গণ-অভ্যুত্থান শুধু একটি বিদ্রোহ ছিল না, এটি ছিল বাংলাদেশের গণতন্ত্র ও সামাজিক ন্যায়বিচারের জন্য এক অবিনশ্বর প্রতিরোধের প্রতিচ্ছবি। এ আন্দোলনে বহু পরিবার তাদের প্রিয়জনকে হারিয়েছে, অনেক আহত মানুষ এখনো হাসপাতালের বিছানায়, অনেক শিশু তাদের বাবা-মাকে হারিয়ে অনাথ হয়েছে, তবে এই আত্মত্যাগ একটি নতুন ভবিষ্যতের জন্য পথ দেখিয়ে দিয়েছে। এই আন্দোলন সতর্ক করেছে ভবিষ্যৎ সরকারগুলোকেও যে, জনগণের অধিকার হরণ করা হলে, দমননীতি চালানো হলে, সাধারণ মানুষ তা মেনে নেবে না। গণ-অভ্যুত্থান প্রমাণ করেছে যে মানুষ যখন এক হয়, তখন কোনো শাসকই তাদের দমিয়ে রাখতে পারে না। এই আন্দোলন জন্ম দিয়েছে একটি নতুন রাজনৈতিক চেতনার, নতুন সামাজিক সংহতির এবং নতুন এক স্বপ্নের বাংলাদেশের।

সামিয়া সুলতানা: শিক্ষার্থী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

শহিদ আবু সাঈদ

আবদুল হাই শিকদার

১.
‘মুগ্ধ’ হয়ে তাকিয়ে আছি, মুগ্ধতা আজ দেশে–
কোটি মানুষ রুখছে দানব, আবু সাঈদ বেশে!
২.
ঐতিহাসিক উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের প্রতীক শহিদ আসাদ।
নব্বইয়ের গণ-অভ্যুত্থানের প্রতীক শহিদ নূর হোসেন।
আজকের বাংলাদেশে ফ্যাসিবাদ ও
আধিপত্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের বীর নায়ক শহিদ আবু সাঈদ।
বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের অমিততেজা
দুঃসাহসী প্রজ্জ্বলিত তারুণ্যের প্রতীক আজ আবু সাঈদ।
অত্যাচারিত লাঞ্ছিত বাংলাদেশের প্রতীক আজ আবু সাঈদ।
আবু সাঈদ আজ আমাদের প্রাণের পতাকা।
সাঈদ সাঈদ বলে ডেকে ডেকে পাড়া মাত করি,
ও পুত্র, বাপ আমার, ফিরে আয় ফ্যাসিবাদ
উৎখাত করি।
সমস্ত বাংলা আজ সাঈদ সাঈদ–
সাঈদের রক্ত আনে রাহুমুক্ত ঈদ।

তারুণ্যের অগ্নি অহংকার

হাসান হাফিজ

‘তুমি কে আমি কে?
সমন্বয়ক সমন্বয়ক’
সমন্বয়ও ফুল হয়ে ফোটো।
রক্ত দিয়ে সুগঠিত পাপড়িবৃতি
অভ্যুত্থান বিপ্লবের সৌরভের তাপ
এক চক্ষু ডাইনি সত্তা এ প্রবল বিস্ফোরণে
লুকোতে পারেনি তার ধর্ষকামী পাপ
এই পুঁজহীন ক্লেদসমূহ জঞ্জাল
ঝেড়ে ফেলে তুচ্ছ করে উঠবেই জেগে
সে শিক্ষাই দেয় মহাকাল।
সমন্বয় এঁকেছে ঐক্যের ছবি
গ্রামগঞ্জ জনপদ সম্মিলিত অর্কেস্ট্রায় বেজে
জানান দিয়েছে তার ঐশীগুণ এবং আস্থার
ফের যদি স্বৈরতন্ত্র মাথা তুলতে চায়
তারুণ্য দীপ্ত প্রাণও জ্বলে উঠবে
জাগর ডাগর সত্তা সমন্বিত অগ্নি অহংকার।

শান্তির প্রচ্ছায়

আবু জাফর আবদুল্লাহ্

জুলমৎ কেটে গেছে। পূর্ব দিগন্তে দেখছি এখন
ঝলমলে সূর্যের নবীন আভা।
এতেই এখন আমাদের নাইতে হবে
সব বেদনা আর দুঃখ ভুলে।

জীবনতো নয় কেবল সুবাসিত গোলাপের গন্ধভরা
সময়। দুঃখকষ্ট থাকবেই– এ-ই সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য।
নতুন উদ্যমে এখন আমাদের সামনের দিকে এগিয়ে
যাবার পালা বৈষম্যহীন চেতনার অনন্ত বৈভবে
কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নতুন প্রজ্ঞায়।
আর কোনো কথা নয়। কোনো দ্বিধা নয়। চলো সবাই
সম্মুখ পানে বাধাহীন, বেদনাহীন শান্তির প্রচ্ছায়।

অবসান

রফিক লিটন

বহুদিন পরে মানুষ জেগেছে উত্তাল মিছিলে–
অসহ্য দিনের অবসান নিয়ে উদ্ধত সে হাত।
মুখরিত করে তোলে প্রতিবাদে মুক্তিকামী মিলে
কোনো কিছু বৃথা নয়, প্রস্ফুটিত মুক্তির সে রাত।
মুক্তির মিছিলে ঢেউ জাগে প্রাণের সাথে প্রাণের,
বন্ধনের চিরায়ত রূপ যেন ধরা দিলো চোখে।
বিকেলের রৌদ্রটুকু আয়োজন করে কোরাসের,
দুর্দৈব দুর্দিনে বাসনারা জড়ো হলো সে আলোকে।
মধ্যরাতের দুর্বিনীত দুঃসহ ক্ষোভের আগুন–
ছড়িয়ে পড়ে প্রান্তসীমায় দাবানল যেন তারা।
সব জঞ্জাল পুড়িয়ে দিতে প্রতিজ্ঞা আজ দ্বিগুণ
সব হিসাব চুকিয়ে দিতে নির্ভয়ে সম্মুখে যারা।
তোয়াক্কা না করে বেছে নেয় জীবনের ফয়সালা,
উদ্ভিদের মতো আগামীর দিন বরণে উজালা।

মীর মুগ্ধ

শহিদ মীর মাহফুজুর রহমান মুগ্ধ ছিলেন একজন বাংলাদেশি শিক্ষার্থী এবং কোটা সংস্কার আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী।[১] তিনি একজন মুক্তপেশাজীবী বা ফ্রিল্যান্সার হিসেবেও কাজ করতেন। আন্দোলনের সময় খাবার পানি এবং বিস্কুট বিতরণ করতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন। মুগ্ধর মৃত্যু কোটা সংস্কার আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে স্মরণীয় হয়ে আছে।[২]

মীর মাহফুজুর রহমান মুগ্ধ

জন্ম	:	৯ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৮ উত্তরা, ঢাকা, বাংলাদেশ
মৃত্যু	:	১৮ই জুলাই ২০২৪ (বয়স ২৫) আজমপুর, ঢাকা, বাংলাদেশ
সমাধি	:	কামারপাড়া বামনারটেক কবরস্থান উত্তরা ১০ নম্বর সেক্টর, ঢাকা
জাতীয়তা	:	বাংলাদেশি
নাগরিকত্ব	:	বাংলাদেশ
মাতৃ শিক্ষায়তন	:	খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস
পেশা	:	মুক্তপেশা
পরিচিতির কারণ	:	২০২৪-এ বাংলাদেশে কোটা সংস্কার আন্দোলনে নিহত
আন্দোলন	:	২০২৪-এ বাংলাদেশে কোটা সংস্কার আন্দোলন

ব্যক্তিগত জীবন

মুগ্ধর বাবার নাম মীর মোস্তাফিজুর রহমান, মায়ের নাম শাহানা চৌধুরী।[৩] তার গ্রামের বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। তিন ভাইয়ের মধ্যে মীর মাহবুবুর রহমান স্নিগ্ধ ও মুগ্ধ ছিলেন যমজ।[৪]

মুগ্ধ খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২০২৩ সালে গণিতে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ঢাকা বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস থেকে এমবিএ করছিলেন। মৃত্যুর সময়ও তার গলায় বিইউপি'র আইডি কার্ডটি রক্তমাখা অবস্থায় ছিল।

তিনি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ফাইভারে এক হাজারের অধিক কাজ সম্পন্ন করেছেন।[৫] ফ্রিল্যান্সিংয়ের পাশাপাশি তিনি একজন ভ্রমণপিপাসু, ফুটবলার এবং বাংলাদেশ স্কাউটসের সদস্য ছিলেন।[৬]

মুগ্ধর কাজের প্রশংসা করে ফাইভার ৩১শে জুলাই ২০২৪ সালে সন্ধ্যায় তাদের ভেরিফাইড অফিশিয়াল পোস্টের মাধ্যমে জানায়, মুগ্ধ ছিল একজন প্রতিভাবান মার্কেটার। বিশেষ করে সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন (এসইও) এবং সোশ্যাল মিডিয়া বিষয়ে ছিল তার অসাধারণ দক্ষতা।

মৃত্যু এবং প্রতিক্রিয়া

২০২৪ সালের ১৮ই জুলাই সন্ধ্যায়[৭] ঢাকায় কোটা সংস্কার আন্দোলনে সংঘর্ষ চলাকালীন মুগ্ধ গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।[৮] তার মৃত্যুর পরপরই একটি ছোটো ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম

ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়ে, যেটি পোস্ট করেছিলেন তার যমজ ভাই মীর মাহবুবুর রহমান স্নিগ্ধ। ফাইভার তার মৃত্যুতে সোশ্যাল মিডিয়ায় শোক প্রকাশ করেছে।[৯]

কোটা সংস্কার আন্দোলন এবং তার মৃত্যু

বাংলাদেশে সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলনের সময় সহিংসতায় বাংলাদেশ সরকারের হিসাব অনুযায়ী ৮৫০ জনেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। তবে স্থানীয় গণমাধ্যমগুলোর তথ্য মতে, এ সংখ্যা ১২৫০ জনেরও বেশি। মুগ্ধর মৃত্যু এই আন্দোলনের সময় ঘটে যাওয়া উল্লেখযোগ্য মৃত্যুগুলোর মধ্যে অন্যতম এবং এটি সামাজিক এবং রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে ব্যাপক আলোচনার সৃষ্টি করেছে।[১০]

মীর মাহফুজুর রহমান মুগ্ধ ১৮ই জুলাই রাজধানীর উত্তরায় কোটা সংস্কার আন্দোলনে পুলিশের হাতে গুলিবিদ্ধ হলে তার বন্ধু জাকিরুল ইসলাম তাকে ক্রিসেন্ট হাসপাতালে জরুরি চিকিৎসা বিভাগে নিয়ে গেলে চিকিৎসা শেষে ডাক্তার রুম থেকে বের হয়ে তাকে মৃত ঘোষণা করেন।[১১][১২]

কিংবদন্তি

২০২৪ সালে ঢাকার উত্তরায় অবস্থিত মুক্তমঞ্চের নাম পরিবর্তন করে তার স্মরণে মুগ্ধ মঞ্চ রাখা হয়।[১৩] এর আগে ২০২২ সালে এই মুক্তমঞ্চের নামকরণ করা হয়েছিল বঙ্গবন্ধু মুক্তমঞ্চ।[১৪]

তথ্যসূত্র

১। মারুফ, মহির (৩১শে জুলাই ২০২৪)। 'মুগ্ধর মৃত্যুতে আন্তর্জাতিক ফ্রিল্যান্সিং প্রতিষ্ঠান ফাইভারের শোক'। সময় টিভি। সংগ্রহের তারিখ ২রা আগস্ট ২০২৪।

২। রিমন, আদিত্য (১লা আগস্ট ২০২৪)। 'মৃত্যুর আগেও মুগ্ধতা ছড়িয়ে গেছেন মুগ্ধ'। ভয়েস অব আমেরিকা (ভিওএ)। ইউ এস এজেন্সি ফর গ্লোবাল মিডিয়া। ২রা আগস্ট ২০২৪ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ২রা আগস্ট ২০২৪।

৩। হোসাইন, মানসুরা (২০২৪-০৭-২৯)। 'চোখেমুখে হাসত ছেলেটা, নৈতিক দায়িত্ববোধ থেকে সে আন্দোলনে গিয়েছিল'। *দৈনিক প্রথম আলো*। ২০২৪-০৮-০২ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ২০২৪-০৮-০২।

৪। 'মুগ্ধকে হারিয়ে শোকসাগরে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়'। THE BUSINESS STANDARD (বাংলা)। ২৭শে জুলাই ২০২৪। ২৮শে জুলাই ২০২৪ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ৩রা আগস্ট ২০২৪।

৫। ইসলাম, রাহিতুল (২০২৪-০৭-৩১)। 'কোটা সংস্কার আন্দোলনে নিহত ফ্রিল্যান্সার মুগ্ধকে নিয়ে ফাইভারের শোক বার্তা'। *দৈনিক প্রথম আলো*। ২০২৪-০৮-০২ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ২০২৪-০৮-০২।

৬। 'মুগ্ধর মৃত্যুতে আন্তর্জাতিক ফ্রিল্যান্সিং প্রতিষ্ঠান ফাইভারের শোক প্রকাশ'। *RTV Online*। ২০২৪-০৮-০২ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ২০২৪-০৮-০২।

৭। 'কোটা আন্দোলন: মাথায় গুলি লেগে যেভাবে লুটিয়ে পড়েছিল মুগ্ধ, প্রিয় ও রিয়াদ'। বিবিসি বাংলা। ২০২৪-০৭-২৬। ২০২৪-০৮-০৩ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ২০২৪-০৮-১৩।

৮। 'মাথায় গুলি লেগে যেভাবে লুটিয়ে পড়েছিল মুগ্ধ, প্রিয় ও রিয়াদ'। বিবিসি নিউজ বাংলা। বিবিসি। ২৬শে

জুলাই ২০২৪। ৩রা আগস্ট ২০২৪ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ২রা আগস্ট ২০২৪।

৯। Tech & Startup Desk (২০২৪-০৭-৩১)। ‘Fiverr pays tribute to Mir Mugdho’। *দ্য ডেইলি স্টার* (ইংরেজি ভাষায়)। ২০২৪-০৮-০২ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ২০২৪-০৮-০৪।

১০। রিফাত, সাঈফ (২৮শে জুলাই ২০২৪)। ‘কত কী মুগ্ধতা উপহার দিয়ে গেছে ছেলেটা’। *দৈনিক প্রথম আলো*, মতিউর রহমান। ট্রান্সকম গ্রুপ। ২রা আগস্ট ২০২৪ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ২রা আগস্ট ২০২৪।

১১। ‘কোটা আন্দোলন: মাথায় গুলি লেগে যেভাবে লুটিয়ে পড়েছিল মুগ্ধ, প্রিয় ও রিয়াদ’। বিবিসি বাংলা। ২০২৪-০৭-২৬। ২০২৪-০৮-০৩ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ২০২৪-০৮-০২।

১২। ‘মুগ্ধকে হারিয়ে শোকসাগরে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়’। The Business Standard (ইংরেজি ভাষায়)। ২০২৪-০৭-২৭। ২০২৪-০৭-২৮ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ২০২৪-০৮-০২।

১৩। পারভেজ, মাসুদ (১৪ই আগস্ট ২০২৪)। ‘উত্তরায় মুগ্ধ মঞ্চ’। *ইনকিলাব*। সংগ্রহের তারিখ ১৫ই অক্টোবর ২০২৪।

১৪। ‘যানজট: রাস্তায় জোড়-বিজোড় গাড়ি চান মেয়র আতিক’। বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম। ১৯শে মার্চ ২০২২। ২২শে এপ্রিল ২০২২ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ২৫শে ডিসেম্বর ২০২৪।

[সূত্র: bn.wikipedia.org/wiki/মীর মুগ্ধ]

বিজ্ঞাপন-প্রচারণায় প্রধান উপদেষ্টার ছবি ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা

পত্রিকাসহ বিভিন্ন মাধ্যমে বিজ্ঞাপন বা অন্য কোনো প্রচারণায় অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের ছবি ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় থেকে ৯ই আগস্ট এ নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে বলে সরকারের এক তথ্য বিবরণীতে জানানো হয়েছে।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে ৮ই আগস্ট রাতে শপথ নেন শান্তিতে নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনূস। ৯ই আগস্ট প্রধান উপদেষ্টা ও অন্যান্য উপদেষ্টাদের দপ্তর বণ্টন করে প্রজ্ঞাপন জারি করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

প্রতিবেদন: জেসিকা হোসেন

পরিচ্ছন্নতা অভিযানে শিক্ষার্থীরা

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে ছাত্র-জনতার বিক্ষোভের মুখে গত ৫ই আগস্ট সোমবার পদত্যাগ করে দেশত্যাগ করেন শেখ হাসিনা। এরপর থেকে গণভবন, সংসদভবনসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগসহ নাশকতার ঘটনা ঘটে। ৭ই আগস্ট বুধবার ঝাড়ু হাতে সড়কে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ছাত্রছাত্রীরাসহ বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের লোকজন এসব ধ্বংসাত্মক মালামাল পরিষ্কার করা শুরু করে। তারা ছোটো ছোটো দলে বিভক্ত হয়ে আশপাশের এলাকার রাস্তার ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার করে। এসময় দোকানে দোকানে গিয়ে মানুষদের ময়লা-আবর্জনা ফেলার জন্য নির্দিষ্ট ডাস্টবিন ব্যবহারের পরামর্শ দেন শিক্ষার্থীরা। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

বলেন, থানার সুরক্ষার জন্য আমাদের অস্থায়ীভাবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আমাদের সঙ্গে ধামরাইয়ের বিভিন্ন স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীরা সহযোগিতা করছেন।

এ বিষয়ে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইয়াজ আহম্মেদ স্বাধীন বলেন, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে আমাদের অনেক ভাইয়ের রক্তের বিনিময়ে জয় পেয়েছি। আমাদের এ জয়কে কেউ যেন নস্যাৎ করতে না পারে সেই জন্য সবাইকে সজাগ থাকতে হবে। আমাদের দেশের সম্পদ আর কেউ নষ্ট করবেন না। কারণ এগুলো আমাদের ট্যাক্সের টাকায় কেনা। তাই আমার অনুরোধ আর যেন কেউ ধ্বংসাত্মক কাজ না করেন এবং এর থেকে বিরত থাকবেন।

ধামরাই (ঢাকা): ধামরাই উপজেলা, থানা, পৌরসভার ও ধামরাই প্রেসক্লাবে হামলা করে অগ্নিসংযোগসহ নাশকতার ঘটনা ঘটে। এ পরিস্থিতিতে উপজেলা ও থানা থেকে কর্মকর্তা ও পুলিশরা নিরাপদ স্থানে চলে যান। এরপর থেকে ঢাকার ধামরাইয়ে আনসার বাহিনীকে সুরক্ষার জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়। তারা ধ্বংসাত্মক মালামাল পরিষ্কার করে আনসার বাহিনীর কর্মকর্তা ইসমাইল হোসেনের কাছে বুঝিয়ে দেন। বিষয়টি নিশ্চিত করে আনসার বাহিনীর এ কর্মকর্তা

দোহার (ঢাকা): ঢাকার দোহার উপজেলা সদরে সৃষ্ট ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার ও পুলিশের অনুপস্থিতিতে উপজেলায় ট্রাফিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করছে শিক্ষার্থীরা। ৭ই আগস্ট বুধবার সকাল থেকে শিক্ষার্থীরা থানার মোড়ে দাঁড়িয়ে যানবাহন চলাচলে সহায়তা করে। একই সঙ্গে তারা কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে আশপাশের এলাকার রাস্তার ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার করে। এসময় দোকানে দোকানে গিয়ে মানুষের ময়লা-আবর্জনা ফেলার

জন্য নির্দিষ্ট ডাস্টবিন ব্যবহারের পরামর্শ দেন শিক্ষার্থীরা।

সিংড়া (নাটোর): নাটোরের সিংড়ায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা করতে হাতে ঝাড়ু নিয়ে সড়কে নেমেছেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শিক্ষার্থীরা। বুধবার বেলা ১১টায় উপজেলা স্মৃতিসৌধ, উপজেলা পরিষদ চত্বর ও সড়কে পরিষ্কারে নামেন শিক্ষার্থীরা। ভাঙচুরের ঘটনায় শহরের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ইটপাটকেল-লাঠিসোটাসহ নানা আবর্জনা পরিষ্কার করতে নামে তারা।

বান্দরবান: নতুন করে বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় নিয়ে বান্দরবান পৌরসভা এলাকায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান কার্যক্রম শুরু করেছে শিক্ষার্থীরা। কর্মসূচিতে বিভিন্ন স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া শিক্ষার্থীসহ বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যরা অংশ নেন। ৭ই আগস্ট বুধবার সকালে বিডি ক্লিন বান্দরবানের আয়োজনে এবং যুব ও ছাত্রসমাজের ব্যবস্থাপনায় এই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান কার্যক্রম শুরু হয়। এসময় শিক্ষার্থীরা বান্দরবান পৌরসভা এলাকার ট্রাফিক মোড় থেকে কার্যক্রমে শুরু করে প্রেসক্লাব চত্বর, সোনালী ব্যাংক এলাকা, জেলা প্রশাসক কার্যালয় এবং বিভিন্ন সড়কে পড়ে থাকা অসংখ্য ময়লা-আর্বজনা পরিষ্কার করার পাশাপাশি সাধারণ জনগণকে সড়কে ময়লা না ফেলে নির্দিষ্ট স্থানে ময়লা ফেলার অনুরোধ করেন।

বকশীগঞ্জ (জামালপুর): জামালপুরের বকশীগঞ্জে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে হামলা-ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করে ধ্বংসযজ্ঞ করায় সেসব বর্জ্য অপসারণ করা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত উপজেলা পরিষদ চত্বর, বকশীগঞ্জ হাইওয়ে থানা, মালিবাগ মোড়, সরকারি কিয়ামত উল্লাহ কলেজ, বাস স্ট্যান্ড এলাকাসহ পৌর শহরের বিভিন্ন স্থানে পরিচ্ছন্নতা অভিযানের মাধ্যমে ধ্বংসাত্মক বর্জ্যগুলো অপসারণ করে।

লক্ষ্মীপুর: লক্ষ্মীপুরে বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করে বিক্ষুব্ধ জনতা। স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন গ্রিন অ্যান্ড ক্লিন সেই ধ্বংসস্তূপগুলো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে। এসময় দেখা গেছে শিক্ষার্থীরা তাদের মুখে মাস্ক পরে, হাতে বস্তা, ঝাড়ু ও বেলচা নিয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাজে নেমে পড়ে। এসময় স্বেচ্ছাসেবী সজীব হোসেন জানান, 'শহিদের রক্তে ভরপুর, পরিচ্ছন্ন থাকুক লক্ষ্মীপুর'-এ স্লোগানে আমরা আমাদের শহরকে পরিচ্ছন্ন করতে নেমেছি। এদিকে শিক্ষার্থীদের মাইকিং করে জনসাধারণকে সচেতন থাকার জন্য আহ্বান করতে দেখা গেছে। কেউ যেন অতিউৎসাহী হয়ে ভাঙচুর, হামলা, লুটপাট না করে সেদিকে সবাইকে সতর্ক থাকার জন্য অনুরোধ করতে দেখা গেছে।

মিরসরাই (চট্টগ্রাম): চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে ঝাড়ু হাতে উপজেলা পরিষদ পরিষ্কার করে সাধারণ ছাত্ররা। শুরুতে উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা উপজেলা পরিষদ চত্বরে একত্রিত হন। পরে বিভিন্ন দলে দলে বিভক্ত হয়ে ঝাড়ু হাতে নেমে পড়েন উপজেলা পরিষদের বিভিন্ন ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কারের কাজে।

পরিষ্কার কাজে যোগ দেওয়া শিক্ষার্থী তারেক আজিজ বলেন, বর্তমানে দেশের প্রশাসনিক অবস্থা ভেঙে পড়েছে। প্রশাসনকে সহযোগিতা করার জন্য আমরা মাঠে নেমেছি। আমরা সাধারণ শিক্ষার্থীরা আমাদের নিজের মতো করে রাষ্ট্রকে সহযোগিতা করার চেষ্টা করছি।

নরসিংদী: নরসিংদীর পলাশে ময়লা-আবর্জনা নিজ হাতে পরিষ্কার করতে মাঠে নেমেছেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা। পলাশ বাসস্ট্যান্ড চত্বরে, কেন্দ্রীয় শহিদমিনারের সামনে, মুক্তিযোদ্ধা ভবনের সামনেসহ উপজেলার বিভিন্ন জায়গায় পড়ে থাকা ময়লা-আবর্জনা, ইটের টুকরা, পুড়ে যাওয়া জিনিসপত্র পরিষ্কার করেন শিক্ষার্থীরা। সরেজমিনে দেখা যায়, হাতে গ্লাভস পরে, মুখে মাস্ক দিয়ে ঝাড়ু নিয়ে শিক্ষার্থীরা নিজ উদ্যোগেই সড়ক পরিষ্কার করেন। শিক্ষার্থীরা রাস্তায় থাকা জিনিসপত্র কুড়িয়ে নির্দিষ্ট পাত্রে রাখছেন। ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করছেন সড়ক।

দিনাজপুর: সম্প্রীতির বাংলাদেশ গড়তে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানিয়ে দিনাজপুরে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন দিনাজপুর জেলা

শাখার সমন্বয়করা সংবাদ সম্মেলন করেছে। ৭ই আগস্ট দুপুরে দিনাজপুর প্রেসক্লাব মিলনায়তনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এক লিখিত বক্তব্যে এ দাবি জানানো হয়। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন জেলা শাখার সমন্বয়ক একরামুল হক আবির।

ঝালকাঠি: ঝালকাঠির রাজাপুরে ময়লা-আবর্জনা নিজ হাতে পরিষ্কার করেছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শিক্ষার্থীরা। এসময় আওয়ামী লীগের (সাবেক) অফিসের সামনের সড়কে, উপজেলার ভেতরে, কেন্দ্রীয় শহিদমিনারের সামনে, মুক্তিযোদ্ধা ভবনের সামনেসহ জেলার বিভিন্ন জায়গায় পড়ে থাকা ময়লা-আবর্জনা, ইটের টুকরা, পুড়ে যাওয়া জিনিসপত্র পরিষ্কার করেছেন শিক্ষার্থীরা। সরেজমিনে দেখা যায়, হাতে গ্লাভস পরে, মুখে মাস্ক দিয়ে ঝাড়ু নিয়ে শিক্ষার্থীরা নিজ উদ্যোগেই সড়ক পরিষ্কার করছেন। শিক্ষার্থীরা রাস্তায় থাকা জিনিসপত্র কুড়িয়ে নির্দিষ্ট পাত্রে রাখছেন। সড়ক ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করছেন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের রাজাপুর উপজেলার প্রধান সমন্বয়ক মো. নাঈম হাসান ঈমন বলেন, বাংলাদেশটা আমাদের সবার। দেশের সম্পদ রক্ষার দায়িত্বও আমাদের। আমরা ব্যক্তিগত উদ্যোগে এ কাজে নেমেছি। পোড়া জিনিসপত্র পড়ে সড়ক অপরিষ্কার থাকায় জনগণ রাস্তা দিয়ে চলাচল করতে পারছেন না। তাই জনগণের সুবিধার্থে সড়ক পরিষ্কারের কাজ করছি। আমাদের দেশটা যাতে সুন্দর থাকে আমরা সাধারণ শিক্ষার্থীরা সেই প্রত্যাশা করছি।

[সূত্র: প্রতিদিনের সংবাদ, ৮ই আগস্ট ২০২৪]

শিক্ষার্থীদের বাজার মনিটরিং

মোহাম্মদপুরে দ্রব্যমূল্য মনিটরিংয়ে শিক্ষার্থীরা

দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি ও সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস ঠেকাতে বাজার মনিটরিং করছেন শিক্ষার্থীরা। ৮ই আগস্ট বৃহস্পতিবার রাজধানীর মোহাম্মদপুরের বিভিন্ন বাজারে গিয়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম ও দ্রব্যমূল্যের তালিকা পর্যবেক্ষণ করেন তারা।

মোহাম্মদপুরের বিভিন্ন বাজার, চালের বাজার, কাঁচাবাজার, মাছের বাজার ও মাংসের বাজারে মূল্য তালিকা খতিয়ে দেখেন শিক্ষার্থীদের একটি দল। দোকানে পণ্যের তালিকা করে সে অনুযায়ী ঠিক দামে বিক্রি হচ্ছে কি না সে বিষয়ে খোঁজ নেন তারা।

এসময় শিক্ষার্থীরা বাজারে সকল বিক্রেতাদের সাহস দেন যেন তারা কোনো ধরনের চাঁদাবাজির শিকার না হন এবং নিজেরা যেন কাউকে চাঁদা না দেন। এছাড়া অযথাই দ্রব্যমূল্য বাড়িয়ে সাধারণ মানুষকে ভোগান্তিতে না ফেলারও আহ্বান জানান তারা।

মোহাম্মদপুরের বিভিন্ন বাজার পরিদর্শন শেষে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির জন্য পাইকারি বাজারের সিন্ডিকেটকে দায়ী করেছে বিক্রেতারা। এছাড়া চাউল, চিনি, তেল, মসলা স্টক করে রাখা, মাছ ও মুরগির ওজনে কারচুপি, বাজারে চাঁদাবাজি– সব কিছুর যাতে অবসান ঘটে সেই লক্ষ্যে কাজ করে যাবেন তারা।

[সূত্র: জাতীয় দৈনিক সরেজমিন, ৮ই আগস্ট ২০২৪]

দেশব্যাপী বাজার মনিটরিংয়ে শিক্ষার্থীরা

কলাপাড়া উপজেলায় বাজার মনিটরিংয়ের সময় ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে পণ্য কেনার মেমো দেখেন শিক্ষার্থীরা। কোটা সংস্কার আন্দোলনের পর তারা এই কার্যক্রম শুরু করেন। পাশাপাশি শিক্ষার্থীরা সড়ক ও এর আশপাশে জমে থাকা ময়লা-আবর্জনাও পরিষ্কার করেন। বিষয়টি বিভিন্ন মহলে প্রশংসিত হয়েছে।

মাদারীপুর: শহরের পুরান বাজারসহ বিভিন্ন কাঁচাবাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম ও দ্রব্যমূল্যের তালিকা পর্যবেক্ষণ করেন শিক্ষার্থীরা। এদিন তারা বাজারে বাজারে গিয়ে দোকানে টাঙানো মূল্য তালিকা ও সেই অনুযায়ী পণ্য বিক্রি হচ্ছে কি না খতিয়ে দেখেন। শিক্ষার্থীরা বিক্রেতাদের বেশি দামে পণ্য বিক্রি না করতে অনুরোধ জানিয়েছেন। পাশাপাশি কাউকে চাঁদা না দিতেও পরামর্শ দেন।

কুষ্টিয়া: জেলা শহরের পৌর বাজারের প্রতিটি দোকানে মূল্য তালিকা টাঙিয়ে পণ্য বিক্রি করতে দেখা যায় দোকানিদের। মাছ ও মাংসের দোকানিরাও নির্ধারিত দামে ক্রেতাদের মাংস বিক্রি করছেন। তালিকা অনুযায়ী ঠিক দামে সবজি ও মাংস বিক্রি হচ্ছে কি না বাজারে অবস্থান নিয়ে তা মনিটরিং করছিলেন শিক্ষার্থীরা।

জেলা শহরের পৌর বাজারে গিয়ে দেখা যায়, শিক্ষার্থীরা কাঁচাবাজার, মাছের বাজার, মাংসের বাজারে মূল্য তালিকা টাঙিয়েছেন। তালিকা অনুযায়ী ঠিক দামে মাছ-মাংস ও সবজি বিক্রি হচ্ছে কি না তারা সে বিষয়টি দেখছেন।

পটুয়াখালী: জেলার কলাপাড়া উপজেলায় বাজার মনিটরিংয়ে কাজ করছেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শিক্ষার্থীরা। ১০ই আগস্ট সকাল ১১টার দিকে পৌর শহরের কাঁচাবাজার, মাছ বাজার, মুরগি বাজার ও বিপণিবিতানগুলোতে যান তারা। এ সময় শিক্ষার্থীদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার। পরে শিক্ষার্থীরা পৌর শহরের বিভিন্ন সড়কে যানজট নিরসনে কাজ করেন।

সাতক্ষীরা: সড়কে শৃঙ্খলা ফেরানো ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযানের পর দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে বাজার তদারকিতে নেমেছেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শিক্ষার্থীরা। ১০ই আগস্ট তারা শহরের সুলতানপুর বড়ো বাজারে যান। সেখানে তারা নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম ও দ্রব্যমূল্যের তালিকা দেখেন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির জন্য পাইকারি বাজারের সিন্ডিকেটকে দায়ী করেছেন বিক্রেতারা।

[সূত্র: রাইজিংবিডি, ১০ই আগস্ট ২০২৪]

শিক্ষার্থীরা এখন নিয়মিত বাজার মনিটরিংয়ে আসে, দরদাম জানতে চায়

সবজির দাম কেমন–এমন প্রশ্ন করতেই রাজধানীর রামপুরা এলাকার সবজি বিক্রেতা কুরবান আলী জানান, শিক্ষার্থীরা এখন নিয়মিত বাজার মনিটরিংয়ে আসে, দরদাম জানতে চায়। এছাড়া বেশি দামে যেন সবজি বিক্রি করা না হয় সে বিষয়ে তাগাদা দিয়ে যায়। পাশাপাশি এখন কারওয়ান বাজার থেকে স্থানীয় বাজারের কোথাও চাঁদা দিতে হচ্ছে না। সব মিলিয়ে বাজারে সবজির দাম আগের তুলনায় কমেছে।

১৬ই আগস্ট শুক্রবার রাজধানীর বিভিন্ন বাজার ঘুরে দেখা গেছে, গত মাসের তুলনায় বাজারে সব ধরনের সবজির দাম আগের চেয়ে কমেছে।

আসলেই কি সবজির দাম কমেছে? এমন প্রশ্নের জবাবে কারওয়ান বাজারের সবজি বিক্রেতা জানান, বাজারে সবজির দাম আগের তুলনায় কমেছে এ কথা ঠিক। এর মূল কারণ হলো পথে পথে যে সবজি পরিবহণের চাঁদাবাজি ছিল, বাজারেও বিভিন্ন জায়গায় যে টাকা দিতে হতো, সেগুলো এখন দিতে হচ্ছে না। যে কারণে এর প্রভাব সরাসরি পড়েছে সবজির বাজারে। এজন্যই সবজি বিক্রেতারা তুলনামূলক কম দামে সবজি বিক্রি করতে পারছেন। এছাড়া এলাকাভিত্তিক স্থানীয় বাজারগুলোতে শিক্ষার্থীরা এসে বাজার মনিটরিং করছে। সবমিলিয়ে আগের তুলনায় সবজির দাম বাজারে কমেছে।

রাজধানীর বাড্ডা এলাকায় ভ্যান গাড়িতে করে এক সবজি বিক্রেতা। তিনি বলেন, আগে রাস্তার পাশে ভ্যান গাড়ি দিয়ে সবজি বিক্রি করতে হলে প্রতিদিন লাইন ম্যানকে দিতে হতো এলাকা ভেদে ২৫০ থেকে ৫০০ টাকা পর্যন্ত। বর্তমানে লাইনম্যানকে এই টাকা দিতে হচ্ছে না। এছাড়া যখন পাইকারি কারওয়ান বাজার থেকে মাল কিনে নিয়ে আসা হয় তখন কারওয়ান বাজার থেকে শুরু করে গাড়িতে করে রাস্তা দিয়ে আসার সময়ও বিভিন্ন জায়গায় চাঁদার টাকা দিতে হতো, এগুলো এখন দিতে হচ্ছে না। যে কারণে আগের তুলনায় কম দামে সবজি বিক্রি করা যাচ্ছে।

তিনি আরও বলেন, এখন প্রতিটি এলাকায় বাজারে সবজির দোকানে শিক্ষার্থীরা মাঝে মাঝে এসে মনিটরিং করছে। এসব কারণে বাজারে আগের তুলনায় সবজির দাম কমেছে। তবে কিছু কিছু সবজির এখন মৌসুম না, সেসব সবজিগুলো বাজারে সরবরাহ একেবারেই কম। যে কারণে নির্দিষ্ট কিছু সবজির দাম কিছুটা বাড়তি।

[সূত্র: দৈনিক আলোকিত সকাল, ১৬ই আগস্ট ২০২৪]

ঢাকার সড়কে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে শিক্ষার্থীরা

রাজধানীর সড়কে ট্রাফিক পুলিশ ছাড়াই চলছে যানবাহন। তবে ব্যস্ততম মোড়গুলোতে শিক্ষার্থী এবং পেশাজীবী মানুষ দাঁড়িয়ে সিগন্যাল নিয়ন্ত্রণ করছেন। অন্যদিকে সড়কে কোথাও ইউনিফর্মে পুলিশের দেখা পাওয়া যায়নি। বিভিন্ন থানার কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। এতে কোনো ধরনের সেবা পাচ্ছেন না নাগরিকেরা। এদিকে ছাত্র-জনতার গণ-আন্দোলনের মুখে ৫ই আগস্ট সোমবার প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে শেখ হাসিনা পদত্যাগ করে দেশত্যাগের পর বিজয় মিছিলের পাশাপাশি কিছু দুষ্কৃতকারী থানায় থানায় অগ্নিসংযোগ, ভাঙচুর, লুটপাট চালায়। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এ ধরনের নৈরাজ্য বন্ধ না হলে দেশ নতুন করে সংকটে পড়তে পারে।

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) শাখাওয়াত হোসেন বলেছেন, সেনাপ্রধানের এবার উচিত হবে নির্দেশ দেওয়া যেন সেনাবাহিনী সংঘাত এড়াতে ভূমিকা পালন করে। পুলিশকে সাহস দেওয়া দরকার। পুলিশের মাঝেও নৈতিকতা ফিরিয়ে আনা দরকার। ছাত্র-জনতার গণ-আন্দোলনের মুখে ৫ই আগস্ট সোমবার প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করে দেশ ছাড়েন আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা। এরপর কারফিউ তুলে নিয়ে মঙ্গলবার থেকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও অফিস-আদালত খুলে দেওয়া হয়।

এদিন সকাল থেকে নগরীর ট্রাফিক ব্যবস্থা ভঙ্গুর রূপ ধারণ করে। গণপরিবহণ তেমন একটা না নামলেও সিএনজি রিকশা এবং প্রাইভেট পরিবহণের চলাচল ছিল উল্লেখযোগ্য।

রাস্তায় ট্রাফিক পুলিশ না থাকায় শিক্ষার্থী এবং পেশাজীবী মানুষ সড়কের ট্রাফিক পয়েন্টগুলোর হাল ধরেছেন। তারা হাতে লাঠি নিয়ে বাঁশি বাজিয়ে ট্রাফিক ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ করছে। শিক্ষার্থীরা তাদের এই কর্মকাণ্ডে অনেকটা প্রশংসিত হয়েছেন। তাদের খাবার এবং পানি দিয়ে সহযোগিতা করেছেন বিভিন্ন জন। অনেকেই ধন্যবাদ জানিয়েছেন এমন উদ্যোগের জন্য। আবার কেউ কেউ গত সোমবারের থানা এবং সরকারি স্থাপনায় হামলা-ভাঙচুরের কথা উল্লেখ করে আতঙ্কিত বোধ করছেন বলে জানিয়েছেন।

৬ই আগস্ট মঙ্গলবার রাজধানীর বিজয় সরণি, ফার্মগেট, কারওয়ান বাজার, বাংলামটর, নীলক্ষেত, সায়েন্সল্যাব, উত্তরার আজিমপুরসহ বিভিন্ন পয়েন্ট ঘুরে এমন চিত্র দেখা গেছে।

রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ বিজয় সরণি মোড়ে গিয়ে দেখা গেছে, এখানে ১০-১২ জনের একটি দল সড়কে শৃঙ্খলা ফেরাতে কাজ করছেন। তাদের কেউ শিক্ষার্থী, কেউ পেশাজীবী, আবার কেউ স্থানীয়।

একটি দল ১০ মিনিট পরপর লেন ছাড়ছে, অন্য দলটি আটকে রাখছে আরেকটি লেন। ফাঁকা হলে নতুন লেন দিয়ে শুরু হচ্ছে যাত্রা। কেউ উলটোপথ ধরলে ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ঠিক যেন পেশাদার ট্রাফিক পুলিশ। তারা জানিয়েছেন, নিজ নিজ দায়িত্ব থেকে সড়কে এসেছেন প্রত্যেকেই। অ্যাম্বুলেন্স দেখলেই অগ্রাধিকার দিয়ে হাতের ইশারায় পার করে দিচ্ছেন তারা।

চন্দ্রিমা উদ্যান মোড়ে ট্রাফিকের দায়িত্ব পালন করছিলেন আশিক নামে এক যুবক। তিনি একটি ফ্যাক্টরিতে কাজ করেন। আশিক বলেন, আমার অফিস বন্ধ, তাছাড়া সড়কে ট্রাফিক নেই, মানুষের চলাচলে যাতে ব্যাঘাত না ঘটে, তাই সকাল থেকেই এখানে দায়িত্ব পালন করছি।

ফার্মগেট সিগন্যালেও কয়েকজন শিক্ষার্থী এবং সাধারণ মানুষকে দায়িত্ব পালন করতে দেখা যায়। দুপুর দেড়টার দিকে এশিয়া প্যাসিফিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী তরিকুল জানান, দেশ ও মানুষের স্বার্থে কাজ করে ভালোই লাগছে। ফার্মগেট মোড়ে প্রাইভেটকার আরোহী জামিল হোসেন বলেন, যতদিন আমাদের আইনশৃঙ্খলা বাহিনী মাঠে না নামবে, ততদিন পর্যন্ত এরাই ট্রাফিক শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ করবে বলে আমি মনে করি।

এটি ভালো উদ্যোগ। তাদের ধন্যবাদ দিচ্ছি। ফার্মগেট মোড়ে রিকশারোহী আব্দুস সামাদ বলেন, রাস্তায় ট্রাফিক পুলিশ নেই দেখে অনেকটা আতঙ্কের মধ্যে যাত্রা অতিক্রম করছি। তিনি বলেন, লাঠি হাতে লোকজন দেখলে এখন ভয় লাগে। তবে এমন পরিস্থিতিতে সড়কে শিক্ষার্থীসহ লোকজন দাঁড়িয়ে শৃঙ্খলা ফেরাতে কাজ করছে—এটি ভালো উদ্যোগ বলে যোগ করেন তিনি। কারওয়ান বাজার মোড়ে দায়িত্ব পালন করতে দেখা যায় ৮-১০ জন শিক্ষার্থীকে। তাদের মধ্যে একজন ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী জিসান। তিনি জানান, সকাল থেকে গাড়ি চলাচলে এই ট্রাফিক পয়েন্টে সমস্যা হচ্ছিল। পরে আমরা দাঁড়িয়ে সিগন্যালের শৃঙ্খলা ফেরাই। বাংলামটর সিগন্যালেও কয়েকজন শিক্ষার্থীকে দাঁড়িয়ে দায়িত্ব পালন করতে দেখা যায়। তাদের সঙ্গে রয়েছেন সাধারণ মানুষও। উলটোপথ দিয়ে একজন মোটরসাইকেল নিয়ে যাচ্ছিলেন দেখে তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। বাংলামটরে দায়িত্বপালনরত অপু নামের এক যুবক জানান, এখানে বিশৃঙ্খলা হচ্ছে জেনে এসে দায়িত্ব পালন করছি।

নীলক্ষেত মোড়ে গাড়ির সিগন্যাল নিয়ন্ত্রণ করছিলেন ঢাকা কলেজ ও আশপাশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কয়েকজন শিক্ষার্থী। সাইন্সল্যাব মোড়ে দায়িত্ব পালন করা ঢাকা সিটি কলেজের শিক্ষার্থী নাইমুল বলেন, যানবাহন যাতে শৃঙ্খলার সঙ্গে চলতে পারে এজন্য আমরা ট্রাফিকের দায়িত্ব পালন করছি। যতক্ষণ পর্যন্ত ট্রাফিক পুলিশ না ফিরবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা দায়িত্ব পালন করব জনস্বার্থে।

এদিকে ডিএমপির ট্রাফিক বিভাগের অতিরিক্ত কমিশনার মো. মুনিবুর রহমানকে একাধিকবার ফোন দিয়ে পাওয়া যায়নি। একাধিক কর্মকর্তাকে ফোন দিয়ে তাদের বক্তব্যও নেওয়া সম্ভব হয়নি।

[সূত্র: দৈনিক যুগান্তর, ৭ই আগস্ট ২০২৪]

আহত শিক্ষার্থীদের দেখতে ঢাকা মেডিকেলে উপদেষ্টারা

অন্তর্বর্তী সরকারের শপথ শেষে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে ভর্তি থাকা কোটা সংস্কার আন্দোলনে আহতদের দেখতে যান প্রধান উপদেষ্টা নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনূসসহ উপদেষ্টারা। ৮ই আগস্ট রাতে বঙ্গভবনে শপথ নেওয়ার পর উপদেষ্টারা ঢামেক হাসপাতালে ছুটে যান। তারা পুরাতন ভবনের নীচ তলায় ক্যাজুয়ালিটি বিভাগের দুটি ওয়ার্ডে ভর্তি রোগীদের চিকিৎসার খোঁজখবর নেন। ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে গঠিত হওয়া অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের ১৬ সদস্যের মধ্যে ১৩ জন এসময় উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবেদন: আকাশ হাসান

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান ও নতুন বাংলাদেশ

ড. মো. মনিরুজ্জামান

ছাত্র আন্দোলন বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি গৌরবময় ঘটনা বলে বিবেচিত। স্বাধীনতা-পূর্ব ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থান ছাত্রদের নেতৃত্বেই পরিচালিত হয়েছিল। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৯০ সালের আন্দোলনে ছাত্ররা এরশাদ সরকারের পতনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল। ২০১৮ সালের কোটা সংস্কার আন্দোলন এবং নিরাপদ সড়ক আন্দোলনেও ছাত্রদের অবদানকে অস্বীকার করার উপায় নেই। নিরাপদ সড়ক আন্দোলনটি ছিল মূলত স্কুল-কলেজে পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের আন্দোলন। এ আন্দোলনের মাধ্যমে তারা তৎকালীন সরকারের রাষ্ট্রযন্ত্রের অনেক ভুলত্রুটি জনসম্মুখে তুলে ধরে। সরকারি চাকরিতে কোটা ব্যবস্থা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলনে নামে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। শুরুতে এ আন্দোলন অহিংস ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে শিক্ষার্থীদের ওপর ছাত্রলীগসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বেপরোয়া হলে ১৫ই জুলাই আন্দোলন সহিংস রূপ নেয়। অতঃপর শিক্ষার্থীদের এ আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করে। সহিংসতার মাত্রা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। যার শেষ পরিণতি ঘটে ছাত্র-জনতার তুমুল আন্দোলনের মাধ্যমে। ৫ই আগস্ট পতন ঘটে দীর্ঘ প্রায় ১৬ বছরের কর্তৃত্ববাদী সরকার শেখ হাসিনার। সরকারি চাকরিতে ৫৬ শতাংশ কোটা এবং ৪৪ শতাংশ মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ দেওয়া হতো। একথা ভুলে গেলে চলবে না, ছাত্রদের ২০১৮ সালের কোটা সংস্কার আন্দোলন ২০২৪ সালে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে রূপ পরিগ্রহ করেছিল। সেসময় এ আন্দোলন আর কোটা সংস্কারের মধ্যে নিহিত ছিল না। এভাবে স্বৈরাচার সরকারের দীর্ঘদিনের চলমান দুর্নীতি, টেন্ডারবাজি, বিদেশে অর্থ পাচার, মানুষের কথা বলার অধিকার হরণ এবং সর্বোপরি মানুষের নিত্যপণ্যের লাগামহীন ঊর্ধ্বগতি জনজীবনকে অতিষ্ঠ করে তোলে। এসব বিষয়ে বৈষম্য লাঘব করাই ছিল ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম উদ্দেশ্য।

বাংলাদেশের অন্যতম প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ। ২০০৮ সালে সেনাসমর্থিত সরকার কর্তৃক নির্বাচনের মাধ্যমে দলটি ক্ষমতায় আসে। আওয়ামী লীগ ২০১১ সালে পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অধিকাংশ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করে। এরপর সরকার পর্যায়ক্রমে ২০১৪ সালে দশম, ২০১৮ সালে একাদশ ও ২০২৪ সালে দ্বাদশ বিতর্কিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে জোরপূর্বক ক্ষমতা কুক্ষিগত করে। এ শাসনামলে প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে তৃণমূল পর্যায়ের প্রত্যেক নেতা-কর্মীর বেফাঁস মন্তব্য, আমিত্ব, অহমিকা,

দাম্ভিকতা, স্বজনপ্রীতি, আত্মীয়করণ রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছিল। 'আয়নাঘর' নামক গোপন বন্দিশালায় মানুষকে আটক করে অমানুষিক নির্যাতন চালানো হতো। 'মায়ের ডাক' নামক সংগঠনের ব্যানারে হারিয়ে যাওয়া ও গুম হওয়া স্বজনদের আর্তনাদে বাতাস ভারি হয়ে উঠত। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মূল যে দাবি ছিল, তা সমাধান করা ছিল অত্যন্ত সহজ একটা ব্যাপার। কিন্তু সরকারের একগুঁয়েমির এবং দলের দায়িত্বশীল নেতাদের অতিরঞ্জিত কথার কারণে শেষ রক্ষা হলো না।

১৬ই জুলাই বিশ্বের ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা ঘটে। এদিন আমাদের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের প্রাণপ্রিয় শিক্ষার্থী আবু সাঈদকে প্রকাশ্যে পুলিশ গুলি করে নৃশংসভাবে হত্যা করে। এ পাশবিক ঘটনা দেশ-বিদেশে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। যার ফলে সরকারের ক্ষমতায় থাকার পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। বাংলাদেশের ইতিহাসে শেখ হাসিনাই একমাত্র সরকারপ্রধান, যিনি ক্ষমতাচ্যুত হয়ে দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হন। সেই সঙ্গে তিনি আওয়ামী লীগের মতো একটি ঐতিহ্যবাহী দলকে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দিয়ে অগণিত নেতা-কর্মীর মনোবল ভেঙে চুরমার করে দেন।

জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসা বিতর্কিত সরকারের পতনের পর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন শান্তিতে নোবেল বিজয়ী আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তি ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বনামধন্য ২১ উপদেষ্টা। একটা কথা আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, এ সরকার গতানুগতিক অন্তর্বর্তীকালীন সরকার নয়। দেশের এক ক্রান্তিলগ্নে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সিংহভাগ মানুষের সমর্থনে এ সরকার গঠিত। তাই দল-মত নির্বিশেষে সবার উচিত এ সরকারকে সার্বিক সহযোগিতা করা, কারণ বর্তমান সরকার ব্যর্থ হলে বাংলাদেশের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। শত শত ছাত্র-জনতার প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত এ দেশকে তাই আমরা দ্বিতীয় স্বাধীনতা বলে অভিহিত করছি। রাষ্ট্রীয় কাঠামো সংস্কারের মাধ্যমে নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণই হচ্ছে ছাত্রদের মূল লক্ষ্য। ইতোমধ্যে কতিপয় রাজনৈতিক দল অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে কর্মপরিকল্পনা ঘোষণা করে একটি যৌক্তিক সময়ের মধ্যে নির্বাচন দিতে চাপ দিচ্ছে। সে লক্ষ্যে বর্তমান সরকার বেশকিছু রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংলাপ শুরু করেছে এবং দ্রুততম সময়ের মধ্যে একটি কর্মপরিকল্পনা জাতির সামনে তুলে ধরার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছে। একটি বিষয়ে আমাদের পরিষ্কার ধারণা রাখা উচিত, তা হলো গত আওয়ামী লীগ সরকারের শাসনামলে রাষ্ট্রের এহেন কোনো প্রতিষ্ঠান নেই, যা দুর্নীতিতে নিমজ্জিত ছিল না। এর আগে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের শাসনামলও তেমন সুখকর ছিল না বললেই চলে। ভবিষ্যতে যে দলই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন হবে, তাকে অতীতের সব গ্লানি মুছে দিয়ে ছাত্র-জনতার কাঙ্ক্ষিত নতুন

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস উপদেষ্টাদের সাথে নিয়ে ৯ই আগস্ট ২০২৪ ঢাকায় কেন্দ্রীয় শহিদমিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে ১৯৫২-এর ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে এক মিনিট নীরবতা পালন করেন– পিআইডি

বাংলাদেশ উপহার প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া উচিত। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ ও সেন্টার ফর গভর্নেন্স স্টাডিজসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল রাষ্ট্রকাঠামো সংস্কারে যেসব প্রস্তাব দিয়েছে, বর্তমান সরকার তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করে ভবিষ্যৎ সরকারের জন্য তা যেন কার্যকর হয়, সে বিষয়ে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে বলে আশা করা যায়। আগামীতে যে দলই সরকার গঠন করবে, সেই দলের মধ্যে গণতন্ত্রচর্চা অব্যাহত রেখে দলের খোলনলচে পালটাতে হবে। যদি এর ব্যত্যয় ঘটে, তাহলে সহস্রাধিক প্রাণের বিনিময়ে ছাত্র-জনতার কষ্টার্জিত ফল বিফলে যাবে। শুধু তাই নয়, নতুন বাংলাদেশ গঠনে ব্যর্থ হলে ছাত্র-জনতা থেকে শুরু করে সর্বস্তরের মানুষ নতুন সরকারকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখবে এবং সেইসঙ্গে আত্মদানকারী শহিদদের রক্তের সঙ্গে বেইমানির কারণে জাতি তাদের কখনো ক্ষমা করবে না।

নতুন সরকারের কর্মকাণ্ডে যদি আগের সরকারের মতো নানা অপকর্মের ধারা দৃশ্যমান হয়, তাহলে একথা দ্বিধাহীনচিত্তে বলা যায়, ২০০৮ থেকে ২০২৪ সালের প্রারম্ভিক সময় পর্যন্ত রাষ্ট্রক্ষমতা দখলকারী সরকারের যে পরিণাম হয়েছে, নয়া সরকারের ক্ষেত্রে তার চেয়েও ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে।

তাই আগামীতে যাদের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে, তাদের এখন থেকেই সতর্ক পন্থা অবলম্বন করা উচিত, যাতে করে দেশে আর কখনো স্বৈরাচারী সরকারের পুনরাবৃত্তি না ঘটে।

ড. মো. মনিরুজ্জামান: সহযোগী অধ্যাপক, ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর

প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে বিভিন্ন দেশের অভিনন্দন

নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনূস বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব গ্রহণ করায় তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ বিভিন্ন দেশ ও জোট। তারা নতুন সরকারের সঙ্গে কাজ করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। আশা করেছে, এ সরকার গণতান্ত্রিক ক্ষমতা হস্তান্তরে কাজ করবে।

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার বলেছেন, বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক উত্তরণের পথে অন্তর্বর্তী সরকার কী পরিকল্পনা নেয়, ওয়াশিংটন তা দেখতে চায়। ৮ই আগস্ট মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের নিয়মিত ব্রিফিংয়ে তিনি এ কথা বলেন।

আরেক প্রশ্নের জবাবে পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র বলেন, ড. ইউনূস সহিংসতা বন্ধ করার যে আহ্বান করেছেন, তাঁকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। আমরা চাই, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ও ড. ইউনূস বাংলাদেশের জন্য একটি গণতান্ত্রিক ভবিষ্যৎ তৈরি করুক। আমরা তাঁদের সঙ্গে কাজ করতে প্রস্তুত।

চীনও বাংলাদেশের নতুন অন্তর্বর্তী সরকারকে স্বাগত জানিয়েছে। একইসঙ্গে দেশটি দুই দেশের মধ্যে যোগাযোগ ও সহযোগিতা বৃদ্ধিতে কাজ করে যাবে বলে প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছে।

মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম ৯ই আগস্ট নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পোস্টে লিখেছেন, ড. ইউনূসের সুবিশাল অভিজ্ঞতা জাতিকে প্রজ্ঞা ও সততার সঙ্গে পরিচালিত করবে। ড. ইউনূসকে স্বাগত জানিয়ে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ ৯ই আগস্ট নিজের বিবৃতিতে লিখেছেন, বাংলাদেশকে একটি সম্প্রীতিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের দিকে পরিচালিত করার ক্ষেত্রে মুহাম্মদ ইউনূসের মহান সাফল্য কামনা করছি। ইউরোপীয় ইউনিয়নের পররাষ্ট্রনীতি বিষয়কপ্রধান জোসেপ বোরেল বিবৃতিতে বলেছেন, বাংলাদেশের নতুন প্রশাসনের সঙ্গে কাজ করতে চান তারা। এছাড়া ড. ইউনূসকে অভিনন্দন জানিয়ে নতুন দায়িত্বে তাঁর সাফল্য কামনা করেছেন তুরস্কের ফার্স্ট লেডি এমিনি এরদোয়ান। তুরস্কের *দৈনিক সাবাহ* এ খবর দিয়েছে।

প্রতিবেদন: পি আর শ্রেয়সী

বন্যার্তদের পাশে বৈষম্যবিরোধী ছাত্রসমাজ

বন্যার্তদের জন্য টিএসসিতে গণত্রাণ সংগ্রহ করছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন

দেশের বিভিন্ন জেলায় বন্যার্ত মানুষকে সহযোগিতা করার জন্য গণত্রাণ সংগ্রহ করছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে (টিএসসি) ছাত্র আন্দোলনের এই কর্মসূচিতে ব্যাপক সাড়া পড়েছে। বিভিন্ন পর্যায়ের মানুষ নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী ত্রাণ ও নগদ অর্থ তুলে দিচ্ছেন আন্দোলনের প্রতিনিধিদের হাতে।

দেশে চলমান বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের সহযোগিতায় 'গণত্রাণ সংগ্রহ কর্মসূচি' -এর আওতায় ২৪শে আগস্ট ২০২৪ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসিতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শিক্ষার্থীরা ঔষধ, নগদ অর্থ ও ত্রাণ সামগ্রী সংগ্রহ করছে– পিআইডি

২২শে আগস্ট বিকেলে টিএসসিতে সরেজমিনে দেখা গেছে, টিএসসির মূল ফটকের সামনে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ব্যানারে চেয়ার-টেবিলসহ বুথ তৈরি করে গণত্রাণ সংগ্রহ করা হচ্ছে। আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক রাফিয়া রেহনুমাসহ এক দল শিক্ষার্থীকে সেখানে দেখা গেল। স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে সেখানে অনেক শিক্ষার্থী কাজ করছেন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের এই উদ্যোগে গণত্রাণ কর্মসূচিতে শামিল হতে কেউ মুড়ি-চিড়া, কেউ বিস্কুটসহ শুকনো খাবার নিয়ে আসছেন। স্বেচ্ছাসেবকরা সেগুলো হাতে কিংবা কাঁধে করে টিএসসির অভ্যন্তরীণ ক্রীড়াকক্ষে জমা করছেন।

দেশে চলমান বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের সহযোগিতায় 'গণত্রাণ সংগ্রহ কর্মসূচি'-এর আওতায় ২৪শে আগস্ট ২০২৪ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসিতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শিক্ষার্থীরা ঔষধ, নগদ অর্থ ও ত্রাণ সামগ্রী সংগ্রহ করছে– পিআইডি

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের এই উদ্যোগে কেউ কেউ নগদ টাকা দিয়ে শামিল হচ্ছেন। বুথে বসা শিক্ষার্থীরা খাতায় অনুদানের অঙ্ক লিখে টাকা জমা রাখছেন।

২১শে আগস্ট বুধবার বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক আবু বাকের মজুমদার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে গণত্রাণ সংগ্রহের এই উদ্যোগের ঘোষণা দেন। আন্দোলনের সব সমন্বয়ক ও স্বেচ্ছাসেবকদের নিজ নিজ জেলা-উপজেলায় স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও জনসাধারণের সঙ্গে সমন্বয় করে স্বেচ্ছাসেবী দল গঠনের আহ্বান জানান বাকের। কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদল সবার সঙ্গে সমন্বয় করে বন্যাকবলিত মানুষের জন্য রেসকিউ অপারেশন ও ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়।

[সূত্র: দৈনিক প্রথম আলো, ২২শে আগস্ট ২০২৪]

বন্যার্তদের জন্য বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের 'রেসকিউ ও ত্রাণ বিতরণ' কর্মসূচি

নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, ফেনী, কুমিল্লাসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় বন্যাকবলিতদের পাশে দাঁড়াতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। সারাদেশে রেসকিউ অপারেশন ও ত্রাণ বিতরণ কর্মসূচি পালন করবে তারা।

২১শে আগস্ট বুধবার বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক আবু বাকের মজুমদারের স্বাক্ষর করা এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বাংলাদেশ বর্তমানে এক সংকটময় পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে উল্লেখ করে বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ভারত থেকে আসা উজানের নদীগুলোর বাঁধ খুলে দেওয়ায় নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, কুমিল্লা, মৌলভীবাজার, সিলেট ও খাগড়াছড়িসহ দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় এলাকাগুলো পাহাড়ি

ঢল ও বন্যার কবলে পড়েছে। একই সঙ্গে দেশের উত্তরাঞ্চলেও বন্যার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে, 'বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন' সারাদেশে রেসকিউ অপারেশন এবং ত্রাণ বিতরণ কর্মসূচি চালু করতে যাচ্ছে।

নিজ নিজ এলাকায় স্বেচ্ছাসেবী দল গঠনের আহ্বান জানিয়ে এতে আরও বলা হয়, এই কার্যক্রম সফলভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে 'বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন' একটি পাবলিক ফান্ড রেইজিংয়ের উদ্যোগ শুরু করছে। সব ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক এবং ভলান্টিয়ারদের আহ্বান জানানো হচ্ছে, আপনারা নিজ নিজ জেলা-উপজেলায় স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এবং জনসাধারণের সঙ্গে সমন্বয় করে স্বেচ্ছাসেবী দল গঠন করুন। কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল আপনাদের সাথে সমন্বয় করে বন্যাকবলিত এলাকার মানুষদের জন্য রেসকিউ অপারেশন ও ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

এতে নির্দেশনা দিয়ে বলা হয়, নিজ নিজ এলাকায় ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একাধিক হটলাইন নম্বর চালু করুন এবং নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করুন। নিকটস্থ নিরাপদ আশ্রয়স্থলগুলো চিহ্নিত করে তা সংশ্লিষ্ট এলাকার মানুষদের জানিয়ে দিন।

[সূত্র: বাংলা ট্রিবিউন, ২২শে আগস্ট ২০২৪]

শপথ নিয়ে সাম্যের বার্তা উপদেষ্টা মো. নাহিদ ইসলামের

বঙ্গভবনের দরবার হলে ৮ই আগস্ট রাত ৯টা ২৭ মিনিটে শপথ নিয়েছেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টারা। প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে প্রথমে ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে শপথ পাঠ করান রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন। এরপর বাকি ১৬ উপদেষ্টার মধ্যে ১৩ জন শপথ পাঠ করেন।

নবগঠিত এই অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা হিসেবে শপথ নেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক নাহিদ ইসলাম। শপথ নেওয়ার পর গণমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে নাহিদ ইসলাম বলেন, নতুন বাংলাদেশ তৈরি করাই আমাদের লক্ষ্য। তিনি আরও বলেন, রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গেও আমাদের আলোচনা হবে। সকলের সহযোগিতার ভিত্তিতে জনগণ যতদিন চাইবে, জনগণ যেদিকে বলবে, সেদিকেই এই সরকার ধাবিত হবে।

নাহিদ বলেন, বাংলাদেশ তারুণ্যের হাতে থাকলে বাংলাদেশ পথ হারাবে না। আমাদের প্রধান লক্ষ্য সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক নির্বাচন। তবে এর আগে অন্যান্য রাষ্ট্রীয় কাঠামোর সংস্কার প্রয়োজন।

রাষ্ট্র সংস্কার বিষয়ে তিনি বলেন, আমরা সেবা দিতেই এখানে এসেছি, আমাদের প্রতিশ্রুতি পূরণ করতেই এসেছি।

প্রতিবেদন: আলেয়া রহমান

ছাত্র-জনতার আন্দোলনে বারুদ হয়ে ওঠা স্লোগানগুলো

আন্দোলনের ভাষা হলো স্লোগান। তবে স্লোগান আগে থেকে ঠিক করা থাকে না। মিছিল ও সমাবেশ থেকে স্লোগান জন্ম নেয়। হয়ে ওঠে আন্দোলনকারীদের দাবির প্রতীক।

সরকারি চাকরিতে কোটা ব্যবস্থা সংস্কারের দাবিতে গত ১লা জুলাই আন্দোলনে নামে 'বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন'। আন্দোলনে নানান ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে বদল আসে স্লোগানে। এসব স্লোগান আন্দোলনকারীদের মধ্যে বারুদের মতো কাজ করে। জোগায় ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের প্রেরণা।

শুরুতে আন্দোলন অহিংসই ছিল। কিন্তু শিক্ষার্থীদের ওপর ছাত্রলীগসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী চড়াও হলে ১৫ই জুলাই আন্দোলন সহিংস হয়ে ওঠে। এরপর ধীরে ধীরে শিক্ষার্থীদের এই আন্দোলন প্রবল আন্দোলনের রূপ নেয়। বাড়তে থাকে সহিংসতা। শেষে সরকার পতনের এক দফা দাবি তুলে ছাত্র-জনতার তুমুল আন্দোলন সফল হয়। ৫ই আগস্ট পতন ঘটে শেখ হাসিনা সরকারের।

কোটা সংস্কার থেকে সরকার পতনের দাবি— এই আন্দোলনের শেষ তিন সপ্তাহে তৈরি হয়েছে নতুন নতুন স্লোগান। বদলেছে দাবির ভাষাও।

'আমি কে তুমি কে, রাজাকার, রাজাকার; কে বলেছে, কে বলেছে, স্বৈরাচার, স্বৈরাচার' -এর মতো শ্লেষের প্রতিবাদ একপর্যায়ে রূপ নেয় সরকার পতনের এক দফা এক দাবিতে। 'এক দুই তিন চার, শেখ হাসিনা গদি ছাড়'-এর মতো বজ্রকঠিন কিছু স্লোগান ওঠে।

মাঝের তিন সপ্তাহে যে স্লোগানগুলো শোনা গিয়েছিল সেখানে আছে— 'চাইলাম অধিকার হয়ে গেলাম রাজাকার'; 'আপোশ না সংগ্রাম, সংগ্রাম সংগ্রাম' এবং 'দালালি না রাজপথ, রাজপথ রাজপথ'-এর মতো আরও অনেক স্লোগান।

তবে আন্দোলনের গতি আর এসব স্লোগান তীব্র হয়ে ওঠে আবু সাঈদের মৃত্যুর পর। গত ১৬ই জুলাই কোটা সংস্কার আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে নিহত হন রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবু সাঈদ। এর পর থেকেই স্লোগান শুরু হয়— 'আমার খায়, আমার পরে, আমার বুকেই গুলি করে'; 'তোর কোটা তুই নে, আমার ভাই ফিরিয়ে দে'; 'বন্দুকের নলের সাথে ঝাঁজালো বুকের সংলাপ হয় না' এবং 'লাশের ভেতর জীবন দে, নইলে গদি ছাইড়া দে' এসব স্লোগান, যেখানে কয়েকটি শব্দেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে জনতার এই দাবির সঙ্গে আছে প্রাণ হারানোর যন্ত্রণা।

এরপর পরিস্থিতি যত বদলেছে, তত যুক্ত হয়েছে নতুন নতুন স্লোগান। বর্তমান প্রজন্মের মুখে উঠে এসেছে আগের প্রজন্মের শব্দ-বাক্যও। যেমন ২রা আগস্ট রাজধানীর নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে শিক্ষার্থীরা স্লোগান দিয়েছিলেন– 'আমার সোনার বাংলায় বৈষম্যের ঠাঁই নাই'; 'একাত্তরের হাতিয়ার গর্জে ওঠো আরেকবার'; 'যে হাত গুলি করে, সে হাত ভেঙে দাও' এবং 'অ্যাকশন অ্যাকশন ডাইরেক্ট অ্যাকশন'।

৩রা আগস্ট ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ থেকে শোনা যায়– 'আমার ভাই কবরে, খুনিরা কেন বাইরে'; 'আমার ভাই জেলে কেন' এবং 'গুলি করে আন্দোলন বন্ধ করা যাবে না' এসব স্লোগান।

সায়েন্সল্যাব মোড়ে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ মিছিল থেকে শোনা যায়– 'জাস্টিস জাস্টিস, উই ওয়ান্ট জাস্টিস'; 'জ্বালো রে জ্বালো, আগুন জ্বালো' এবং 'দিয়েছি তো রক্ত, আরও দেব রক্ত' -এর মতো স্লোগানগুলো।

শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে আরও অনেকের মতো একাত্ম হয়েছিলেন রিকশাচালকেরা। ৩রা আগস্ট দুপুরে কেন্দ্রীয় শহিদমিনারসহ রাজধানীর বিভিন্ন জায়গায় 'গুলি করে আন্দোলন বন্ধ করা যাবে না'; 'রক্তের বন্যায়, ভেসে যাবে অন্যায়'; 'তুমি কে আমি কে, রাজাকার রাজাকার, কে বলেছে কে বলেছে

স্বৈরাচার স্বৈরাচার' এবং 'আমার ভাইয়ের রক্ত, বৃথা যেতে দেব না' ইত্যাদি স্লোগান দিয়েছিলেন রিকশাচালকেরা।

১৫ই জুলাই রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের 'আমি কে তুমি কে, রাজাকার রাজাকার, কে বলেছে কে বলেছে স্বৈরাচার স্বৈরাচার'– স্লোগানটি আন্দোলনে নতুন গতি দিয়েছিল।

তবে সবচেয়ে বেশি সাড়া ফেলে 'বুকের ভেতর অনেক ঝড়, বুক পেতেছি গুলি কর' স্লোগানটি। আর এসব স্লোগানের সঙ্গে সমান গতিতে লংমার্চ করেছে শব্দে লেখা স্লোগানগুলো। মানুষের হাতে হাতে ছিল সেসব। মিছিলে প্ল্যাকার্ড, পোস্টার, ব্যানারে মানুষ লিখে নিয়ে এসেছিল কবিতার পঙ্ক্তি। সেখানে ছিল জহির রায়হান থেকে শুরু করে হেলাল হাফিজের লেখা কবিতা। উঠে এসেছিল কার্টুনে কার্টুনে ব্যঙ্গচিত্রও।

তবে স্লোগানের বিপরীতেও স্লোগান থাকে। থাকে প্রতিবাদের প্রতিবাদ। যেমন– ১৭ই জুলাই আন্দোলনকারীদের 'ঔদ্ধত্যপূর্ণ ও উসকানিমূলক' স্লোগানের তীব্র নিন্দা, প্রতিবাদ ও ধিক্কার জানিয়ে ৪২৩ জন সাবেক ছাত্রনেতা বিবৃতি দিয়েছিলেন। সেখানে তারা স্লোগান দেন- 'বঙ্গবন্ধুর বাংলায়, রাজাকারের ঠাঁই নাই'।

ছাত্র-জনতার মুখের স্লোগানগুলো শুধু মুখেই সীমাবদ্ধ ছিল না। সেসব স্লোগান লেখা ছিল প্ল্যাকার্ডেও। 'অনাস্থা অনাস্থা, স্বৈরতন্ত্রে অনাস্থা'; 'চেয়ে দেখ এই চোখের আগুন, এই ফাগুনেই হবে

দ্বিগুণ'; 'তবে তাই হোক বেশ, জনগণই দেখে নিক এর শেষ'; 'আমরা আম-জনতা, কম বুঝি ক্ষমতা'; 'তোমারে বধিবে যে গোকূলে বাড়িছে সে'; 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস'; 'হাল ছেড় না বন্ধু বরং কণ্ঠ ছাড় জোরে'; 'ফাইট ফর ইওর রাইটস'; 'নিউটন বোমা বোঝো মানুষ বোঝো না' লেখার মতো শ্লেষাত্মক প্ল্যাকার্ডও ছিল হাতে হাতে।

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বলপ্রয়োগে অসংখ্য আন্দোলনকারীর প্রাণহানিতে পরিস্থিতি যত অবনতির দিকে যাচ্ছিল, ততই জোরালো হচ্ছিল স্লোগানের ভাষা।

গুলিতে শত শত মানুষের প্রাণহানির পর শেষ দিকে এসে শেখ হাসিনার পতনের এক দফা দাবিতে নানা স্লোগান শোনা যায়। এর মধ্যে ব্যাপক আলোচিত হয় আঞ্চলিক একটি স্লোগান– 'আঁর ন হাঁইয়্যে, বৌতদিন হাঁইয়্য' (আর খেয়ো না, অনেক দিন খেয়েছ)। চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষার এই স্লোগান শোনা গেছে ২রা আগস্ট থেকে।

ব্রিটিশবিরোধী লড়াইয়ের সাড়া জাগানো 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' থেকে ২০১৮ সালের নিরাপদ সড়ক আন্দোলনের 'যদি তুমি ভয় পাও তবে তুমি শেষ, যদি তুমি রুখে দাঁড়াও, তবে তুমিই বাংলাদেশ'-এর মতো শত শত স্লোগান সাক্ষী হয়ে আছে মানুষের দাবি আর আন্দোলনের ইতিহাস নিয়ে। শুধু রাজনীতি নয়, স্লোগানে স্লোগানে লেখা থাকে সমাজনীতি, অর্থনীতি, পরিবেশের কথা।

[সূত্র: প্রথম আলো, ১২ই আগস্ট ২০২৪]

উপদেষ্টা পরিষদে ছাত্র আন্দোলনের দুই সমন্বয়ক

অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা হিসেবে জায়গা পেয়েছেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের দুই সমন্বয়ক নাহিদ ইসলাম ও আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। তারা দুজনই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। ৮ই আগস্ট ২০২৪ রাত ৯টায় বঙ্গভবনে অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টাদের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান হয়।

ঢাকার বনশ্রীর ছেলে নাহিদ ইসলাম ২০১৬-২০১৭ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হয়েছিলেন। আর ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের ২০১৭-২০১৮ শিক্ষাবর্ষের ছাত্র আসিফ মাহমুদের বাড়ি কুমিল্লায়।

সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে গেল জুলাইয়ে যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল, তা পরিচালিত হয় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মাধ্যমে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক হিসেবে গণমাধ্যমের সামনে কথা বলে পরিচিত মুখ হয়ে ওঠেন নাহিদ ইসলাম। এরপর এই আন্দোলন আরও গতিশীল হলে আসিফ মাহমুদসহ অন্যরাও আলোচনায় আসেন।

এই সরকারের উপদেষ্টা হওয়া নাহিদ ও আসিফ দুজনই গণতান্ত্রিক ছাত্রশক্তি নামের একটি ছাত্রসংগঠনের নেতা। নাহিদ সংগঠনটির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যসচিব আর আসিফ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আহ্বায়ক।

প্রতিবেদন: প্রণব দাশ

আমরা ইতিহাস লিখবো

জগলুল হায়দার

এই জুলুমের প্রতিটা দাঁড়ি কমা সেমিকোলনকে কালের খিলানে পোস্ট কইরা; আমরা ইতিহাস লিখবো।
ছররা গুলির প্রতিটা দানার ভিতর লুকানো শাসকের সুপ্ত বিদ্বেষ উল্লেখ কইরা; আমরা ইতিহাস লিখবো।
আমাদের ট্যাক্স ও রেমিট্যান্সে কেনা প্রতিটা বুলেট বন্দুকের গাদ্দারি নিয়া; আমরা ইতিহাস লিখবো।
জলপাই বহর আর হায়েনা হেলিকপ্টারের নজিরবিহীন জিঘাংসা নিয়া; আমরা ইতিহাস লিখবো।
সংবিধানের ধারা উপধারার নির্মম নির্লজ্জ শ্লীলতাহানি নিয়া;
আমরা ইতিহাস লিখবো।
ক্ষতবিক্ষত রাজপথ গলি উপগলির বিদীর্ণ হাহাকার আর আর্তচিৎকার মাইখা; আমরা ইতিহাস লিখবো।
দালাল মিডিয়ার প্রতিটা মিথ ও মিথ্যাকে দুনিয়াব্যাপী নাঙ্গা কইরা;
আমরা ইতিহাস লিখবো।
স্বপ্নাহত প্রতিটা ফুল পাখি ঘাসবিচালি পাপড়ি পাতার মর্মর ধ্বনিতে;
আমরা ইতিহাস লিখবো।
বুক পেতে ঢেলে দেয়া শত শহিদের স্পর্ধিত লহুকে পবিত্র কালি কইরা; আমরা ইতিহাস লিখবো।
সন্তানহারা প্রতিটা মায়ের অশ্রুভেজা চোখ ও গগনবিদারী লানত নিয়া; আমরা ইতিহাস লিখবো।
পুত্রের লাশ কাঁধে গোরস্তানে হেঁটে যাওয়া ধস্ত পিতার অভিশাপ নিয়া;
আমরা ইতিহাস লিখবো।
ভাইহারা প্রতিটা বোনের অঝোর কান্নার দুকূলপ্লাবী বেদনার্ত ঢেউ নিয়া; আমরা ইতিহাস লিখবো।
অধিকারকাড়া এই বেরহম ব্ল্যাকআউটের বেশুমার নির্মমতা নিয়া;
আমরা ইতিহাস লিখবো।
রক্তপিপাসু প্রতিটা সমসাময়িক সীমারের ক্লেদাক্ত মুখ সাঁইটা;
আমরা ইতিহাস লিখবো।
পদ্মা তিতাস যমুনা মেঘনায় বয়ে যাওয়া কান্নার লোহিত রোল নিয়া;
আমরা ইতিহাস লিখবো।

আমরা ইতিহাস লিখবো বিরান বিশ্ববিদ্যালয়, সুনসান হলের
চকিত স্তব্ধতা নিয়া।
আমরা ইতিহাস লিখবো বাচ্চাদের স্কুলের গুলিবিদ্ধ দুঃখী দেয়াল ও
পথে পইড়া থাকা কাম্য পানির জার নিয়া।
আমরা ইতিহাস লিখবো মসজিদে কাতারবন্দি মানুষের ভরসার
মূলে ব্যাটন-চার্জ নিয়া।
আমরা ইতিহাস লিখবো বনপোড়া হরিণের মতো দিগ্‌বিদিক শূন্য
জনতার ছেঁড়া চপ্পলে উৎকীর্ণ ঘিন্না নিয়া।
আমরা ইতিহাস লিখবো ৫৬ হাজার বর্গমাইলের ক্লান্ত অবসন্ন
প্রতিটা দাগ খতিয়ান ও পর্চার প্রশ্ন নিয়া।
আমরা ইতিহাস লিখবো দুঃশাসনের যেমন লিখেছি
হালাকু চেঙ্গিস হিটলারের নৃশংসতা নিয়া।
খোদার কসম! তার চাইতেও ক্রুদ্ধ শব্দে-লফজে
আমরা এই জুলমতের ইতিহাস লিখবো।

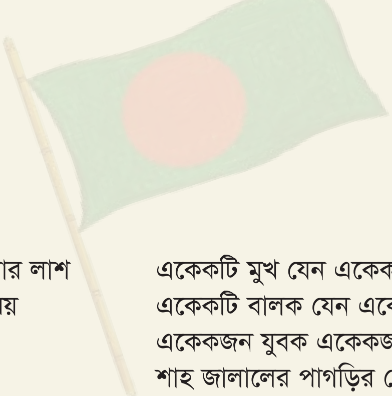

গ্রাফিতি বাংলাদেশ

জাকির আবু জাফর

যখন চারদিকে মৃত্যু আর মৃত্যু, লাশ আর লাশ
যখন দিকে দিকে টগবগে বিক্ষোভ বিস্ময়
প্রতিরোধের উত্তাপে ফুটন্ত বিপ্লব
সেই জুলাই বিপ্লবের আগুনঝরা দিন!
হৃদয় নিংড়ানো রঙের আঁচড়ে
তখনই জন্মালো গ্রাফিতি!
এমন এঁকেছে কি পৃথিবীর কোনো বিপ্লবের তুলি!

ঢাকার প্রতিটি দেয়াল গ্রাফিতির
একেকটি বর্ণিল পৃষ্ঠা
প্রতিবাদ-বিক্ষোভের একেকটি বিশাল ক্যানভাস
হৃদয়গ্রাহী স্লোগান, কবিতার বারুদ যেন
কোটি কণ্ঠের সমস্বর!
বৈষম্যহীন আন্দোলনের এ এক শিল্পিত রূপ!

শিল্পকর্মে জ্বলে উঠলো একেকটি বাক্য
একেকটি স্লোগান, তীব্র তীক্ষ্ণ বুলেট,
বিঁধে গেলো ফ্যাসিস্ট স্বৈরিণীর বুকের শিরায়
আগ্নেয়াস্ত্র পরাজিত এসব গ্রাফিতির
রেখার কাছে!

রাজপথের দেয়াল প্রাসাদের পাঁজর এবং পিচপথের কালো দেহে
গ্রাফিতির সমগ্রতায় জড়ানো সাহসের প্রাণ!
চোখ উল্টিয়ে জগতবাসী দেখলো–
দুনিয়ার গ্রাফিতির রাজধানী বাংলাদেশ!

আমাদের শিশুদের হাতেও মাখামাখি গ্রাফিতি-বুলেটের রং
কচিকণ্ঠে মুহুর্মুহু স্লোগান– স্টেপ ডাউন হাসিনা
ক্ষীণহাতে গ্রাফিতির তুলি
যেন রাঙাবে পৃথিবীর মুখ!

এ এক নতুন গল্প, নতুন পাণ্ডুলিপি
প্রথম দেখা পিচঢালা রাস্তায়, রাজপথে
তারপর দেয়ালে, সর্বত্র!
এমনকি ছাত্র-যুবাদের বুকে-পিঠে-মুখেও
গ্রাফিতি উৎসব
প্রাণের সবটুকু ঢেলে মিটিয়ে দিতে চাইলো
স্বৈরাচারীর নৃশংস পদভার!
মানুষের বুক থেকে ক্ষোভ লাফিয়ে উঠলো
দেয়ালে, প্রাসাদের পাঁজরে,
পথপ্রান্তের শরীরে, বিপণিবিতানের সাটারে

একেকটি মুখ যেন একেকটি তিতুমীর
একেকটি বালক যেন একেকজন বখতিয়ার
একেকজন যুবক একেকজন খান জাহান
শাহ জালালের পাগড়ির ভেতর থেকে যেন
বেরিয়ে এলো বীরত্বের নিশান!

কোনো কোনোদিন শহর শূন্য হলেও
দেয়ালে জাগ্রত এই বিস্ময় গ্রাফিতি
দিনভর এবং সারারাত ছড়িয়ে দেয় প্রতিবাদ, বিক্ষোভ, আগুন
জগতে প্রতিবাদের ইতিহাসে এ এক নতুন হাতিয়ার!

পৃথিবীর চোখ থেকে উড়ে এলো বিস্ময়!
তরুণ বিপ্লবীর অবিশ্বাস্য সাহসী উচ্চারণ–
'পেছনে পুলিশ সামনে স্বাধীনতা!'
সহসা কেঁপে উঠলো বাংলাদেশের বুক
এবং একটি মাস তার শরীর ছাড়িয়ে দীর্ঘ হলো, হয়ে উঠলো ৩৬ জুলাই
হেসে উঠলো গ্রাফিতির আনন্দে!
এমন বিস্ময় জাগানিয়া বিপ্লবের সচিত্র উত্তাপ একবারই দেখলো পৃথিবী।

কবিতা-গানে গ্রাফিতি হলেন নজরুল–
'কারার ঐ লৌহ কপাট
ভেঙে ফেল কররে লোপাট
রক্ত জমাট
শিকল পূজার পাষাণ বেদি'
আরও আরও নজরুলীয় বুলেট–
'দুর্গমগিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশিথে যাত্রীরা হুশিয়ার'
কিংবা 'বল বীর বল চির উন্নত মম শির'
এভাবেই কবিতার প্রতিটি পঙ্‌ক্তিতে ছিন্নভিন্ন হলো পাষাণীর বুক
কবিতা হয়ে উঠলো জগতের ফ্যাসিস্ট পতনের নান্দনিক হাতিয়ার!

প্রতিবাদ, প্রতিরোধ এবং হৃদয়চেরা ধ্বনিআঁকা
গ্রাফিতির দেয়াল ফ্যাসিস্ট স্বৈরিণীর মরণচিহ্ন,
তার সমস্ত বাণী, বচন এবং
ষড়যন্ত্রের জাল মুহূর্তে মুছে দেবার অনন্য রং
প্রতিটি গ্রাফিতি তার পালিয়ে যাওয়ার ভয়ংকর নোটিশ!

গ্রাফিতির মতো এমন অস্ত্র আমি আর দেখিনি!

জুলাইয়ের গণ-অভ্যুত্থান ইতিহাসে একটি গৌরবময় ঘটনা

মোহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন

ছাত্ররা একটি জাতির ভবিষ্যৎ। যে শিশু এখন ন্যায়-নীতি, আদর্শ, মূল্যবোধ, স্বশিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছে, সে-ই একদিন হয়ে উঠতে পারে জাতির ভাগ্য পরিবর্তনের কারিগর। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসে ছাত্রসমাজের ভূমিকা সবচেয়ে অগ্রগণ্য। সম্ভাবনাময় বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের ইতিহাসের দিকে লক্ষ করলে দেখা যাবে সকল শৃঙ্খল, অন্যায়-অবিচার ও স্বৈরাচারী শাসন থেকে মুক্তির সুতিকাগার হয়ে উঠেছে ছাত্র আন্দোলন। ২০২৪ সালের ছাত্র-জনতার আন্দোলন বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি গৌরবময় ঘটনা। ইতিহাসে প্রথম ছাত্র আন্দোলন হয় চীনে, ১৬০ খ্রিষ্টাব্দে। তাদের এই আন্দোলন সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছিল। সেই আন্দোলনে ১৭২ জন শিক্ষার্থীকে কারাগারে নিক্ষেপ করে অমানুষিক নির্যাতন করা হয়। ১৮৪৮ সালে ফ্রান্সের শিক্ষার্থীরা রাজা ও সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে, তারা তাদের নিজ নিজ দেশের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে লড়াই করে। ১৯৪৩ সালের 'হোয়াইট রোজ আন্দোলন'-এ মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা নাৎসি শাসনের বিরুদ্ধে এক অহিংস প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু করেন। আন্দোলনে জড়িত থাকার অভিযোগে ছয়জন প্রধান সদস্যকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। বাংলাদেশের ইতিহাসে ছাত্র আন্দোলনের এক অন্যতম দৃষ্টান্ত হলো সাতচল্লিশের দেশভাগের পরবর্তী বাংলাদেশের ইতিহাসে ছাত্র আন্দোলনের এক অনন্য দৃষ্টান্ত রাষ্ট্রভাষা বাংলা করার আন্দোলন। ১৯৫২ সালে ঢাকা শহরের ছাত্ররা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে এ আন্দোলনে নামেন। ২১শে ফেব্রুয়ারি ছাত্রদের বুকের তাজা রক্তের বিনিময়ে অর্জিত হয় রাষ্ট্রভাষা বাংলা। 'বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন', 'উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান', 'একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে' ছাত্ররা মুক্তিবাহিনী গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। স্বাধীনতা-পরবর্তী 'নব্বইয়ের স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন', ২০১৮ সালের 'কোটা সংস্কার আন্দোলন'-এর শেষ ২০২৪ সালে 'ঐতিহাসিক বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলন'।

২০২৪ সালের ১৬ই জুলাই বাংলাদেশসহ বিশ্বের ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা ঘটে। এদিন রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের মেধাবী শিক্ষার্থী আবু সাঈদকে প্রকাশ্যে পুলিশ গুলি করে নৃশংসভাবে হত্যা করে। এ পাশবিক ঘটনা দেশ-বিদেশে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি

করে। যার ফলে সরকারের ক্ষমতায় থাকার পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। আন্দোলনে টর্নেডো গতির সঞ্চার হয়। বাংলাদেশের ইতিহাসে শেখ হাসিনাই একমাত্র কর্তৃত্ববাদী স্বৈরাচারী সরকারপ্রধান, যিনি ক্ষমতাচ্যুত হয়ে দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হন। অবসান হয় প্রায় ষোলো বছরের দুঃশাসনের। একাত্তরে অন্যায় হয়েছিল, এর বিরুদ্ধে বীর বাঙালি রুখে দাঁড়িয়েছিল। ২০২৪ সালেও অন্যায় হয়েছে এবার আমাদের ছাত্র-জনতা রুখে দাঁড়িয়েছে। তাদের বুকের তাজা রক্তের বিনিময়ে এক নতুন বাংলাদেশ দিয়ে গেছে। আমরা যে রাষ্ট্র বা সমাজ নির্মাণ করেছিলাম আমাদের সন্তানদের সে সমাজ বা রাষ্ট্র ব্যবস্থা পছন্দ হয়নি। তারা এক নতুন রাষ্ট্র নির্মাণে রাস্তায় নেমেছে রুখে দাঁড়িয়েছে। বাচ্চারা আমাদের শিক্ষা দিয়েছে যে আর অন্যায় সহ্য করবে না। এই শিক্ষার্থীরা আমাদের শেকড়কে নাড়া দিয়েছে।

১৫ বছরে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলো ধ্বংস করে দিয়েছিল তৎকালীন সরকার। আওয়ামী লীগের যে ক্ষমতার ভিত্তি, তার কোনোটাই টেকসই ছিল না। কারণ তারা জনগণ থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। ফলে মানুষের একটা ক্যাটালিস্ট বা স্ফুলিঙ্গের দরকার ছিল। সেটাই শিক্ষার্থীদের আন্দোলন দিয়ে শুরু হয়েছে। একতরফা বা জালিয়াতির নির্বাচন, বিরোধীদের ও বিরুদ্ধ মত দমন, অনিয়ম আর দুর্নীতি, আমলা আর প্রশাসনের ওপর নির্ভর করে দলটির টিকে থাকা এই পতনের পেছনে মূল কয়েকটি কারণ হিসেবে উঠে আসছে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দেলন ও তারুণ্যের চেতনায় দেশে একটি নব শক্তির উত্থান ঘটেছে। সমগ্র জাতি আজ স্বপ্ন দেখছে বৈষম্যহীন ও শোষণমুক্ত সমাজ গড়ার। বর্তমান তরুণসমাজ জাতিকে একটি সমৃদ্ধ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অঙ্গিকার নিয়ে দেশকে এগিয়ে নেওয়ার নেতৃত্ব দিচ্ছে। ২০২৪ সালের আমাদের সন্তানদের আত্মত্যাগ ভোলা যায় না। ১৯৭১-এর মুক্তিযোদ্ধাদের উত্তরসূরি এরা।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে আহতদের যাবতীয় চিকিৎসা ব্যয় সরকার বহন করবে। আন্দোলনে যারা আহত হয়েছেন, সরকারি হাসপাতালে তাদের বিনামূল্যে চিকিৎসাসহ যাবতীয় চিকিৎসা ব্যয় বহন করা হবে। একইসঙ্গে আন্দোলনে আহত চিকিৎসাধীন ছাত্র-জনতার চিকিৎসা সেবা সুনিশ্চিতে দেশের সব সরকারি হাসপাতালে আলাদা স্পেশালাইজড ডেডিকেটেড কেয়ার ইউনিট তৈরি করারও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শহিদদের স্মৃতি সংরক্ষণ ও শহিদ পরিবারগুলোকে সহায়তার জন্য গঠন করা হয়েছে 'জুলাই শহিদ স্মৃতি ফাউন্ডেশন'। প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস ফাউন্ডেশনের সভাপতি। ফাউন্ডেশনের অন্যান্য সদস্যরা হলেন– কাজী ওয়াকার আহমদ, মো. নাহিদ ইসলাম, আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া, নূরজাহান বেগম, শারমীন এস মুরশিদ প্রমুখ। এ ফাউন্ডেশনে প্রধান উপদেষ্টার ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল থেকে ইতোমধ্যে ১০০

কোটি টাকা অনুদান দেওয়া হয়েছে। ‘জুলাই শহিদ স্মৃতি ফাউন্ডেশন’-এর মাধ্যমে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শহিদদের পরিবার এবং আহতদের এককালীন ও মাসিক সহায়তা দেওয়া হবে।

আন্দোলনে নিহত শহিদদের প্রত্যেক পরিবার প্রাথমিকভাবে ৫ লাখ টাকা এবং আহত প্রত্যেককে এক লাখ টাকা করে দেওয়া হচ্ছে। এছাড়াও আহতদের চিকিৎসায় যা যা করণীয় সব করবে সরকার। একটি কল্যাণ সংস্থা এতে এক কোটি টাকা অনুদান দিয়েছে। ইতোমধ্যে ৯১ জন আহত ও একজন শহিদের পরিবারকে প্রায় ৮৫ লাখ টাকা দেওয়া হয়েছে। ডিসেম্বর, ২০২৪-এর মধ্যে বাংলাদেশ সরকারের নিকট বাজেট সাপোর্টে যুক্ত হবে ৭৫০ মিলিয়ন ইউএসডি, যার একটি বিষয় পলিসি পর্যায়ে বাস্তবায়ন এ মন্ত্রণালয় করছে। আন্দোলনকে কেন্দ্র করে জুলাই থেকে আগস্ট পর্যন্ত ১০৫ জন শিশুর মৃত্যু হয়েছে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় তাদের পরিবারকে ৫০ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা দিয়েছে। আন্দোলনে আহত শিক্ষার্থী-জনতাকে মোট ৮২,৭৪,৭৯৮/- টাকার সেবা প্রদান করেছে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়। এছাড়া আহত শিক্ষার্থী-জনতার মধ্যে বিনামূল্যে হুইল চেয়ার ও হিয়ারিং এইড প্রদান করা হবে। ‘জুলাই শহিদ স্মৃতি ফাউন্ডেশন’-এর মাধ্যমে সাম্প্রতিক ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানে আহতদের মধ্য থেকে প্রতি সপ্তাহে ২০০ থেকে ৩০০ জনকে সহায়তা প্রদান করবে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। এছাড়াও জামায়াতে ইসলামির পক্ষ থেকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে আহতদের চিকিৎসা ও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর পুনর্বাসনে দক্ষিণ কোরিয়ার কাছে সহায়তা চেয়েছে।

১৫/১০/২০২৪ থেকে ৩১/১০/২০২৪ তারিখের মধ্যে জুলাই অভ্যুত্থানে সকল আহত/নিহত ছাত্র-শ্রমিক-জনতার তথ্যাদি নিজ উদ্যোগে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অনলাইনের মাধ্যমে দাখিল করার বিষয়ে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে ছাত্র আন্দোলনে শহিদদের মধ্যে যদি কারো নাম এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত না হয়, তাহলে শহিদ পরিবারের সদস্য, ওয়ারিশ, প্রতিনিধিদের উপযুক্ত প্রমাণসহ সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক, সিভিল সার্জন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার বা উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করার জন্য বলা হয়েছে। তৎকালীন সরকার ঘোষিত ৫ই আগস্টে চলছিল কারফিউ। এদিন কারফিউ অমান্য করে বেলা ১১ টার পর থেকে সারাদেশের শিক্ষার্থী ও সাধারণ জনগণ শাহবাগে জড়ো হতে থাকে। তারপর শাহবাগ থেকে

আন্দোলনকারীরা গণভবনের দিকে পদযাত্রা শুরু করেন। এ সময় শেখ হাসিনা বেলা দুইটার দিকে পদত্যাগ করেন এবং আড়াইটার দিকে বঙ্গভবন থেকে একটি সামরিক হেলিকপ্টার করে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের উদ্দেশে দেশ ত্যাগ করেন। এরই মধ্য দিয়ে ১৫ বছরেরও বেশি সময়ের ফ্যাসিবাদী শাসনের অবসান ঘটে।

ছাত্র-জনতা ৫ই আগস্ট একটি নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণ করে দিয়েছে। এখন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উপযোগী হিসেবে গড়তে হবে দেশকে। আর যেন দেশে ৫ই আগস্টের পূর্বের অবস্থা ফিরে না আসে সেই কাজগুলোই করতে হবে। আর যদি সে কাজ না করা হয় ইতিহাস ক্ষমা করবে না। ইতিহাস যে সুযোগ করে দিয়েছে সেই সুযোগের পরিপূর্ণ কাজ করতে হবে, সুন্দর বাসযোগ্য একটি সত্যিকারের বাংলাদেশের জন্য।

মোহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন: সিনিয়র তথ্য অফিসার, পিআইডি ফিচার

জুলাই বসন্ত

কাদের বাবু

আমি সেই জুলাইয়ের কথা বলছি
যে জুলাইয়ে বসন্ত নেমেছে, রক্তে লাল বসন্ত!
সেই বসন্তের কথা বলছি, চাকরি ক্ষেত্রে বৈষম্য রোধে যা ছিল বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন।
কিন্তু 'রাজাকার' বলে গালি দিলো শিক্ষার্থীদের। রাতেই প্রতিবাদে ফুঁসে উঠল শিক্ষার্থীরা,
স্লোগান তুলল– 'তুমি কে আমি কে রাজাকার রাজাকার, কে বলেছে কে বলেছে, স্বৈরাচার স্বৈরাচার!'

ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠনকে লেলিয়ে দেয়া হলো, ছাত্রছাত্রী সবাইকে
পিটিয়ে, কুপিয়ে করা হলো আহত। আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ল সারাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে।
বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুরের ছাত্র আবু সাঈদ বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে যায় পুলিশের সামনে।
পাষণ্ড পুলিশ বুকে চালিয়ে দেয় গুলি, লুটিয়ে পড়ল সে। প্রথম শহিদ আবু সাঈদ।
তখন আর এ আন্দোলন বিশ্ববিদ্যালয়েই সীমাবদ্ধ থাকল না, স্কুল-কলেজ ছাড়িয়ে
প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়েও ছড়িয়ে গেল।
আন্দোলন যেন 'আরব বসন্ত' হয়ে ফিরে এলো বাংলায় 'জুলাই বসন্ত' নামে।
মানুষ ফুঁসে উঠল! হরণ করা হয়েছিল বাক্‌স্বাধীনতা, অধিকার চাওয়ার স্বাধীনতা,
জনতা আন্দোলনে নামে শিক্ষার্থীদের সহযোদ্ধা হয়ে।

ন্যায্য অধিকার না মেনে নির্যাতন চালায় দলীয় বাহিনী, নিপীড়ন করা হয় রাষ্ট্রীয় বাহিনী দিয়ে।
নির্বিচারে গুলি করা হয় ভিডিও গেমসের মতো
দেশের ইতিহাসে, হয়তো পৃথিবীর ইতিহাসে নিজ দেশের শিক্ষার্থী-সাধারণ জনতাকে
গুলি করে মেরে ফেলার ইতিহাস এটাই প্রথম।

রাষ্ট্রপ্রধানের পদক্ষেপে এই জুলাইকে শান্ত করা যেত মধ্য জুলাইয়েই।
কিন্তু নিরস্ত্র শিক্ষার্থীর বুকে গুলি চালানো হয়। শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে
পানি খাওয়াতে গিয়ে 'পানি লাগবে কারো পানি' বলে যে মুগ্ধ মুগ্ধতা ছড়ায়
তাকেও গুলিতে শহিদ করে ক্ষমতাসীনরা।

এইবার জুলাই মাস দীর্ঘ সময় ধরে ছিল–
আমি সেই জুলাই বসন্তের কথা বলছি
স্বৈরাচার পতনের জন্য মানুষকে প্রার্থনারত দেখেছি,
সেই বসন্তেই দেখা গেছে কিছু সংস্কৃতিকর্মীকে, যারা শিক্ষার্থীদের
প্রতিপক্ষ বানিয়েছে, ট্যাগ দিয়েছে, ভীতি প্রদর্শন করেছে।
কী করে তারা নিজ বিবেককে উত্তর দেবে! ধিক তাদের!
আমি সেই জুলাই বসন্তের কথা বলছি–
আন্দোলনে নামার কারণে কার্ফু জারি করা হলো যখন,
অন্তর্জাল ব্লাকআউট করে দেয়া হলো, বিশ্বের সাথে বন্ধ করে দেয়া হলো যোগাযোগ।
রাতের আঁধারে আতঙ্ক ভর করল জনমানুষের মনে। পেটুয়া বাহিনী দিয়ে
তুলে নিয়ে যাওয়া হলো আন্দোলনকারীদের;
অত্যাচারের পর বন্দুক তাক করে দেয়া হলো মিথ্যা বিবৃতি–

কিন্তু ছাত্ররা দমে যাওয়ার নয়, তারা বুক এগিয়ে দিয়ে বলল– 'বুকের ভেতর অনেক ঝড়, বুক পেতেছি গুলি কর'।
ইন্টারনেট চালু হওয়ার সাথে সাথে ফেসবুক, ইউটিউব, হোয়াটসঅ্যাপে অত্যাচারের
চিত্র ভেসে আসতে লাগল।
নির্ঘুম রাত কেটেছে নাগরিকের।
বীভৎস দমনপীড়নের চিত্র সরকারের ফ্যাসিবাদী রূপ মানুষের মনে ঘৃণা ছড়িয়ে
তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠল।
৯ দফা দাবিতে ফের রাজপথে ছাত্র-জনতা। তাতেও কানে তুলল না শাসকগোষ্ঠী।
মানুষের জীবন তুচ্ছ করে সম্পদের ক্ষতির হিসাবে ব্যস্ত তারা।
জনমনে হায় হায়– জীবনের চেয়ে সম্পদের দাম বেশি– এ তো স্বৈরাচার।
ঘরে ঘরে প্রতিবাদের ঝড়, স্বৈরাচার পতনের 'এক দফা' আন্দোলন।
'জেন জি' নামে যে জেনারেশন বেড়ে উঠেছে, যাদের আমরা ফার্মের মুরগি বলে ভর্ৎসনা করি;
তারাও নেমে এলো আন্দোলনে। বুকের তাজা রক্ত দিল। যে যেভাবে পারে সহযোগিতার হাত বাড়াল।
এ যেন একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের মতোই আরেকটি যুদ্ধ করছি আমরা।
পহেলা জুলাই শুরু হওয়া আন্দোলন 'জুলাই' পেরিয়ে আগস্টে। কিন্তু কেউ আর 'আগস্ট' লিখল না।
সবাই লিখল– ৩২ জুলাই, ৩৩ জুলাই, ৩৪ জুলাই, ৩৫ জুলাই।
শত শত ছাত্র-জনতার রক্তে রঞ্জিত 'জুলাই বসন্ত' প্রস্ফুটিত হয়ে উঠল রক্ত লাল জবায়!
আর এভাবেই জুলাই বসন্তের ফসল উঠল ৩৬ জুলাই!

চব্বিশের গান
ইকবাল কবীর রনজু

রাতের আঁধার কেটে এলো আলোর সকাল
টুঁটি চেপে ধরে মুখ বন্ধ রাখবে কতকাল
গণহত্যার প্রতিবাদে অন্তরাত্মা যখন কাঁদে
প্রতিবাদী মানুষ তখন ছিঁড়বেই তো জাল।

বৈষম্যের জাঁতাকলে পিষ্ট যখন পুরো জাতি
লৌহ শিকলে বন্দি করে দিনকে বলেছো রাত্রি
গুলিবিদ্ধ শত শত প্রাণ জন্ম দিলো অগণিত গান
বোঝনি মানব মনের ভাষা করেছো গালাগাল।

শত সহস্র ছাত্র-জনতা করেছিলে কারাবন্দি
রক্তের দাগ ঢাকতে তুমি এঁটেছিলে কত ফন্দি
বুঝেছো শুধু নিজের ব্যথা ভাবোনি অন্যের কথা
বাহান্ন, একাত্তর আর চব্বিশ এক ও সমান্তরাল।

৩৬ দিনে স্বাধীনতা
মুহাম্মদ ইসমাঈল

৩৬ দিনের স্বাধীনতার পেছনে
আমরা নজরুলকে পেয়েছি।
প্রতিটি মিছিলের নেতৃত্ব দিয়েছেন নজরুল
শহরের দেয়ালে দেয়ালে যত গ্রাফিতি আঁকা হয়েছে
সেখানেও সরব নজরুল।
গোটা আন্দোলনে বার বার ধ্বনিত হয়েছে–

বল বীর–
কারার ঐ লৌহ কপাট–
মোরা ঝঞ্ঝার মতো উদ্দাম–
দুর্গমগিরি কান্তার মরু–
চল চল চল–
থাকব নাকো বদ্ধ ঘরে–
নজরুল যেন আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখেছেন আমাদের।

শহিদের চাওয়া
এম. আলমগীর হোসেন

হাজার সাঈদ রক্ত দিয়ে
করলো দেশ স্বাধীন,
জনম জনম শোধ হবে না
ঘুষ-দুর্নীতি-স্বজনপ্রীতি
করতে হবে শেষ,
গড়তে হবে সুখী সুন্দর
বৈষম্যহীন দেশ।
ফের যেন না আসে দেশে
কোনো স্বৈরাচার,
স্বাধীন দেশে সবাই পাবে
ন্যায্য অধিকার।
শান্তি সুখে ভরুক এ দেশ
শহিদেরা চান,
অশান্তি অনিষ্টকারী
ভালো হয়ে যান।

বাঁধনহারার গান
অরণ্যগুপ্ত

জাতীয় কবি নজরুল ইসলাম প্রেম ও দ্রোহের কবি;
গান-কবিতার দারুণ ছন্দে দোলে রঙিন ছবি।
রণ সংগীত ঝংকারে হায় বিদ্রোহী বীর নজরুল,
যাঁর কবিতায় হেসে ওঠে জুঁই-চামেলি ফুল।
বাঁধনহারার বাজলো প্রাণে কালবোশেখের গান–
জাগরণের সেতার বাজে হাওয়ার কলতান।

ঝড়ক্ষুব্ধ মেঘলাকাশে বিদ্রোহী বীর হাসে;
খেপাটে সে বাউল নাচে চৈতালি বাতাসে।
বাধার দুয়ারে হানতে আঘাত বাজলো বীরের বাঁশি
ভিনদেশি বেনিয়ার কাছে আমরা ক্রীতদাসই!
ব্রিটিশের দুঃশাসনকালে শিকল ভাঙার গানে
বীর তকমায় হিম্মত হাঁকায় উদাসী উদ্যানে।

জীবনের গান গাইতে গিয়ে বন্দি কারাগারে
অগ্নিবীণা সুর ছড়ালো জাতিকে উদ্ধারে।
ব্রিটিশ রাজ্য উঠলো কেঁপে বাঁধনহারার গানে
বীর ক্ষুদিরাম, সূর্য সেন ও প্রীতিলতার প্রাণে–
উল্কা বেগে বইলো হাওয়া জমিন ও আসমানে
স্বাধিকারে জ্বলল মশাল মনেরই ময়দানে।

বাংলাদেশের রক্তাক্ত জুলাই ও দেশে দেশে গ্রাফিতি বিপ্লব

আশফাকুজ্জামান

দেয়াল লিখন বা দেয়াল চিত্র হলো গ্রাফিতি। এর এক অদৃশ্য শক্তি আছে। গ্রাফিতিকে অনেক সময় সাধারণ কিছু মনে হয়। কিন্তু এর পেছনে থাকে এক গভীর বোধ। থাকে জীবন ও সমাজের দর্শন। এটা মানুষের অভিমতের বহিঃপ্রকাশ। এতে সূক্ষ্মভাবে সমাজের পচন, পরিণতি ও পরিত্রাণের প্রকাশ থাকে। অন্যায়, অত্যাচার, রাজনৈতিক অস্থিরতাসহ নানা ঘটনা এর বিষয়। এটা যেমন সরকার উৎখাতের হুমকি হতে পারে, প্রতিবাদ হতে পারে; তেমনি রাজনৈতিক নেতানেত্রীর গুণকীর্তন হতে পারে, আবার কারও একান্ত কষ্টের কথাও এখানে থাকতে পারে।

বিপ্লবের প্রতীক

গ্রাফিতি এক ধরনের বিপ্লবের প্রতীক। আন্দোলনের সময়ে নানা কর্মসূচির মতোই গ্রাফিতিও গুরুত্ব পায়। অন্যায়-অবিচারের ব্যাঙ্গাত্মক প্রকাশের মধ্য দিয়ে অত্যাচারী শাসককে প্রশ্ন ছুড়ে দেয়। যে প্রশ্নের উত্তর তারা দিতে চায় না। তখন মানুষের মধ্যে নানামুখী আলোচনা হয়। সরকার যদি এসব থেকে পরিত্রাণের চেষ্টা না করে তাহলে এর প্রভাব এক সময় সরকারকে পতনের দিকে নিয়ে যায়। তাই অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিভিন্ন দেশের দেয়ালে প্রতিবাদ দেখা যায়। জগতের প্রায় সব দেয়ালই একজন গ্রাফিতি শিল্পীর ক্যানভাস হতে পারে।

১৯৬৮ সালের এক ঘটনা। ফ্রান্সে তখন শিক্ষা ক্ষেত্রে সীমাহীন বৈষম্য। সে বছরের মে মাসের দিকে

ফ্রান্স: মে, ১৯৬৮ সালের একটি গ্রাফিতি

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা সরকারের বিরুদ্ধে ফুঁসে ওঠে। শুরু হয় তুমুল আন্দোলন। তারা গ্রাফিতির ভাষায় প্রতিবাদ করে। বিপ্লব আরও দ্বিগুণ হয়। শিক্ষার্থীরা জীবন দেয়। কিন্তু আন্দোলন থেকে ফিরে না। এক সময় সরকারের পতন হয়। দুনিয়াজুড়ে সেদিনের সফলতা ছড়িয়ে পড়ে।

বাংলাদেশের দেয়ালে গ্রাফিতির নতুন ইতিহাস

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে দেশে গ্রাফিতির এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছে। জুলাইয়ের ঠিক মাঝামাঝি। বিষণ্নতায় ঢাকা পড়ে দেশ। ভয়াবহ রূপ একই দিনে ঘোষণা হয় গ্রাফিতি কর্মসূচি। শুরু হয় শিক্ষার্থীদের দেশ মেরামতের কাজ। তাদের হাতেই নির্মিত হবে নতুন বাংলাদেশ। কী এক অপার আনন্দে বিভোর তারা। নিজেরা টাকা জোগাড় করছে। রংতুলি কিনছে। রং মেশাচ্ছে। দেয়াল পরিষ্কার করছে। তারপর যা হলো তা এক কথায় অবিশ্বাস্য। পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। কয়েক দিন ধরে দেশের দেয়ালজুড়ে বিভিন্ন স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা আঁকতে থাকে গ্রাফিতি। আজ পর্যন্ত পৃথিবীর আর কোনো দেশে এত অল্প সময়ে এত গ্রাফিতি আঁকা হয়েছে বলে জানা নেই।

বাংলাদেশ: ২০২৪-এর গণ-অভ্যুত্থানের গ্রাফিতি

নেয় ছাত্র আন্দোলন। প্রায় প্রতিদিন মানুষের মৃত্যু হয়। রাজপথে রক্ত ঝরে। ছাত্রদের শক্তি, সাহস ও সৃজনশীলতার চরম প্রকাশ ঘটে। আন্দোলন তীব্র থেকে আরও তীব্র হয়। মানুষও ঘর ছেড়ে রাস্তায় নামে। রক্তে সবার আগুন ধরে। সেই দুর্নিবার শক্তির সামনে পরাজিত হয় মারণাস্ত্র।

সংঘাত-সংঘর্ষে জুলাইয়ের প্রায় প্রতিটি দিনই ছিল বিবর্ণ। দেশের মানুষের জীবনে এমন জুলাই হয়ত আর আসেনি কোনোদিন।

সেদিন ছিল ২৮শে জুলাই। এটাও ছিল বিষণ্ন একটি দিন। তারপরও সমন্বয়কদের অনলাইন সংবাদ সম্মেলন। সেখান থেকে শিক্ষার্থীদের মুক্তি, মামলা প্রত্যাহার ও হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে আল্টিমেটাম দেওয়া হয়।

দেশের দেয়ালজুড়ে আঁকা হচ্ছে আন্দোলনের গৌরবময় গ্রাফিতি। এটি ছিল বাংলাদেশের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়। একে স্মরণীয় করে রাখতেই শিক্ষার্থীদের এই উদ্যোগ।

গ্রাফিতিতে রয়েছে তাদের রক্তের দাগ। বৈষম্যবিরোধী প্রতিবাদ, গণ-অভ্যুত্থানের চিত্র। রাষ্ট্র সংস্কারের কথা, বদলে যাওয়া বাংলাদেশের গল্প। অসাম্প্রদায়িক বাংলার দৃশ্য। দুর্নীতি, অত্যাচারের অবসান, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, অধিকার প্রতিষ্ঠা, পরবর্তী প্রজন্মের প্রত্যাশাসহ আরও অনেক অনেক কিছু। শিক্ষার্থীদের আঁকা শিল্পকর্ম নজর কেড়েছে। সবাই এর প্রশংসা করেছে। রক্তাক্ত জুলাইকে তারা গ্রাফিতিতে তুলে এনেছে। বাংলাদেশের শহরগুলো যেন স্লোগান আর স্লোগানের গ্রাফিতিতে রঙিন হয়ে

উঠেছে। দেয়ালজুড়ে প্রতিবাদ, দেশপ্রেম, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন।

'বুকের ভিতর অনেক ঝড়, বুক পেতেছি গুলি কর'; 'পানি লাগবে পানি'; 'গর্জে উঠেছিলাম বলেই বাংলাদেশ'; 'তোর কোটা তুই নে, আমার ভাইকে ফেরত দে'; 'বিকল্প কে? আমি, তুমি, আমরা'; 'ছিনিয়ে এনেছি বিজয় শিখিনি পরাজয়'; 'শোন ধর্ম আর দেশকে মিলাইতে যেও না, ফুলের নাম কি দিবা ফাতেমা চূড়া?'; 'রক্তাক্ত জুলাই'; 'আপনি প্লিজ উত্তেজিত হবেন না'; 'আমরা গড়ব আমাদের দেশ'; 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো জুলাই'; 'নাটক কম করো পিও' ইত্যাদি শত শত স্লোগানের গ্রাফিতিতে ছেয়ে যায় বাংলাদেশ।

কেবল বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও ভবনের দেয়াল না, সীমানা প্রাচীর, সড়কদ্বীপ, মেট্রোরেল ও উড়ালসড়কের স্তম্ভ– কোথায় নেই গ্রাফিতি। এসব গ্রাফিতিতে রয়েছে দুই হাত প্রসারিত করে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা সাহসিকতার প্রতীক আবু সাঈদের প্রতিকৃতি। আবু সাঈদের যে কত প্রতিকৃতি আঁকা হয়েছে এর যেন শেষ নেই। আছে মুগ্ধের প্রতিকৃতি। মুগ্ধের পানির বোতলের গ্রাফিতিও আছে। বাংলাদেশের দেয়াল যেন আজ রক্তাক্ত জুলাই।

আন্দোলনে আরও যারা জীবন দিয়েছে– ফাইয়াজ, তামিম, হৃদয়, ইফাজ, শুভ, শান্ত, রাসেল, সোহাগ, ফয়েজসহ আরও অনেক শিক্ষার্থীদের প্রতিকৃতি

গ্রাফিতিতে এসেছে। আরও আছে দারুণ সব গান ও কবিতার পঙ্‌ক্তিমালার গ্রাফিতি। 'বল বীর, বল উন্নত মম শির! শির নেহারি আমারি নতশির ওই শিখর হিমাদ্রির!'; 'আঁধারে ভয় পেয়ো না আলো আছে আড়ালে/আঁধার কেটে যাবে তুমি উঠে দাঁড়ালে'; 'সব মানুষের স্বপ্ন তোমার, চোখের তারায় সত্যি হোক/ আমার কাছে দেশ মানে, এক লোকের পাশে অন্য লোক'– এমন আরও অনেক কালজয়ী গানের পঙ্‌ক্তি। ছাত্রদের বীরত্বগাথা এই প্রথম নয়– ১৯৫২, ১৯৬৯, ১৯৭১ এমনকি ১৯৯০ সালেও তারা প্রমাণ করেছে কীভাবে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে জয়ী হতে হয়।

ইতিহাসের এক অনন্য আন্দোলন হলো বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। এটি বাংলাদেশের সাধারণ শিক্ষার্থীদের সংগঠন। ২০২৪ সালের ১লা জুলাই এর সৃষ্টি হয়। প্রথমে কোটা সংস্কার ও পরবর্তীতে অসহযোগ আন্দোলনে রূপ নেয়। ৮ই জুলাই ৬৫ সদস্যের কমিটি হয়। এদিকে দিন যতই যায় ততই আন্দোলন দুর্বার গতি ধারণ করে। এরই মধ্যে অনেক মামলা-হামলার ঘটনা ঘটে। কেউ আহত হয়, কারও মৃত্যু হয়, কেউ গুম হয়।

আন্দোলনের তীব্রতা বাড়তে বাড়তে চূড়ান্ত সীমায় যায়। তখন ৩রা আগস্ট বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ১৫৮ সদস্যের সমন্বয়ক দল গঠন করে। এর মধ্যে ৪৯ জন সমন্বয়ক ও ১০৯ জন সহ-সমন্বয়ক ছিলেন। অনেক সমন্বয়ক এ আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন। তবে যাদের বেশি দেখা গেছে তারা হলেন– ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের নাহিদ ইসলাম, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের আসিফ মাহমুদ, প্রাণিবিদ্যা বিভাগের সারজিস আলম, ইংরেজি বিভাগের হাসনাত আবদুল্লাহ, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের রিফাত রশিদ, ভূগোল বিভাগের আবু বাকের মজুমদার, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের আরিফ সোহেলসহ আরও অনেকে।

মুক্তিযুদ্ধের সময় থেকে গ্রাফিতি

বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের সময় থেকে গ্রাফিতির মাধ্যমে প্রতিবাদ হয়ে আসছে। সে সময় কামরুল হাসান এ ধারা শুরু করেন। তারপর নব্বইয়ের গণ-আন্দোলন পর্যন্ত শিল্পীরা গ্রাফিতি এঁকেছেন।

সেই থেকে দেশের যে-কোনো আন্দোলনে গ্রাফিতি হয়ে উঠেছে প্রতিবাদের ভাষা। দেয়ালে কিছু উপস্থাপন করলে মানুষকে সেটা আকর্ষণ করে। তাই প্রতিবাদের একটা অন্যতম অনুষঙ্গ হলো গ্রাফিতি। 'এই মুহূর্তে দরকার, জনগণের সরকার, অমুক ভাইকে ভোট দিন, অমুক ভাইয়ের সালাম নিন, এই মার্কায় ভোট দিন, সেই মার্কায় ভোট দিন'– এভাবে বিভিন্ন সময় রাজনৈতিক বক্তব্য, স্লোগান, ব্যক্তিগত কষ্টের কথা গ্রাফিতিতে এসেছে।

কষ্টে আছে আইজুদ্দিন

নব্বইয়ের দশকের একটি জনপ্রিয় গ্রাফিতি হলো 'কষ্টে আছে আইজুদ্দিন'। কিন্তু আজ হয়ত অনেকেই

সেই আইজুদ্দিনকে ভুলে গেছে। তখন পুরান ঢাকার দেয়ালে, নীলক্ষেত, দোয়েল চত্বর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা, সীমানা প্রাচীরসহ বিভিন্ন জায়গায় 'কষ্টে আছে আইজুদ্দিন' দেখা যেত। অন্য জেলায়ও আইজুদ্দিন তার কষ্ট ছড়িয়েছে। অনেকে খোঁজ করেছেন কে এই আইজুদ্দিন? কেন তিনি কষ্টে আছেন? কীসের কষ্ট তার। খাওয়ার কষ্ট? টাকার কষ্ট? লেখাপড়ার কষ্ট, বেকারত্বের কষ্ট? প্রিয়জন ছেড়ে যাওয়ার কষ্ট? নাকি তিনি একজন কষ্টের শিল্পী! গ্রাফিতি শিল্পীরা রহস্যময়। তাদের কোনো কিছুই জানা হয় না। কিন্তু ইত্যাদির হানিফ সংকেত নাকি তাকে খুঁজে পেয়েছিলেন। জেনে ছিলেন তার কষ্টের কথা।

আবার প্রশাসনের লোকজন আইজুদ্দিনদের পছন্দ করে না। তাদের পালিয়ে থাকতে হয়। অনেক সময় পালিয়েও রক্ষা হয় না। আইজুদ্দিনেরও হয়নি। ২০১৫ সালে এক চুরির মামলায় নাকি তিনি গ্রেপ্তার হন। এখন ফেসবুক-ইউটিউবের যুগে আইজুদ্দিনদের কষ্ট অনেকে বুঝবে না। এখন কী পার্কের বেঞ্চে, গাছের গায়ে লেখা থাকে 'অমুক+অমুক' অথবা টাকার উপর লেখা থাকে 'সাথী তোমারে ভুলি নাই'। তাই এই সোশ্যাল মিডিয়ার দুনিয়ায় তিন দশকেরও বেশি আগে কষ্টে জীবন কাটানো আইজুদ্দিনদের কষ্ট বোঝা কঠিন। রাষ্ট্র, সমাজ যখন এদের অবহেলা করে, তাদের যন্ত্রণা বোঝে না, তখন তারা বাসের সিটে, টয়লেটে, বেঞ্চে, গাছে, টাকায় নিজেদের কথা লিখে দেয়।

বাংলাদেশের বিখ্যাত গ্রাফিতি

সুবোধ কবে হবে ভোর

এরপর চলে যায় অনেক দিন। সেটা ২০১৭ সালের কথা। তখন একদিন মিরপুরের দেয়ালে দেয়ালে 'সুবোধ' নামে একের পর এক গ্রাফিতি দেখা যেতে থাকে। অনেকে মনে করেন সুবোধই বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় গ্রাফিতি। আগে এ ধরনের গ্রাফিতি ছিল না। সুবোধ এত জনপ্রিয় হয় যে গণমাধ্যম থেকে শুরু করে সোশ্যাল মিডিয়ায়ও সুবোধের গ্রাফিতি দেখা যায়। অনেকের প্রোফাইল পিকচারে সুবোধ আছে। কারও কারও গেঞ্জিতেও নাকি সুবোধ দেখা গেছে। সুবোধকে নিয়ে অনেক কৌতূহল। কেউ কেউ তাকে নিয়ে ফেসবুকে কমেন্ট করেছে। সুবোধ মানুষের ভাবনাকে জাগিয়ে তোলে।

সুবোধ গ্রাফিতির ভাষা ছিল– 'সুবোধ কবে হবে ভোর'; 'সুবোধ তুই পালিয়ে যা'; 'এখন সময় পক্ষে না'; 'তোর ভাগ্যে কিছু নেই'; 'মানুষ ভালোবাসতে ভুলে গেছে'; 'সুবোধ এখন জেলে'; 'পাপবোধ নিশ্চিন্তে বাস করে মানুষের মনে' ইত্যাদি। কিন্তু কেউ জানে না কে এই সুবোধ। কেন তাকে কেউ ভালোবাসে না। কেন সে পালিয়ে বেড়ায়। পালালেও নগরের দেয়ালে রেখে যায় চিহ্ন। এতসব প্রশ্ন কে তাকে করছে। কারা এটা এঁকেছিল। সুবোধ নাগরিকদের ভাবিয়ে তোলে। অনেকেই এর অঙ্কন শিল্পীর পরিচয় জানতে চান। কিন্তু অজানাই থেকে যায় তার পরিচিতি। গ্রাফিতি এমনই হয়। প্রশ্ন ছুড়ে দেয় বাতাসে। আর থেকে যায় মানুষের অন্তরে অগোচরে।

আবু বকর

এহসান রফিক

আবরার ফাহাদ

আবু বকর

সেটা ২০১০ সালের কথা। তখন 'আবু বকর' নামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক শিক্ষার্থী ছিলেন। তিনি থাকতেন স্যার এফ রহমান হলে। সে বছরের ১লা ফেব্রুয়ারি শুরু হয় দুই পক্ষের গোলাগুলি। এতে আবু বকর মাথায় গুলিবিদ্ধ হন। ৩রা ফেব্রুয়ারি তার মৃত্যু হয়। তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দেয়ালে তার গ্রাফিতি দেখা যায়।

এহসান রফিক, আবরার

তখন ২০১৮ সাল। সে সময় সলিমুল্লাহ হলের শিক্ষার্থী 'এহসান রফিককে' নির্যাতন করে চোখ নষ্ট করে দেওয়া হয়। আবার ২০১৯ সালে বুয়েটে আবরারকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দেয়ালে দেয়ালে গ্রাফিতিতে রফিকের নির্যাতন ও আবরারের মৃত্যুর প্রতিবাদ দেখা যায়।

পূর্ব বাংলা থেকে পূর্ব পাকিস্তান হয়ে বাংলাদেশে চিকামারা

ছুঁচো প্রাণীটিকে চিকা বলে। আবার দেয়াল লিখনকেও চিকামারা বলে। তবে দেয়াল লিখনকে কেন চিকামারা বলা হয় সে এক রহস্য। এ জন্য ফিরে যেতে হবে গত শতাব্দীর ১৯৪৭ সালে। দেশভাগের মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হয় পাকিস্তান। তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা আনন্দে পাকিস্তানের পক্ষে দেয়াল লিখন শুরু করে। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই তাদের মোহ কেটে যায়। বাংলা ভাষাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে শুরু হয় পাকিস্তান সরকারের সীমাহীন বৈষম্য। তখন আবার সেই শিক্ষার্থীরা দেয়ালে দেয়ালে লিখে এর প্রতিবাদ জানায়। কিন্তু পুলিশের ভয়ে রাতে গোপনে লিখতে হতো। তারা জিগা গাছের ডালের আগা থেতলে ব্রাশ বানাতো। ব্রাশের আগায় আলকাতরা দিয়ে স্লোগান লিখত।

এ সময় একদিন হঠাৎ টহল পুলিশ তাদের কাছে আসে। তখন শিক্ষার্থীরা ব্রাশ দিয়ে ঝোপঝাড়ে আঘাত করতে থাকে। পুলিশ জানতে চায় যে তারা কী করছে। শিক্ষার্থীরা বলে যে হলে চিকার যন্ত্রণায় তারা থাকতে পারে না। তাই চিকা মারছে। তখন আবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ হল ছিল একতলা। এর চারপাশে ঝোপঝাড়। হলের রুমে চিকার উপদ্রব ছিল। একই অবস্থা ছিল পুলিশের ব্যারাকেও। তাই পুলিশ বরং ছাত্রদের চিকামারায় খুশি হয়।

এরপর থেকে শিক্ষার্থীরা চিকামারার সময় দুই দলে বিভক্ত হতো। একদল ঝোপঝাড়ে চিকামারার ভান করত। আরেক দল দেয়ালে সরকারবিরোধী স্লোগান লিখত। এরপর থেকে দেয়ালে কিছু লিখতে গেলেই শিক্ষার্থীরা বলত যে চিকা মারতে যাচ্ছে। এভাবে 'দেয়াল লিখন' শব্দটি চিকামারায় পরিণত হয়। কবি হেলাল হাফিজ তার এক লেখায়ও এমন অভিমত দিয়েছেন। সেই পূর্ব বাংলা থেকে পূর্ব পাকিস্তান হয়ে বাংলাদেশেও চিকামারা শব্দটি ব্যবহার হচ্ছে। রাজনৈতিক বক্তব্য, স্লোগান, ব্যক্তিগত কষ্টের কথা চিকামারায় এসেছে। এই চিকামারা এক ধরনের গ্রাফিতি। তবে এখন আর চিকামারা তেমন দেখা যায় না।

গত শতাব্দীর ১৯৪৮ সালে চিকামারা শব্দের প্রচলন হয়। ১৯৫২ সালে বিস্তার লাভ করে। আর ১৯৬৯ সালে শব্দটি প্রায় দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। উত্তাল রাজনৈতিক সময় দারুণ সব চিকা লেখা হতো। গ্রাফিতি রাতের অন্ধকারে এক/দুইজন আঁকে। কিন্তু চিকা রাজনৈতিক, দলীয় ও সাংগঠনিক। সবাই মিলে দলেবেঁধে চিকামারে। চিকা ও গ্রাফিতির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। গ্রাফিতিতে ব্যক্তির রাগ, ক্ষোভ বেশি দেখা যায়। চিকায় দল ও সংগঠনের কথা থাকে। কিন্তু সময় যেতে যেতে এমন এক রাজনীতি আসলো, যেখানে বিরোধী দলকে প্রায় মাঠে থাকতে দেওয়া হলো না। এভাবে চিকামারার সংস্কৃতিও প্রায় হারিয়ে গেল।

গ্রাফিতির আর্ট হওয়ার দায় নেই

সব সময় গ্রাফিতি প্রতিবাদী নাও হতে পারে। তাই কেউ যখন লেখে 'জীবন সুন্দর, এগিয়ে যাও'; 'Sorry for your wall.'; 'Follow the white rabbit'– এসবই গ্রাফিতি। মানুষ নানাভাবে তার অনাস্থা, খারাপ লাগা, আপত্তি ও ভালো লাগা জানাতে চায়। এভাবে শিল্পী নান্দনিক আর্টের বাইরে গিয়ে নিভৃতে নিজের মনের কথা লেখে। এটাই হলো

ইংল্যান্ড: লেক স্ট্রিট টানেলের গ্রাফিতি

সাউথ আফ্রিকা: *বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলনের বিপ্লবী নেতা নেলসন ম্যান্ডেলার গ্রাফিতি*

গ্রাফিতি। গ্রাফিতির আর্ট হওয়ার দায় নেই। এটা শাসককে ধাক্কা দেয়। মানুষকে ভাবায়।

বিশ্ব ইতিহাসে গ্রাফিতি

গ্রাফিতির ইতিহাস অনেক পুরোনো। ঠিক কবে, কখন এর শুরু তা বলা কঠিন। তবে অনেকে মনে করেন পশুর হাড় দিয়ে গুহায় খোদাই করেই প্রথম গ্রাফিতি আঁকা হয়। তবে ইতালির প্রাচীন রোমে সমাধির দেয়াল, সিরিয়া, জর্ডান ও সৌদি আরবে গ্রাফিতি দেখা যায়। সে সময়ও গ্রাফিতি বেশ অর্থপূর্ণ ছিল। সেখানে ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ, সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাবনা থাকত। সেই থেকে বিভিন্ন দেশের তরুণেরা দেয়ালে গ্রাফিতি আঁকে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সবচেয়ে বেশি গ্রাফিতি দেখা যায়। তখন আমেরিকার দেয়ালে দেয়ালে দেখা গেল টেকো মাথার এক লোক দেয়াল ধরে বসে আছে। সেখানে লেখা ছিল 'KilRoy Was HERE'। সে সময় আবার আমেরিকার এক জাহাজ জার্মানদের হাতে ধরা পড়ে। তাই হিটলার ভাবলেন এটা নিশ্চয়ই আমেরিকানদের কোনো হাই ইন্টেলিজেন্সের কোডনেম। অথচ এই কিলরয়ের রহস্য নাকি আজও অজানা।

আটলান্টা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র: *মার্টিন লুথার কিং জুনিয়রের একটি বিশাল গ্রাফিতি*

জার্মানি: বার্লিন ওয়াল গ্রাফিতি, ১৯৮৬

বিশ্বের সেরা গ্রাফিতি

গ্রাফিতি শিল্পীরা সাধারণত পরিচয় গোপন রাখেন। এরা হলেন অন্তর্মুখী শিল্পী। ইংল্যান্ডের বাঙ্কসি ছিলেন একজন বিখ্যাত কিংবদন্তি গ্রাফিতি শিল্পী। তিনি রাজনৈতিক ও যুদ্ধবিরোধী গ্রাফিতির জন্য বিখ্যাত। লস অ্যাঞ্জেলস থেকে প্যালেস্টাইন পর্যন্ত তার গ্রাফিতি দেখা যেত। ইজরায়েলের বিতর্কিত পশ্চিমা তীর নিয়ে তিনি বিদ্রুপমূলক গ্রাফিতি তৈরি করেছেন। বাঙ্কসির ছিল এক সিনেম্যাটিক রহস্য। আজও কেউ জানে না কে এই লোক। কোথায় তিনি থাকেন। আর কেনইবা দুনিয়াজুড়ে গ্রাফিতি আঁকেন। বিশ্বের দেয়াল, সড়ক আর সেতুতে বাঙ্কসির গ্রাফিতি দেখা যায়। তার সেরা গ্রাফিতির মধ্যে রয়েছে– ‘ফ্লাওয়ার থ্রোয়ার’; ‘দ্য মাইল্ড মাইল্ড ওয়েস্ট’; ‘বেলুন গার্ল’ ইত্যাদি।

যুক্তরাষ্ট্রের ‘ডেভিডকো’কে বলা হয় ‘সৃজশীল-বিদ্রোহী’। তিনি ফেসবুকের নির্বাহী মার্ক জাকারবার্গকে তার নতুন কার্যালয়ের গ্রাফিতি এঁকে দেন। এ জন্য তিনি কোনো টাকা না নিয়ে প্রতিষ্ঠানের

***ইংল্যান্ড:** বিখ্যাত গ্রাফিতি শিল্পী বাঙ্কসির ‘ফ্লাওয়ার থ্রোয়ার’ গ্রাফিতি*

একটি শেয়ার দাবি করেন। ২০১২ সালে যার মূল্য দাঁড়ায় প্রায় ২০ কোটি ডলার।

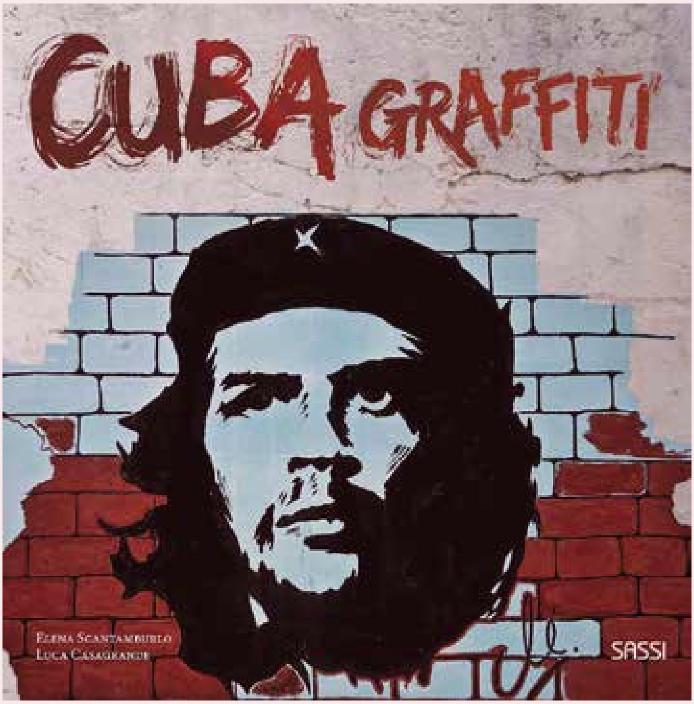

কিউবা: দেয়ালে বিপ্লবী নেতা চে গুয়েভারার গ্রাফিতি

ব্রাজিলের গ্রাফিতি শিল্পী 'এদুয়ার্দোকোবরা' ছিলেন দরিদ্র পরিবারের সন্তান। তিনি এক বিশেষ ধরনের গ্রাফিতি আঁকতেন। তার আলোচিত গ্রাফিতির মধ্যে রয়েছে—বিশ্বখ্যাত মানুষের মুখ, পরিবেশ দূষণ, বৈশ্বিক উষ্ণতা, বন উজাড়, যুদ্ধ ইত্যাদি। তিনি বিশ্বের সবচেয়ে দীর্ঘ গ্রাফিতি এঁকে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস বুকে নাম লেখান। তিনি বিশ্বের একজন সেরা গ্রাফিতি শিল্পী।

এরিক ক্ল্যাপটন ইংল্যান্ডের বিখ্যাত রক গিটারিস্ট, গায়ক, গীতিকার, সুরকার ও সংগীত পরিচালক। তাকে মনে করা হয় সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ গিটারিস্টদের একজন। সেটা ছিল ১৯৬৭ সাল। লন্ডনের ইসলিংটন স্টেশনের দেয়ালে 'ক্ল্যাপটন ইজ গড' নামে এক গ্রাফিতি দেখা যায়। বিংশ শতাব্দীতে সেটিই ছিল নাকি বিশ্বের সেরা গ্রাফিতি।

ভিন্নমত

গ্রাফিতি নিয়ে ভিন্ন মত রয়েছে। অনেকে মনে করেন অন্যের বাড়ি বা প্রতিষ্ঠানের দেয়ালে গ্রাফিতি দিয়ে সৌন্দর্য নষ্টের অধিকার কারও নেই। আবার কখনো কখনো পুলিশের বাধার মুখে পড়তে হয়। আবার কখনো কখনো সন্ত্রাসীগোষ্ঠীও গ্রাফিতির মাধ্যমে জানান দেয়। পোস্টার লাগায়। নেতানেত্রীর বন্দনায় দেয়াল ভরে ফেলে। এসব থেকে বরং গ্রাফিতি ভালো। কলকাতার লেখক বীরেন দাশ শর্মা তার *গ্রাফিতি এক অবৈধ শিল্প* গ্রন্থে গ্রাফিতি নিয়ে লিখেন, 'এক অর্থে গ্রাফিতি সাহিত্য না হয়েও লেখার শিল্প, চিত্রকলা না হয়েও অঙ্কনশিল্প।' সব সময় গ্রাফিতি গোপনে আঁকা হয় তা না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'শামসুন্নাহার হলের নির্যাতন' নিয়ে আঁকা ড্রাগন গ্রাফিতি প্রশংসা পায়। ষাটের দশকে হেলাল হাফিজের 'নিষিদ্ধ সম্পাদকীয় কবিতা'র বিখ্যাত পঙ্‌ক্তি 'এখন যৌবন যার, মিছিলে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়...—' দশকের পর দশক জনপ্রিয় ছিল।

সূত্র:

- গ্রাফিতি! গ্রাফিতি কি? গ্রাফিতির ইতিহাস কি?
- গ্রাফিতি যেভাবে আন্দোলনের অংশ
- গ্রাফিতির ইতিহাস, 'সুবোধ তুই ঘুরে দাঁড়া'
- চিকামারা শব্দটি এল যেভাবে এককালের 'দেওয়াল লিখন' কথাটি ...
- দেয়াল লিখনকে কেন চিকামারা বলা হয়?—হেলাল হাফিজ
- চিকামারা, ড. মোহাম্মদ আমীন
- প্রতিবাদ-প্রতিরোধ-প্রত্যয়ে দীপ্ত গ্রাফিতি দেয়ালে দেয়ালে
- 'কষ্টে আছি আইজুদ্দিন' চুরির মামলায় গ্রেফতার
- কষ্টে আছি ...আইজুদ্দিন...
- বিশ্বসেরা পাঁচ গ্রাফিতি শিল্পী

আশফাকুজ্জামান: লেখক, সংগঠক ও সাংবাদিক

কোটা সংস্কার আন্দোলনে শহিদদের একাংশ:

তথ্যসূত্র: ২রা আগস্ট ২০২৪, সমকাল

সচিত্র বাংলাদেশ

Regd.No.Dha-476 Sachitra Bangladesh Vol. 45, No. 01, July 2024, Tk. 25.00

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা কেন্দ্রীয় শহিদমিনারে

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
www.dfp.gov.bd